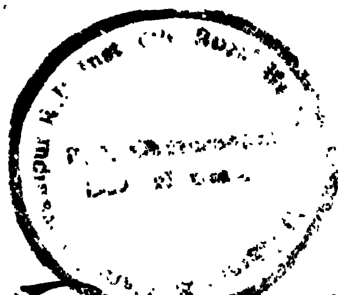

মাণিকমালা



মাণিকমালা

বা

চাষার ছেলে

PRINTED BY K. L. DASS. AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

মাণিকমালা

—বা—

চাষার ছেলে

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, বি, টি, প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৯ সাল।

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

ব্রজেন্দ্রবাবুর কৃত বিশ্ববিজয়ী নূতন নূতন নাটক

রাজলক্ষ্মী

গণেশ অপেরায় যশের সহিত অভিনয় হইতেছে। সীতার বনবাসের সেই চিরকরুণ কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। যাঁহারা অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। ইহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা সুকঠিন সেই চক্রধর মিশ্র, দীপক, দুর্জ্জয় প্রভৃতি সবই আছে। অল্প লোকে সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।

লীলাবসান

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম,এ, প্রণীত, গণেশ-অপেরা-পার্টির যশের অভিনয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ, বলরামের তীর্থযাত্রা, শাম্বের উচ্ছৃঙ্খলতা, বালখিল্য মুনির অভিশাপ, শাম্ব-পত্নী লক্ষ্মণার বিষোদ্গীরণ, অনার্য্যরাজ জরার দ্বারকা আক্রমণ, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ, সাত্যকির আভিজাত্য-গর্ব্ব প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।

চাঁদের মেয়ে

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত; নট্ট কোম্পানীর যশের অভিনয়। চাঁদের দুলালী সোনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, চাঁদ-রায়ের নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস, কেদার রায়ের বজ্রকঠোর কুসুম-কোমল প্রাণের অভিব্যক্তি, ঈশাখাঁর মহত্ব, কাঞ্চনের স্নেহের ফল্গুধারা, শ্রীমন্তের প্রতিহিংসা, আলেয়ার অপরূপ আলো, নবরসের অপূর্ব্ব সম্মিলন। মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রবীরার্জ্জুন

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম এ. প্রণীত, গণেশ-অপেরায় অভিনীত। প্রবীর কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, ভীম অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মাহিষ্মতী-অভিযান, গঙ্গার জ্বালাময়ী উদ্দীপনা, নীলধ্বজের নৈরাশ্য, অগ্নির মহাপ্রাণতা, বৃষকেতুর আত্মগ্লানি, প্রবীরের আত্মদান, জনার অনল্গোদ্গারী শোকগাথা প্রভৃতি পাঠ করুন। মূল্য ১॥০ টাকা।

বঙ্গবীর

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম,এ কৃত, গণেশ-অপেরায় যশের অভিনয়। একদিন যে বাংলার নির্ব্বাসিত রাজপুত্র মাত্র সাত শত অনুচর লইয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, সেই বিজয়সিংহের কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করুন। সেই পুত্রবৎসল সিংহবাহু, কুটচক্রী ইন্দ্রনিল, রাজ্যহারা শালি-বাহন, প্রতিহিংসাপরায়ণ অগ্নিমিত্র প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।



পরলোকগত স্নেহের অনুজ

—মন্মথনাথ স্মরণে—

ভাই,

সে দিন তোমার যাবার বেলায়
দেবার ছিল না কিছু,
সাবাটী পবাণ দেহ ছেড়ে শুধু
ছুটেছিল পিছু পিছু।
না-চাওয়ার দেশে তুমি তো গিয়েছ,
ভুলেছ পাওয়ার জ্বালা,
স্মৃতির গলায় পবানু আদরে
অশ্রু "মাণিকমালা"।

—ছোড়দা—

ভূমিকা

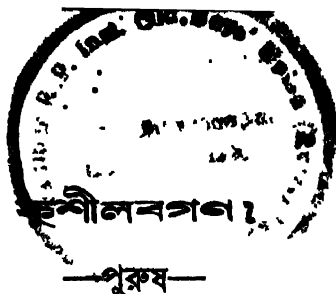


"মাণিকমালা" নামেই এই নাটকখানি সাধারণের নিকট সুপরিচিত; কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ ময়মনসিংহ জেলার নাট্যামোদিগণ ইহাকে "চাষার ছেলে" নামে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের দেওয়া নাটকের এই সুসঙ্গত উপাধি আমি সাদরে "মাণিকমালা" নামের সহিত যুক্ত করিলাম।

Mr. Turnbull রচিত "Golden deeds of India" হইতে এই নাটকের আখ্যান-ভাগ গৃহীত। বিজয়নগরের সুখ-সমৃদ্ধি যখন অস্তমিত, তখনকার একটি বিয়োগান্ত ঘটনা ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। রাজা বেঙ্কট রায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঙ্গ রায় ও পালিত পুত্র চিকা রায়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়; চিকা রায়ের পক্ষে ছিলেন সচিব জগ রায় ও রঙ্গ রায়ের সহায় ছিলেন সর্দ্দার একমা নায়ক। মহাবীর দেশপ্রেমিক একমা নায়কের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও চিকা রায় সিংহাসন অধিকার করেন ও রঙ্গ রায়কে সপরিবারে বন্দী করেন। কারাগারে রঙ্গ রায় স্বহস্তে স্ত্রীকে হত্যা করিয়া নিজেও নিহত হন। নাটকের মধ্যে "চিকা রায়" নামের স্থলে "দেব রায়" ব্যবহার করা হইয়াছে। এই চরিত্রটীর অঙ্কনই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। "প্রবীরার্জ্জুনে" প্রবীর ছিলেন দুই মায়ের এক ছেলে, "মাণিকমালায়" দেব রায় তেমনি দুই পিতার এক পুত্র। জন্ম তাহাকে টানে পাখীডাকা বনে, ধূ-ধূ করা মাঠে, সোনালি ধানের ঢেউখেলানো মায়ায়; কর্ম্ম তাহাকে বাঁধিয়া রাখে ঐশ্বর্য্যের অষ্টপাশে। গিরিমর্দ্দন তাহার অন্তরের জন্মগত সরলতা, দামিনী তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাসম্প্রাত দুরাকাঙ্ক্ষা; এই দুইয়ের সঙ্ঘাতেই দেব রায়ের চরিত্র বৈচিত্র্যময় এবং এই চরিত্রের বিশ্লেষণই "মাণিকমালা" নাটক।

গত তিন বৎসর যাবৎ বরিশালের নট্ট কোং অসামান্য সাফল্যের সহিত এই নাটক অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন এই সাফল্যের অনেকাংশে দায়ী; এই জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার



কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

রঙ্গরায় ... ... চন্দ্রগিরির যুবরাজ।

দেবরায় ... ... ভূতপূর্ব্ব রাজার পালিত পুত্র।

শঙ্কর ... ... রঙ্গরায়ের পুত্র।

একমা নায়ক ... ... সর্দ্দার।

পৃথ্বিনায়ক ... ... ঐ পুত্র।

জগরায় ... ... সেনাপতি।

রাঘব ... ... জগরায়ের পুত্র।

গিরিমর্দ্দন ... ... দেবরায়ের পিতা।

গয়ারাম ... ... রাজকর্ম্মচারী।

চারণ, বিষাণ, অশ্বরক্ষক, ভৃত্য, রক্ষী, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

নর্ম্মদা ... ... রঙ্গরায়ের স্ত্রী

পদ্মিনী ... ... ঐ ভগিনী।

কিঙ্করী ... ... পৃথ্বীনায়কের স্ত্রী।

সন্ধ্যা ... ... ঐ কন্যা

যামিনী ... ... জগরায়ের কন্যা।

লালসা, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

চাষার ছেলে



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গীত।

আর কাঁদিতে যে পারি না গো!
ওগো আমাদের জনক-জননী, আঁখি মেলি জাগো জাগো॥
ক্ষুধায় অন্ন কে জোগাবে মুখে, পিপাসায় দেবে জল,
মুছায়ে কে দিবে নয়নের বারি, নিরাশায় বুকে বল?
কাল-ঘুমে কত রবে অচেতন,
আকাশ বাতাস শোকে নিমগন,
জলিছে বিরহে শ্মশান-নগরী, আঁধারে ধরণীতল॥

[সকলের প্রস্থান।

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। কাঁদ রে নগরবাসী,
অশ্রুজলে বহাও তটিনী।

ওই ভস্মরাশিতলে কালঘুমে
অচেতন আমাদের জনক-জননী।
শোকে দুঃখে মুছাইতে
নয়নের ধারা, নিজের গ্রাসের অন্ন
অন্নহীনে করিবারে দান
বুঝি আর কেহ নাই বিজয়নগরে!
নীড়ে বসি কাঁদে বিহঙ্গম,
শন্‌স্বনে কাঁদিছে বাতাস,
শোকাচ্ছন্ন বিজয়নগর
অবিরল ফেলে আঁখিজল।
হায় পিতা, তুমিও লভিলে শেষে
অন্তিম শয়ন? সাড়া দাও—
ব'লে দাও অভাগা সন্তানে,
কোন্ দিকে যাবো আমি
কুটিল এ সংসারের পথে।

রঙ্গরায়ের প্রবেশ।

রঙ্গরায়। ডাকো—ডাকো,
তারস্বরে ডাকো দেখি ভাই!
নভস্থল বিদারিয়া, উদ্বেলিয়া সপ্ত সিন্ধুজল
তমসার পার হ'তে সে দুটি আরাধ্য মূর্তি
আন রে ডাকিয়া! রাজারাণী তোরে কত
বাসিতেন ভাল; আকুল আহ্বান তোর
হয় তো বা হবে না নিষ্ফল!

দেবরায় । দাদা ! এতদিনে ফিরিলে কি রণস্থল হ'তে ?
হায়, মোর চেয়ে ভাগ্যহীন তুমি ।
মৃত্যুকালে তোমারে স্মরিয়া
অবিরল অশ্রুধার মহারাজ করেছে বর্ষণ ।

রঙ্গরায় । ভাগ্যহীন—নিতান্তই ভাগ্যহীন আমি,
জীবনে দ্বিতীয়বার মাতৃ-পিতৃহারা !
হে পিতৃব্য, মহারাণী মাতৃস্বরূপিণী !
জন্মান্তরে কত বুঝি করেছিনু পাপ,
তাই মৃত্যুকালে নারিনু সেবিতে আমি
চরণকমল ! [redacted] দেবরায় !

দেবরায় । দাদা !

রঙ্গরায় । শোন ভাই, গুরুতর রাজকার্য্য
সম্মুখে মোদের ।
নিঃসন্তান মহারাজ ; আমি ভ্রাতুষ্পুত্র,
তুমি তার পালিত সন্তান ।
সিংহাসনে মোরা দোঁহে তুল্য অধিকারী
কিন্তু তুচ্ছ এক সিংহাসন তরে
এক বিন্দু রক্তপাত আমি নাহি চাই ।
শোন ভাই ! যদি সাধ হয়,
তুমি রাজ্য করহ গ্রহণ ;
আমি নিজে হাতে ধ'রে সিংহাসনে
বসাবো তোমায়, পরাবো মুকুট শিরে,
তারস্বরে নৃপতির নামে
আমি আগে দিব জয়ধ্বনি ।

দেবরায়। সে কি দাদা! আমি নেবো সিংহাসন
তুমি বর্ত্তমানে? এ তো নয় কনিষ্ঠের ধারা।
এই দেখ, মহারাজ তোমারেই দিয়ে গেছে
মাণিকের হার; অরাতির শ্যেনদৃষ্টি হ'তে
সযতনে এতদিন গচ্ছিত রেখেছি আমি।
এই নাও নৃপতির আশীর্ব্বাদ সহ
রাজটীকা সম এই মাণিকের মালা।
[মাণিকমালা প্রদান করিতে উদ্যত।

গীতকণ্ঠে লালসার প্রবেশ।

লালসা।—

গীত।

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, করিস্ কি তুই পাগলা ছেলে?
সাত রাজার ধন হাতে পেয়ে অতল জলে দিস্ নে ফেলে॥
এই ভুলে তোর দু'কূল যাবে, আপন বুঝে চল্,
কেঁদে তুই কূল পাবি নে, কূল ছাপিয়ে বইবে চোখের জল,
যারে তুই ভাবিস্ মাটি, সংসারে সেই যে খাঁটি,
নিস্ নে তুলে দুঃখবোঝা, সুখের ভরা পায়ে ঠেলে॥

[প্রস্থান।

রঙ্গরায় দেবরায়!

দেবরায়। নাও দাদা, আমাকে ভারমুক্ত কর! এ মাণিকমালার ভার আমি আর সইতে পারছি না।

রঙ্গরায়। সত্যই কি তুমি এ মাণিকমালা আমাকে দিতে চাও?

দেবরায়। দেবো না? পিতা যে এ মালা তোমাকেই দিয়ে গেছেন।

রঙ্গরায়। তুমি বোধ হয় এর মূল্য জান না ভাই; রাজদত্ত এ

মাণিকমালা যার গলায় উঠ্‌বে, সেই হবে বিজয়নগরের একচ্ছত্র অধিপতি। ইচ্ছা কর্‌লে আজ তুমি অনায়াসে সিংহাসন অধিকার কর্‌তে পার।

দেবরায়। তা জানি দাদা! কিন্তু যার অন্নে প্রতিপালিত আমি, আশৈশব যাঁকে পিতা ব'লে ডেকেছি, যাঁর অপরিসীম স্নেহ জাহ্নবী-ধারার মত আমার জীবনের কূল ছাপিয়ে ব'য়ে গেছে, ত্রিলোকের একাধিপত্য পেলেও আমি তাঁর আদেশ অমান্য কর্‌বো না।

রঙ্গরায়। তুমি ভুল কর্‌ছো ভাই!

দেবরায়। ভুল আমার নয়, তোমার। আজ যদি তুমি আমার গায়ে রাজ্যটা ছুঁড়ে ফেলে দাও, আমি তো রাখ্‌তে পার্‌বো না।

রঙ্গরায়। কেন পার্‌বে না ভাই? আমাকে যদি ভয় কর, আমি এই দণ্ডে পত্নী পুত্রের হাত ধ'রে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। আর যদি বিশ্বাস কর, আমি সহস্র চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টি থেকে এই তরবারি দিয়ে তোমার রাজ্য রক্ষা কর্‌বো।

দেবরায়। আমায় বোঝাতে পার্‌বে না দাদা—আমি বুঝ্‌বো না। চিরদিন সোজা পথে চলেছি, তাতে ঠকেছি অনেক, কিন্তু ধর্ম্মের কাছে দোষী হই নি। পিতা তোমাকেই মাণিকমালা দিয়ে গেছেন। আমার মন বল্‌ছে, এই সিংহাসনে একমাত্র তোমারই অধিকার। এই নাও ভাই, এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে আমি তোমার অধীনতা স্বীকার কর্‌লাম।

রঙ্গরায়। তবে তাই হোক্, আমি গ্রহণ কর্‌লাম এ রাজত্ব; যদি কখনও তোমার মনে রাজত্বের প্রলোভন জাগে, তখন কিন্তু আমাকে দোষী ক'রো না।

[প্রস্থান।

দেবরায়। যাক্, এতদিনে নিশ্চিন্ত!

সহসা জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। দেবরায়! মাণিকমালা কই, মাণিকমালা?

দেবরায়। রঙ্গরায়কে দিয়ে ফেলেছি।

জগরায়। দিয়ে ফেলেছ? করেছ কি নির্ব্বোধ? ওঃ—উদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেও শেষরক্ষা হ'লো না। অপদার্থ! অকর্ম্মণ্য! মূর্খ! এতদিন কি তোমায় আমি এই রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছি? আমি কৌশলে রঙ্গরায়কে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কি সিংহাসনটা তাকে বিলিয়ে দেবার জন্য? বনের পশুও তো নিজের স্বার্থ বোঝে, তুমি কি তার চেয়েও অধম? রাজদত্ত মাণিকমালা হাতে পেয়ে বিলিয়ে দিলে?

দেবরায়। দিলাম। আমি জগতের সঙ্গে প্রতারণা কর্‌তে পারি, কিন্তু আমার পরলোকগত প্রতিপালকের সঙ্গে প্রতারণা কর্‌তে পারি না।

জগরায়। একটা রাজ্যের জন্যও নয়?

দেবরায়। একটা কেন, অমন দশটা রাজ্যের জন্যও নয়।

জগরায়। তুমি মূর্খ!

দেবরায়। কিন্তু প্রবঞ্চক নই। আর্য্য! আমার এই তরুণ বয়সে কত দিগ্বিজয়ী মহাবীর দেখ্‌লাম। তাদের পদভরে পৃথিবী টলমল করেছে; কোথায় তারা আজ?—মৃত্যুর হাতে নীরব, নিথর, রাজ্যের এক কণাও তো তাদের সঙ্গে যায় নি! ঐ দেখ, বিজয়নগরের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ বেঙ্কটরায়ের অন্তিম শয্যা! এত বড় একটা রাজা, তাঁরও স্থান ঐ সাড়ে তিন হাত জমি। রাজ্য নিয়ে জন্মায় নি, সঙ্গে নিয়েও যাবে না। তবে কেন এ রাজ্যের প্রলোভন?

জগরায়। ওঃ, চাষার ছেলে বড় শাস্ত্রের বুলি শিখেছ দেখ্‌ছি!

আজ যদি রঙ্গরায় তোমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়, কোথায় দাঁড়াবে তুমি ?.

দেবরায়। কেন, আপনার গৃহে।

জগরায়। রাজরোষ উপেক্ষা ক'রে আমি তোমায় আশ্রয় দেবো ? কেন, তুমি আমার কে ?

দেবরায়। কেউ নই যদি, তবে আমার মঙ্গলের জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন ?

জগরায়। কেন ? ভেবেছিলাম, তোমার হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ ক'রে—যাক্, সব আশার একদিনে সমাধি হ'য়ে গেল। শোন যুবক ! যে নির্বোধ একটা রাজ্য হাতে পেয়ে বিলিয়ে দেয়, তার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেবো না।

দেবরায়। স্বেচ্ছায় না দেন, অনিচ্ছায় দেবেন।

জগরায়। অর্থাৎ তুমি আমাকে বাধ্য করবে ?

দেবরায়। আমি করবো না, বাধ্য করবে আপনার কন্যা। বিবাহ কি ছেলেখেলা ? সারাজীবন আমাকে স্বামী ব'লে পূজা করতে শিখিয়েছ, আর আজ বলছো বিবাহ দেবো না ! এ কথা আমি শুনতে পারি, কিন্তু সে তো শুনবে না।

জগরায়। শোন দেবরায়, এখনও সে সিংহাসনে বসে নি ; ইচ্ছা করলে এখনও আমি তোমায় সিংহাসনে বসাতে পারি।

দেবরায়। না—না, আমি চাই না সিংহাসন ; আশ্রয় না জোটে, আমি বৃক্ষতলে গিয়ে বাস করবো—সেও ভাল, তবু পিতার আদেশের অমর্য্যাদা করবো না।

জগরায়। তবে আর কি ? যাও ! চাষার ছেলে তুমি, দু'দিনের জন্য রাজপুরীতে স্থান পেয়েছিলে ; নিজের মঙ্গল যখন বুঝলে না,

ফিরে যাও সেই কৃষকের কুটিরে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হলকর্ষণের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করগে যাও! তুমি ঘৃণিত কুক্কুর, ঘৃতপক্ক অন্ন তোমার সহ্য হবে কেন?

দেবরায়। জগরায়!

জগরায় যাও—যাও, চাষার ছেলে চাষার ছেলের সঙ্গে আত্মীয়তা কর গে। [প্রস্থান]

দেবরায়
চাষার ছেলে! বাঃ রে সংসার,
চাষা যেন নহেক মানুষ;
চাষার বুকের মাঝে
নাহি প্রাণ, নাহি অনুভূতি!
এই আভিজাত্য দুষ্ট কীট সম
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করেছে প্রবেশ।
মানুষে মানুষে এত যদি বৈষম্য ঈশ্বর!
ধ্বংস কর—চূর্ণ কর মানবসমাজ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

একৃমা নায়কের গৃহ ।

একৃমা নায়ক ।

একৃমা। রণজয়ী সৈন্যগণ সবাই গৃহে ফিরে এসেছে, পৃথ্বী এখনো ফির্‌লো না কেন? যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই নীরবে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। এর অর্থ কি? তবে কি তার কোন অমঙ্গল হয়েছে? না, তাও সম্ভব নয়; একৃমা নায়কের পুত্র যদি মরে, বিজয়নগর ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠ্‌বে না? তাই তো, বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখ্‌ছি—

গীতকণ্ঠে সন্ধ্যার প্রবেশ ।

সন্ধ্যা।—

গীত।

আমি খেল্‌বো না আর ধুলোখেলা গাইবো না আর গান।
মানের জলে অঙ্গ ঢেলে ক'রে এলাম পুণ্যস্নান॥

একৃমা। বলিস্‌ কি নাত্‌নী?

সন্ধ্যা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

নাগর আমার পা ধোয়াবে ধর্‌বে আকাশ ছাতি,
ঘরের দোরে রইবে জেগে রবি শশী দিবারাতি,
আমার হাসি চুরি ক'রে, ফুট্‌বে কুসুম থরে থরে,
আমার নামে ব'য়ে যাবে মরুভূমে জোয়ার বান॥

একৃমা। ও বাবা, তোর যে বড় পায়া ভারী হয়েছে দেখ্‌ছি।

সন্ধ্যা। হুঁ-হুঁ ; জান দাছ, জ্যোতিষী বলেছে আমি রাজরাণী হ্‌বো।

একৃমা। তাই না কি? একদম রাজরাণী? তা হ'লে আমার উপায়? আমি যে তোর আশায় হাত পা ধুয়ে ব'সে আছি।

সন্ধ্যা। তা আমি কি কর্‌বো? তোমার জন্যে আমি তো আর আখের নষ্ট কর্‌তে পারি নে! তবে তুমি ভেবো না দাছ! আমি যদি রাণী হই, তোমাকে আমার বাগানের মালী ক'রে দেবো।

একৃমা। দূর্, তা কেন? তুমি রাণী হ'লে আমি হবো রাজা।

সন্ধ্যা। ইস্, কি আবদার রে! আমি রাণী হ'লে উনি হবেন রাজা! বয়সের গাছ পাথর নেই—

একৃমা। মহাদেবও তো বুড়ো, তা ব'লে পার্ব্বতী কি তাকে দাদা-মশায় ব'লে ডাকে?

সন্ধ্যা। মহাদেব আর তুমি? ফুঃ! তোমার চুল পেকেছে—

একৃমা। কলপ দিয়ে নেবো।

সন্ধ্যা। দাঁত নড়েছে—

একৃমা। আরে হাতুড়ি দিয়ে বসিয়ে নেবো।

সন্ধ্যা। চোখে ছানি পড়েছে—

একৃমা। প্রেমের সুর্‌মা দিলেই ছানি কেটে যাবে।

সন্ধ্যা। যাও—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু ; এই জন্যেই বাবার সঙ্গে তোমার বনে না।

একৃমা। ঠিক বলেছিস্ সন্ধ্যে! আমি বড় দুষ্টু, তাই সংসারে কেউ আমার আপনার হয় না। তোর এমন ভুবনভোলানো রূপ, আমি ইচ্ছে কর্‌লে তোকে মণিমুক্তা জহরতে সাজিয়ে দিতে পারি, তবু তুই আজ কাঙ্গালের চেয়ে কাঙ্গাল।

সন্ধ্যা। না দাদু, আমি তো কাঙ্গাল নই। আমি তোমার নাত্নী; সোনার গয়না আমার গায়ে ওঠে না বটে, কিন্তু পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়।

একৃমা। ভগবান! তবে আমার সাধনা নিষ্ফল কর নি, আমার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছ ঐ একফোঁটা মেয়েটার মধ্যে। যা দিদি, আমার তরবারিখানা নিয়ে আয়।

[সন্ধ্যার প্রস্থান।

কিঙ্করীর প্রবেশ।

কিঙ্করী। বাবা!

একৃমা। কি মা? কাঁপ্ছো যে? দু'চোখে আগুন জ্বল্ছে কেন মা? কি হয়েছে?

কিঙ্করী। বাবা! আপনার পুত্র রাজদ্রোহী—

একৃমা। রাজদ্রোহী? একৃমা নায়কের পুত্র রাজদ্রোহী? এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দিলে মা?

কিঙ্করী। মিথ্যা নয় বাবা! আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি।

একৃমা। তা হ'লেও এ মিথ্যা। এ কি হ'তে পারে কিঙ্করী? সাত পুরুষ ধ'রে আমারা রাজভক্ত ব'লে বিখ্যাত। সারাটী জীবন ধ'রে রাজবংশের কল্যাণে আমার দেহের রক্ত জল করেছি, আর আমার পুত্র রাজদ্রোহী? অসম্ভব!

রঙ্গরায়ের প্রবেশ।

রঙ্গরায়। অসম্ভব হ'লেও এ সত্য।

[কিঙ্করীর প্রস্থানোদ্যোগ]

একৃমা। দাঁড়াও মা! কুমার! তুমি কি বল্‌ছো? পৃথ্বীনায়ক তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে?

রঙ্গরায়। শুধু অস্ত্রধারণ নয় সর্দ্দার! আপনার পুত্র জগরায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। সাত দিনের যুদ্ধে বাহমণীরাজ্য যখন হতবিধ্বস্ত হ'য়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আস্‌ছিল, সে সময় কি বল্‌বো সর্দ্দার, আমার অর্দ্ধেক সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এ দু'জন বীর শত্রুর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠ্‌লো। ক্রোধে দুঃখে উন্মাদ আমি, মরিয়া হ'য়ে শত্রুসৈন্য আক্রমণ কর্‌লাম; যুদ্ধে জয় হ'লো বটে, কিন্তু আমার প্রাণাধিক সৈন্যগণ প্রায় সবাই আজ রণক্ষেত্রে নীরব।

একৃমা। তারপর? পৃথ্বীনায়ক, জগরায়?

রঙ্গরায়। জগরায়কে করায়ত্ত কর্‌তে পারি নি; পৃথ্বীনায়ককে বন্দী করেছিলাম, কিন্তু—

কিঙ্করী। কিন্তু কি? তিনি কি এখনো জীবিত?

একৃমা। তুমি তাকে বধ কর নি?

রঙ্গরায়। হাত উঠ্‌লো না সর্দ্দার! যখন মনে হ'লো সে চন্দ্রগিরির বরেণ্য বীর একৃমা নায়কের পুত্র, তার গৃহলক্ষ্মী বিজয়নগরের এই আদর্শ নারী, আমি সসম্ভ্রমে তার শৃঙ্খল খুলে দিলাম।

একৃমা। কেন দিলে? একৃমা নায়ক না হয় পুত্রহীন হ'তো!

কিঙ্করী। দেশের মঙ্গলের জন্য আমি না হয় সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল্‌তাম! ছিঃ, আপনি করেছেন কি কুমার? আপনি কি ভেবেছেন, তিনি আপনার দয়ার মর্য্যাদা বুঝ্‌বেন?

রঙ্গরায়। সম্ভব নয়। শুনলাম, চন্দ্রগিরি অধিকার কর্‌বার জন্য শত্রুসৈন্য তুঙ্গভদ্রার তীরে উপস্থিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এঁরাই তাদের পথপ্রদর্শক।

কিঙ্করী। বাবা! তা হ'লে উপায়? চন্দ্রগিরি শত্রুর করায়ত্ত হবে? আপনার পিতৃ-পিতামহের বাসভবন বিজাতির লীলাভূমি হবে?

একমা। একমা নায়ক বেঁচে থাকতে? কিঙ্করী! আমার তলোয়ার-খানা মরচে ধ'রে গেছে, না? অনেক দিন তলোয়ার ধরি নি, হয় তো হাত কাঁপ্‌বে, দেহটা হয় তো থর্‌থর্‌ ক'রে ন'ড়ে উঠবে! একটা কাজ কর্‌ দেখি মা! আমার কাঁধের উপর তলোয়ারের একটা ঘা বসিয়ে দিবি আয়; ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটুক্‌, তা হ'লে আবার সেদিন ফিরে আস্‌বে।

কিঙ্করী। বাবা—

একমা। আর খুব ভাল ক'রে আমায় রণসাজে সাজিয়ে দিতে পারিস্‌?

কিঙ্করী। বলেন কি বাবা! আপনি যাবেন যুদ্ধে?

একমা। যাবো না? এই মাটিতে আমার সাত পুরুষের অনন্ত সুখ-দুঃখ, অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে; এই দেশে আমরা সাত পুরুষ ধ'রে মুখের কথায় রাজা গড়েছি, চোখের ইঙ্গিতে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। রাজার শুধু সিংহাসনের সঙ্গে সম্পর্ক, আমার সম্পর্ক এর প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে। রঙ্গরায়! আমাকে শুধু এক হাজার সৈন্য দাও, আমি তাদেরই সাহায্যে শত্রুসৈন্যের তাজা রক্তে তুঙ্গভদ্রার জল রঞ্জিত ক'রে দেবো। আর যদি সম্ভব হয়, জগরায় আর পৃথ্বীনায়ককে বেঁধে এনে চন্দ্রগিরির শ্মশানে বলি দেবো।

রঙ্গরায়। না সর্দ্দার, কাজ নেই যুদ্ধে। অশীতিপর বৃদ্ধ আপনি, এই জরাবিকম্পিত দেহ নিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধযাত্রা করবেন, আর আমি আপনাকে মৃত্যুর কবলে ছেড়ে দিয়ে পঙ্গুর মত জয়ের আশায় ব'সে থাকবো? তা হয় না সর্দ্দার! আসুক্‌ তারা, আমি সন্ধি করবো।

কিঙ্করী। সন্ধি? বাহমণী রাজ্যের সঙ্গে? বিজয়নগর কি এতই বীরশূন্য হয়েছে যে, সম্মুখযুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে মরতে পা'রবে না? আর কেউ না পারে, আমি অস্ত্রধারণ করবো।

রঙ্গরায়। তুমি?

কিঙ্করী। হ্যাঁ, আমি। আপনারা যদি অস্ত্র ধরতে না পারেন, আমার পেছনে জয়ধ্বনি দেবেন। বাবা! আপনার গিয়ে কাজ নেই; আপনার পুত্র আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে অবসর দিলে না, কিন্তু আমি দেবো। তারা আসুক, আমি তাদের দম্ভের সমুচিত উত্তর দেবো।

একমা। তা তুই পারবি মা! আমি ভুলে যাই নি, তুই পাথর ছুঁড়ে মত্ত হস্তীর পাল হটিয়ে দিয়েছিলি, দু'হাতে দুটো গোখ্‌রো সাপের ফণা ধ'রে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, নৃত্য করেছিলি; তাই দেখেই তো তোকে আমার গৃহে এনেছিলাম। কত আশা ছিল মা, তোরা দু'জনে মিলে এই চন্দ্রগিরির বুকের উপর পারিজাতগন্ধময় নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করবি, রাজসিংহাসনের দুই দিকে তোরা দু'জন দু'টো বিজয়-স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকবি, তোদের যশোগীতি শুনতে শুনতে আমার এই কর্ম্মক্লান্ত দেহ অসাড় হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়বে। হ'লো না—হ'লো না—

কিঙ্করী। বাবা! স্থির হোন্; কেন অমন করছেন?

একমা। আমার পুত্র রাজদ্রোহী! জীবনে সহস্রবার রাজসিংহাসনটা আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেছে, রাজার সুরম্য প্রাসাদ সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে আমায় আহ্বান করেছে, তবু আমি বেছে নিয়েছি এই পর্ণকুটির—এই চিরদারিদ্র্য, আমার ছেলে আজ রাজদ্রোহী তুচ্ছ পদমর্য্যাদার জন্য! নির্ব্বোধ জানে না, কার পুত্র সে! আজ যদি একমা নায়কের নাম ক'রে দ্বিপ্রহর রজনীতে সালঙ্কারা যুবতী রাজপথ

দিয়ে চ'লে যায়, ভয়ে কেউ তার দিকে ফিরেও চাইবে না। সেই একমা নায়কের পুত্র আজ পদমর্য্যাদার কাঙ্গাল !

রঙ্গরায়। শুনুন সর্দ্দার—

একমা। না, আমি আর কোন কথা শুন্‌বো না। শত্রুসৈন্যকে আমি তুঙ্গভদ্রার এপারে আস্‌তে দেবো না, আমি এখনি যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

রঙ্গরায়। কিন্তু রাজ্য এখনো অরাজক—

একমা। কে বল্‌লে অরাজক ? আমার সাক্ষাতে মহারাজ তোমাকেই মাণিকমালা দান ক'রে গেছেন ; আমরা সবাই তোমাকেই রাজা ব'লে স্বীকার কর্‌বো।

রঙ্গরায়। সকলের কথা জানি না ; একমাত্র আপনি যদি আমাকে রাজা ব'লে স্বীকার করেন, তা হ'লেই আমি সিংহাসনে উপবেশন কর্‌তে পারি। আর তা যদি না হয়, যদি আপনার মনের কোণে একটুও দ্বিধা থাকে, আমার কোন অভিযোগ নেই সর্দ্দার ! এই নিন্ মাণিকমালা, আপনি যাকে ইচ্ছা পরিয়ে দিন।

একমা। [মাণিকমালা গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।] আমার স্বর্গগত প্রভু তোমাকে এই রাজচিহ্ন দিয়ে গেছেন। এর উপর আমার কোন কথা নাই রঙ্গরায় ! তুমিই আজ হ'তে চন্দ্রগিরির রাজা। [মালা পরাইয়া দিলেন।] শোন রঙ্গরায় ! সাত দিনের মধ্যে তুমি সিংহাসনে বস্‌বে ; সাবধান ! বিলম্ব ক'রো না। আমার দুর্ভাগ্য, তোমাকে হাতে ধ'রে সিংহাসনে বসিয়ে যেতে পার্‌লাম না। যদি ফিরে আসি, এ ত্রুটির সংশোধন কর্‌বো ; আর যদি মরি, আমার এই মা-টি রইলো তোমাকে সকল বিপদে সাহায্য কর্‌বার জন্য। সন্ধ্যা ! সন্ধ্যা !

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। এই নাও দাদু তরবারি।

একৃমা। চেয়ে দেখ্ সন্ধ্যে, এই আমাদের রাজা। আমি এঁরই রাজভক্ত প্রজা, আর তোর পিতা আজ রাজদ্রোহী; তুই তবে কি কর্‌বি দিদি?

সন্ধ্যা। আমি রাজভক্তিও বুঝি না, রাজদ্রোহও বুঝি না; আমার দেশের মঙ্গল যে কর্‌বে, তাকেই আমি পূজো কর্‌বো।

রঙ্গরায়। কে মা তুমি?

সন্ধ্যা। আমার নাম সন্ধ্যা; জ্যোতিষী বলেছে আমি রাজরাণী হ'বো।

রঙ্গরায়। ঠিক বলেছ মা, তুমি রাজরাণী হবে। তোমার মুখে আমি আমার মায়ের মুখের ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছি। যদি দিন পাই, জ্যোতিষীর বাণী আমি সফল কর্‌বো মা! আমার মাহারা শূন্য ঘরে তো'কে আমি প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। সর্দ্দার! এই পৃথ্বীনায়কের কন্যা? তা হ'লে আর আমার ক্ষোভ নেই। পৃথ্বীনায়ক যদি সম্মত হয়, আমি তা'কে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন কর্‌বো। বিদায় সর্দ্দার! আসি মা তবে—

[প্রস্থান।

একৃমা। জয়—মহারাজ রঙ্গরায়ের জয়! মা! তবে আমি আসি—

কিঙ্করী। এখনি যাবেন?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ দাদু, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

একৃমা। যুদ্ধে।

সন্ধ্যা। ইস্! তোমার দাঁত নড়েছে—চুল পেকেছে, তুমি কর্‌বে যুদ্ধ?

একমা। যদি জয় ক'রে ফিরে আস্তে পারি, আমায় বিয়ে করবি বল্?

সন্ধ্যা। দুর্, তা কেন? মাকে জিজ্ঞাসা কর, জ্যোতিষী সত্যি বলেছে—আমি রাজরাণী হবো।

একমা। তা হ'লে আমার উপায়?

সন্ধ্যা। বললাম তো, আমি রাণী হ'লে তোমাকে আমার বাগানের মালী ক'রে দেবো।

একমা। দিবি তো? মনে থাকে যেন দিদি!

সন্ধ্যা। খুব থাকবে। হ্যাঁ দাদু, কবে তুমি ফিরে আস্বে?

একমা। তা তো জানি না দিদি! যদি আর না আসি, আমায় ভুলিস্ নে সন্ধ্যে! দিনান্তে একবার ঐ আকাশের দিকে চেয়ে "দাদু" ব'লে ডাকিস্। যেখানেই থাকি আমি, তোর সে ডাক শুনতে পাবো; আর যদি আমি বেঁচে থাকি, তোকে আমি নিশ্চয়ই রাজরাণী করবো। তবে আসি মা! খুব সাবধান!　　　　[প্রস্থান।

কিঙ্করী। ভগবান! অশীতিপর বৃদ্ধকে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দিলাম, মুখ রেখো ঠাকুর! দেশের সর্ব্বনাশ ক'রো না।

সন্ধ্যা। ও মা! দেখ—দেখ, বাবা আসছেন—

কিঙ্করী। কে?

সন্ধ্যা। বাবা; ঐ দেখ—

কিঙ্করী। দেখতে হবে না, দোর বন্ধ ক'রে দে।

[সন্ধ্যার অন্তরালে গমন।]

পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

পৃথ্বী। চমৎকার পতিভক্তি!

কিঙ্করী। পতিভক্তি? যার মাতা মাতামহী স্বামীর জলন্ত চিতায় হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, তাকে পতিভক্তি শেখাতে এসেছ তুমি? বল্‌তে লজ্জা করে না? পতিভক্তি কি মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌বে? আজ যদি তুমি যুদ্ধে ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ন কর্‌তে, আমি চোখের জলে নদী বইয়ে দিয়ে তোমার চরণ ধুইয়ে দিতাম, জলন্ত চিতায় তোমার দেহটা আঁকড়ে ধ'রে আমিও তোমার সঙ্গে মহাযাত্রা কর্‌তাম।

পৃথ্বী। আমার মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয় কিঙ্করী?

কিঙ্করী। হ্যাঁ; এই কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে তোমার মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।

পৃথ্বী। কলঙ্কিত কিসে?

কিঙ্করী। কিসে নয়? তোমরা দরিদ্র—অন্নবস্ত্রহীন, তবু তোমাদের একটা সম্পদ ছিল—রাজভক্তি; আর রাজভক্তির জন্যই সাত পুরুষ ধ'রে তোমরা বিজয়নগরের মাথার মণি, তোমার দরিদ্র পিতার পায়ে আজও রাজার মাথা লুণ্ঠিত হয়। এতখানি গৌরব ভুলে গিয়ে তুমি আজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছ?

পৃথ্বী। শুধু গৌরব নিয়ে পেট ভরে না কিঙ্করী! সংসারে বড় হ'তে হ'লে অর্থ চাই। আজ আমি একটা নগণ্য সৈনিক; কিন্তু দেবরায় যদি রাজা হয়, আমি হবো প্রধান সেনাপতি। তবে কেন আমি রঙ্গরায়ের প্রভুত্ব সহ্য কর্‌বো?

কিঙ্করী। না, তা সহ্য হবে কেন? সে যে দেশের ঠাকুর, তাকে তোমরা স্পর্শ কর্‌তে পার না, বিদেশী কুকুরটাকে মাথায় তুলে নিতে পার। কি ক'রে পার্‌লে স্বামী? যে দেশ তোমায় ফল জল দিয়েছে, রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, ঝঞ্ঝা-বিপদে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে, সেই জননী জন্মভূমিকে ত্যাগ ক'রে তুমি গেলে সেই বাহমণী রাজ্যের

পদলেহন করতে, যারা দু'শো বছর ধ'রে তোমার পিতৃ-পিতামহের রক্ত-শোষণ করেছে—তোমাদের মা-বোনগুলোকে নিয়ে টানাটানি করেছে।

পৃথ্বী। শোন কিঙ্করী!

কিঙ্করী। না—আমি শুনবো না। তোমাকে এ পথ থেকে ফিরে আসতে হবে।

পৃথ্বী। তা হয় না; রঙ্গরায় আমাকে অপমানিত করেছে।

কিঙ্করী। তোমার পিতা উপস্থিত থাকলে তিনি তোমায় বধ করতেন। ছিঃ-ছিঃ স্বামী! যার নামে চন্দ্রগিরির গাছ পাথরগুলো মাথা নত করে, সেই একমা নায়কের পুত্র তুমি, তোমার হাতে রাজা মহারাজ গ'ড়ে উঠবে—তোমার ইঙ্গিতে রাজার রাজদণ্ড খ'সে পড়বে, সেই তুমি আজ রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী? কি বলবো স্বামী, তোমার এই অধঃপতনে আমার যে অপরিসীম বেদনা, বুঝি মৃত্যুতেও তার শান্তি হবে না! ফিরে এসো—ফিরে এসো স্বামী!

পৃথ্বী। অসম্ভব! আমি অনেক বিবেচনা ক'রেই এ পথ বেছে নিয়েছি। রঙ্গরায় যদি রাজা হয়, আমি বরং এ দেশটা পরকে বিলিয়ে দেবো, তবু তাকে ভোগ করতে দেবো না।

কিঙ্করী। তা হ'লে তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার শ্বশুরের গৃহ পরি-ত্যাগ কর।

পৃথ্বী। যেতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গিনী হও।

কিঙ্করী। একমানায়কের পুত্রবধূ একটা দেশদ্রোহীর সঙ্গিনী হ'তে পারে না।

পৃথ্বী। এই দেশদ্রোহীই তোমার আরাধ্য দেবতা—স্বামী!

কিঙ্করী। আমার স্বামী একমা নায়কের পুত্র, রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি বন্দী হ'তে পারেন না—রণক্ষেত্রে পরাজিত হ'য়ে তিনি চোরের

মত ফিরে আসেন না। আমার স্বামীর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে, তুমি তার প্রেতাত্মা। আমি বরং যমকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবু কাপুরুষ দেশদ্রোহীকে নয়।

[প্রস্থান।

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কেন বাবা তুমি মাকে রাগিয়ে দিলে? ছিঃ, তুমি ভারী ছেলেমানুষ।

পৃথ্বী। চুপ্! না—অনেক দূর এগিয়েছি, আর ফিরতে পারবো না; রঙ্গরায়কে রাজা ব'লে আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সন্ধ্যা। কোথায় যাচ্ছ বাবা?

পৃথ্বী। নরকে; যাবি আমার সঙ্গে?

সন্ধ্যা। না বাবা! আমি গেলে দাদুকে খাওয়াবে কে? কে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবে? গান গেয়ে কে তাকে ঘুম পাড়াবে বল? না বাবা, দাদুকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।

পৃথ্বী। দূর হ' আমার সম্মুখ হ'তে—[গলাধাক্কা দিলেন] "দাদু —দাদু!" আমি যে পিতা, পৃথিবীর আলোক দেখিয়েছি—অফুরন্ত স্নেহ করুণায় এতদিন বর্ম্মের মত ঘিরে রেখেছি, আমি যেন কেউ নই, যত কিছু আত্মীয়তা শুধু ঐ একজনের সঙ্গে। সবাই বিশ্বাসঘাতক—সবাই স্বার্থপর! আমি এই আভিজাত্যের লীলাভূমি পদাঘাতে সমভূমি করবো —এর প্রতি অণু-পরমাণু তুঙ্গভদ্রার জলে বিসর্জ্জন দেবো।

সন্ধ্যা। মেরেছ—আরও মারো বাবা, তবু তুমি যেও না; তুমি গেলে দাদু কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে।

পৃথ্বী। কেবল দাদু—দাদু! থাক্ তবে এই সঙ্কীর্ণতার তিমির গর্ভে; আমি তোদের কেউ নই, শুধু দু'দিনের অতিথি মাত্র!

[প্রস্থান, তৎপরে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ধ্যার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগরাযের গৃহ।

দামিনী।

দামিনী। আর দুই দিন।
দুই দিন পরে করায়ত্ত হবে মোর
অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরা রাজার ভাণ্ডার।
পদতলে লুটাবে ধরণী,
প্রাতঃসন্ধ্যা গাহিবে বন্দিনীগণ,
ইঙ্গিতে আমার পশ্চিমে উদিত হবে
দেব দিনকর। কি আনন্দ!
আমি রাজরাণী বিজয়নগরে।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

লাগে নি ভানুমতীর খেল্।
গাছের কাঁঠাল রইলো গাছে দিচ্ছো শুধুই গোঁপে তেল॥

কপালে ঘুণধরা তোর,
নাগর তোমার আদর ক'রে আপন ঘরে আন্‌লে চোর,
যা আছে গামছা গাড়ু, ইট কাঠ পৈছে খাড়ু,
লাভে মূলে লোপাট ক'রে যাবে লো সই বুকে শেল।'

দামিনী। ভয় নেই সহচরীগণ!
বিধাতার দুলঙ্ঘ্য বিধানে
হবো আমি রাজরাণী বিজয়নগরে।

[সহচরীগণের প্রস্থান

দামিনী। ভগবান! চমৎকার বিধান তোমার।
সবে কয়, আমার এ অনন্ত রূপ
সাজে ভাল রাজসিংহাসনে।
হে দয়াল! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যদি হয়,
ভুলিব না তোমার চরণ—
দিবানিশি পুষ্পাঞ্জলি দেবো রাঙা পায়।

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। দামিনী!
দামিনী। কে, কুমার?
মলিন বিশুষ্কমুখে কেন প্রিয়
একান্তে দাঁড়ায়ে? মনে হয়,
কত বুঝি করিয়াছ দোষ!
কি হয়েছে প্রিয়বর,
কেন তুমি কহিছ না কথা?
দেবরায়। দামিনী! তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা?

দামিনী।　তোমারে করিব ঘৃণা? কেন-
কোন্ গুরু অপরাধে অপরাধী তুমি?
জ্ঞানের উন্মেষ হ'তে পতি বলি
তোমারেই করিয়াছি পূজা,
জাগরণে শয়নে স্বপনে
বসাইয়া হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে
দিবানিশি তোমারেই করিয়াছি ধ্যান;
তুমি কায়া--আমি ছায়া,
নিরন্তর কিঙ্করী তোমার।

দেবরায়।　এই তো সাম্রাজ্য মোর,
এই মম স্বর্ণ-সিংহাসন;
ছার সে রাজত্ব মোর
দুশ্চিন্তা বিষের স্তূপ!
স্বরগের সিংহাসনে বসি
দেবরাজ হিংসা করে মোরে।
এসো প্রিয়ে, ধর মোর হাত,—
ধরণী করুক্ ঘৃণা দুঃখ তাহে নাই,
তুমি যদি বরমাল্য দেহ অভাজনে।

দামিনী।　যুবরাজ!

দেবরায়।　নহি যুবরাজ,
শুধু "স্বামী" বলি কর সম্ভাষণ।
চন্দ্রগিরি-রাজসিংহাসন
নিজের ইচ্ছায় আমি করিয়াছি ত্যাগ।

দামিনী।　কি কহিলে? সিংহাসন করিয়াছ ত্যাগ?

দেবরায়। তোমার অনন্ত প্রেম সিংহাসন মোর,
অসার মাটির রাজ্য
দাম্পত্য প্রণয়ে পাছে তোলে ব্যবধান,
তাই হাতে পেয়ে অবহেলে
রাজ্য আমি দলিয়াছি পায়।

দামিনী। কুমার!—

দেবরায়। শোন দামিনী! স্বর্গগত মহারাজ বেঙ্কটরায় আমারই হাতে মাণিকমালা রেখে গিয়েছিলেন। আমি ইচ্ছা করলে অনায়াসে চন্দ্রগিরির রাজসিংহাসন অধিকার করতে পারতাম, কিন্তু তুচ্ছ একটা রাজ্যের জন্য আমি আমার অন্নদাতা প্রতিপালকের শেষ ইচ্ছার অমর্য্যাদা করতে পারি নি; আমি সানন্দে সেই মাণিকমালা রঙ্গরায়কে দান ক'রে এসেছি।

দামিনী। দান ক'রে এসেছ? তার অর্থ, তুমি আর চন্দ্রগিরির রাজা হ'তে পাবে না?

দেবরায়। না। আমি হাতে পেয়ে রাজ্যটা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে তোমার পিতা আমায় মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করেছেন, রাজপথের দুই পার্শ্বের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেই আমায় "চাষার ছেলে" ব'লে বিদ্রূপ করেছে; আমি তা হাসিমুখে সহ্য করেছি, কারণ আমি জানি দামিনী, জগৎ-সংসার আমার মুখে থুৎকার দিলেও তুমি আমায়—

দামিনী। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করবো, কেমন? ওঃ, কুমার! তুমি সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে শুধু নিজের সর্ব্বনাশ কর নি, আমাকেও সুখের স্বর্গ থেকে টেনে এনে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছ। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিকে সহস্র কণ্ঠ তারস্বরে চীৎকার ক'রে বলেছে

—তুমি রাজা—আমি রাণী। এই দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ ধ'রে আমি কত স্বপ্ন, কত আশার জাল বুনে ব'সে আছি, একটা খেয়ালের বশে তুমি আমার সব আশার মূলে কুঠারাঘাত করলে! তার আগে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে না কেন?

দেবরায়। দামিনী! তুমি কি বল্‌ছো?

দামিনী। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। হয় তুমি দেবতা, না হয় পশু। আমার মত মানুষ যদি হ'তে, যদি সারা জীবন ধ'রে এম্‌নি ক'রে আশার সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে তাকে স্বপ্নের সোনালি ফুলে সাজাতে, আর একটা আকস্মিক ঝটিকায় সে সৌধ এম্‌নিভাবে ভূমিসাৎ হ'য়ে যেতো, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে আমার প্রাণের ব্যথা। পুষ্পাঞ্জলি নিতে এসেছ? আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে—

দেবরায়। অবুঝ হ'য়ো না দামিনী!

দামিনী। যাও—যাও! অসার শুষ্ক সম্ভাষণে মনের দৈন্য ঘোচে না। আমি ভুলে যাবো যে তোমার সঙ্গে আমার কোন দিন পরিচয় ছিল, ভুলে যাবো যে একদিন তোমারই জন্য আমি বরমাল্য রচনা করেছিলাম।

দেবরায়। তা হ'লে কি আমায় এই বুঝ্‌তে হবে দামিনী যে, তোমার এত দিনের প্রেম-সম্ভাষণ শুধু ছলনা, আমার ক্ষণিক বিচ্ছেদে তোমার ছল-ছল করুণ দৃষ্টি শুধু অভিনয়? তোমার ভালবাসা চন্দ্রগিরির রাজসিংহাসনের উপর, আমার উপর নয়?

দামিনী। সে কথা কি আজ বুঝ্‌লে? আমি অভিজাত বংশের মেয়ে, আমার ভালবাসা আমার এই দেবদুর্লভ রূপ একটা চাষার ছেলের জন্য নয়।

দেবরায়। সাবধান বিষধরী!

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। সাবধান হও তুমি দেবরায়! আমি এখনও তোমায় বল্‌ছি, যদি রাজা হ'তে চাও, আমি তোমায় সিংহাসনে বসাতে পারি, আর সেই সঙ্গে তুমি লাভ করবে এই অমূল্য রত্ন।

দেবরায়। আপনার অমূল্য রত্নে আমার আর লোভ নেই জগরায়! আমার চোখ খুলেছে; আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, রমণীর প্রেম বালির বাঁধ মাত্র! এদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ; প্রাণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই, সম্বন্ধ শুধু ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে। আমি বরং হিংস্র পশুকে আলিঙ্গন করবো, তবু রমণীকে নয়।

জগরায়। তুমি সিংহাসন নেবে না?

দেবরায়। না; আমি চাষার ছেলে, চাষার ঘরেই ফিরে যাবো। চাই না আমার সিংহাসন—চাই না আমার ঐশ্বর্য্যসম্ভার! তোমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চাষীদের আমি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বো; তারা আর ভূমি কর্ষণ করবে না, তোমাদের এই অসার অভিজাত সম্প্রদায়কে সুখে রাখ্‌বার জন্য তারা আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সোনার ফসল উৎপন্ন করবে না। তখন বুঝ্‌বে, এই চাষী যদি না থাক্‌তো, তোমাদের এই সুখের প্রাসাদ ফুৎকারে উড়ে যেতো।

দামিনী। কুমার!

দেবরায়। থাকো তুমি রূপসী তোমার রূপের গর্ব্ব নিয়ে। দিন আস্‌বে যখন, এই চাষার ছেলের পায়েই তোমায় মাথা নোয়াতে হবে। মনে থাকে যেন, সে দিন চোখের জলে নদী বইয়ে দিলেও আমার প্রাণ সিক্ত হবে না।

[প্রস্থান।

দামিনী। বাবা! একি হ'লো বাবা? এতদিনের আশা সব নিষ্ফল?

জগরায়। তুই ভাবিস্ নে দামিনী, আমি তোর যোগ্য বর অনুসন্ধান করছি।

দামিনী। তা হয় না বাবা। জগরায়ের কন্যা প্রাণ গেলেও দ্বিচারিণী হবে না।

জগরায়। তার অর্থ? তুই ওই চাষার ছেলেকেই বিবাহ করবি? তবে চ'লে যা তার সঙ্গে চাষার কুটিরে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যখন অনশনে অর্দ্ধাশনে দেহ কঙ্কালসার হ'য়ে যাবে, শ্রাবণের জলধারায় যখন ভাঙ্গা ঘরে নদীস্রোত বইবে, তখন যদি পিতা ব'লে আমার কাছে এসে দাঁড়াস্, আমি এক মুঠো ভিক্ষাও দেবো না। যা—চ'লে যা!

দামিনী। না বাবা, চাষার ঘরে আমি কিছুতেই যাবো না।

জগরায়। চাষার ঘরেও যাবি না, আর কাউকে বিবাহও করবি না? তবে আমি কি করবো বল্?

দামিনী। কি করবেন, তা আমি কি জানি? আপনি শক্তিশালী পুরুষ, ইচ্ছা করলে একটা রাজ্য গড়তে পারেন—ভাঙ্গতেও পারেন। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা—আমার ভবিষ্যতের সুখের সোপান আপনাকেই গ'ড়ে দিতে হবে। আপনার কাছে আমার এই দাবী, আমি কুমারকেও চাই—সিংহাসনও চাই।

[প্রস্থান।

জগরাও। নাও, আমি এখন কি করবো? বড় বেশী আদর পেয়ে মেয়েটা মাথায় উঠে বসেছে। কুমারকেও চাই—সিংহাসনও চাই! অসম্ভব, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

শঙ্করদেবের প্রবেশ।

শঙ্কর। সেনাপতি মশায়!

জগরায়। কে, শঙ্কর? সহসা কি মনে ক'রে কুমার?

শঙ্কর। সেনাপতি মশায়! পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আর এক সপ্তাহ পরে তিনি চন্দ্রগিরির সিংহাসনে উপবেশন করবেন। আপনি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী; এখনও যদি আপনি বশ্যতা স্বীকার করেন, পিতা আপনাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

জগরায়। আর যদি বশ্যতা স্বীকার না করি?

শঙ্কর। তা হ'লে আপনার উপহার এই শৃঙ্খল।

জগরায়। শৃঙ্খল পরাবে কে?

শঙ্কর। আমি।

জগরায়। শঙ্কর! [তরবারিতে হস্তার্পণ।]

শঙ্কর। বৃথা চেষ্টা জগরায়! অসি উত্তোলন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমায় গুলি করবো। [পিস্তল বাগাইল।] আর আমার সশস্ত্র একশত রক্ষী তোমার এই প্রাসাদে আত্মগোপন ক'রে আছে; প্রয়োজন হ'লে তারা এই মুহূর্ত্তে আমার পশ্চাতে এসে দাঁড়াবে। দেখ্‌তে চাও?

জগরায়। কোন প্রয়োজন নেই কুমার! আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম মাত্র! যে ভাবেই হোক্, রাজদত্ত মাণিকমালা যখন রঙ্গরায়ের অধিকারে, তখন তিনিই আমাদের রাজা, চন্দ্রগিরির আবালবৃদ্ধবনিতা তার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমি আর পৃথ্বীনায়ক এইমাত্র বশ্যতা স্বীকার ক'রে রঙ্গরায়ের কাছে দূত পাঠিয়েছি।

শঙ্কর। এ কথা সত্য?

জগরায়। এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, আজ হ'তে আমরা রঙ্গরায়ের রাজভক্ত প্রজা।

শঙ্কর। তবে আর আপনার বিরুদ্ধে পিতার কোন অভিযোগ নেই জগরায়! আপনি যদি আমাদের সহায় হন, আমরা আবার এই দেশ ফলে ফুলে সাজিয়ে তুল্‌বো। একদিন এই বিজয়নগর সৌন্দর্য্যে শোভায় পৃথিবীর অমরাবতী ছিল; আজ সেই শিল্প-বাণিজ্য কৃষি-স্থাপত্য সব বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে আবার এ দেশে নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠা করি; জগতের জীব বিজয়নগরের সমৃদ্ধি দেখে আবার তেমনি বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাক্।

জগরায়। কিন্তু—

শঙ্কর। এর মধ্যে "কিন্তু" নেই জগরায়! আপনারা সবাই মিলে যদি সমস্বরে রাজার জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন, একদিনে আবার এই দেশ শত বৎসর এগিয়ে যাবে। তুচ্ছ একটা বাহমনী রাজ্য পলে পলে বিজয়নগরের দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে, আর আপনারা আত্ম-কলহে শক্তি ক্ষয় কর্‌বেন? অশীতিপর বৃদ্ধ একমা নায়ক মাত্র এক সহস্র সৈন্য নিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে গেছেন, আর রাজ্যের বিশিষ্ট বীরগণ গৃহকোণে লুকিয়ে রয়েছে। দেশের এ শোচনীয় অবস্থা দূর করতে হবে। প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু সোনার বিজয়নগর আমরা পরের হাতে তুলে দেবো না।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

তবে ধর অসি যত বীর।
সাজাও মায়েরে মুণ্ডমালায় আনিয়া শত্রুশির॥

সবার মিলিত জয়নাদে আজি মেদিনীটা ফেটে যাক্,
আকাশ ভেদিয়া জলধি কাঁপায়ে হুঙ্কারি মাকে ডাক্,
আবার সে দিন আসিবে ফিরিয়া,
হাসিবে বিশ্ব তোদেরি ঘিরিয়া,
মণি-মুকুতায় উঠিবে ফুটিয়া জননীর আঁখিনীর॥

[প্রস্থান।

শঙ্কর। ঐ শুনুন, আবার সে দিন ফিরে আস্‌বে; বক্কারায়ের বিজয়নগর, কৃষ্ণদেবের বিজয়নগর আবার স্বর্গধামে পরিণত হবে।

জগরায়। কিন্তু এ দিকে আর এক বিপদ কুমার! দেবরায় রঙ্গরায়কে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র কর্‌ছে।

শঙ্কর। সে কি? তিনি তো স্বেচ্ছায় সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করেছেন।

জগরায়। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যা ক'রে ফেলেছে, তাই এখন সে সংশোধন করতে চায় তোমার পিতাকে হত্যা ক'রে। আমার সাহায্য সে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। ভেবে দেখ্‌লাম—রঙ্গরায় রাজবংশধর, তার বশ্যতা স্বীকার কর্‌তে কোন লজ্জা নেই; কিন্তু দেবরায় চাষার ছেলে, তার শাসন কিছুতেই আমরা মান্‌তে পারি না।

শঙ্কর। উত্তম; তা হ'লে শুনুন জগরায়! রাজবংশের অন্নদাস এই বিশ্বাসঘাতক দেবরায়কে আমি পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবো। হতভাগ্য জানে না যে, পাদুকা স্বর্ণনির্ম্মিত হ'লেও পায়েই থাকে, মাথায় ওঠে না।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

পৃথ্বী। জগরায়!

জগরায়। সে কি পৃথ্বীনায়ক, তুমি না বন্দী?

পৃথ্বী। বন্দী হয়েছিলাম, দয়া ক'রে মুক্তি দিয়েছে।

জগরায়। তা হ'লে তুমি রঙ্গরায়ের বশ্যতা স্বীকার করবে?

পৃথ্বী। কিছুতেই না। রঙ্গরায় যদি আমায় আজীবন কারারুদ্ধ ক'রে রাখতো, হয় তো একদিন তাকে ক্ষমা করতে পারতাম, কিন্তু তার এই দয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি একমা নায়কের পুত্র, চিরদিন মানুষকে অনুগ্রহ ক'রেই এসেছি, কখনও কারও অনুগ্রহ মাথা পেতে নিই নি। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু রঙ্গরায়ের শাসন আমি মানবো না।

জগরায়। উত্তম! দেবরায় যদি রাজা হয়, তুমি তাকে সাহায্য করবে?

পৃথ্বী। নিশ্চয়! দেবরায় কেন, রঙ্গরায় ছাড়া আর যে কেউ রাজা হোক, আমি তারই বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত।

জগরায়। তবে শোন পৃথ্বীনায়ক! রঙ্গরায়ের পুত্র শঙ্করদেব দেবরায়কে বধ করতে চলেছে, সঙ্গে তার একশত সশস্ত্র সৈন্য। যদি তাকে রক্ষা করতে পার, আর সে যদি সিংহাসন অধিকার করে, তা হ'লে তুমি হবে এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। বল, পারবে?

পৃথ্বী। নিশ্চয়।

জগরায়। তবে এখনি যাত্রা কর। আর মনে রেখো, রঙ্গরায়ের রাজ্যাভিষেকের দিন উৎসব-কোলাহলের মধ্যে আমরা তাকে আক্রমণ করবো।

পৃথ্বী। বেশ, আমি প্রস্তুত।

জগরায়। তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারি?

পৃথ্বী। জগরায়! আমি আর যা-ই হই, একমা নায়কের পুত্র।—

[প্রস্থান।

জগরায়। এই দ্বিতীয় ধাপ। পৃথ্বীনায়ক বা শঙ্কর যেই নিহত হোক্, আমার উভয়তঃ লাভ। শাস্ত্রেই বলেছে—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। চমৎকার!

জগরায়। কে?

রাঘব। আমি রাঘব।

জগরায়। কি চাও?

রাঘব। কিছু চাই না পিতা; শুধু বল্‌ছি, চমৎকার! বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় সোনার লঙ্কা শ্মশান হয়েছিল, শকুনির চক্রান্তে ধ্বংস হয়েছিল কৌরববংশ, আপনার ষড়যন্ত্রে ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে রাম-রায়ের বুকের রক্তে গড়া কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী এই সোনার নগরী।

জগরায়। কি বল্‌ছো তুমি?

রাঘব। বল্‌তে পার্‌ছি না পিতা! আমার যদি সহ[illegible] থাক্‌তো, আমি তারস্বরে রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দিতাম, বিজয়[illegible] দুটো শয়তান থাকে, তার মধ্যে বড় শয়তান আপনি।

জগরায়। রাঘব!

রাঘব। পিতা! শত ধন্যবাদ আপনারে, আর লক্ষ নমস্কার আপনার সৃষ্টিকর্তা[illegible]ই এরা রজরায় আর দেবরায়;

মাতৃগর্ভে জন্মায় নি, তবু এরা কলির রাম লক্ষ্মণ—স্বপ্নেও কেউ কারও অমঙ্গল কামনা করে নি; আপনি আজ তাদেরই মধ্যে মর্ম্মান্তিক কলহের বীজ বপন করলেন?

জগরায়। কে বললে?

রাঘব। আমি বলছি। আপনি এইমাত্র শঙ্করকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন দেবরায়ের বিরুদ্ধে, আবার দেবরায়কে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন রঙ্গরায়ের বিরুদ্ধে; এর ফল কি হবে জানেন? আর এক মুহূর্ত্ত পরে শঙ্কর আর দেবরায় পরস্পরের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করবে, অথচ কেউ কারও শত্রু নয়। আপনি কি চান, এরা কাটাকাটি ক'রে উভয়েই মরুক্, আর আপনি এ রাজ্যে সুখে রাজত্ব করেন?

জগরায়। না, আমি চাই দেবরায়কে সিংহাসনে বসাতে।

রাঘব। কেন, দেবরায় আপনার কে?

জগরায়। আমার কেউ না হ'লেও তোমার ভগিনীর বাগদত্ত স্বামী। সে কি বলেছে জান? সে সিংহাসনও চায়—দেবরায়কেও চায়।

রাঘব। সে যদি আকাশের চাঁদ চায়, আপনি এনে দিতে পারবেন? পিতা! একটা তুচ্ছ মেয়ের খেয়াল চরিতার্থ করতে আপনি রাজা রঙ্গরায়ের সিংহাসন পরের হাতে তুলে দিতে চান? তার চেয়ে আর একটা সহজ উপায় আছে পিতা! আমায় অনুমতি দিন, আমি দামিনীকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই।

জগরায়। বল কি রাঘব, তুমি দামিনীকে হত্যা করতে চাও?

রাঘব। একজনের হত্যায় যদি এত বড় একটা অনর্থ নিবারিত হয়, কেন তা করবো না পিতা?

জগরায়। সাবধান কুলাঙ্গার! অমন কল্পনাও মনে স্থান দিও না। আমার সঙ্কল্প অটল; আমি রঙ্গরায়কে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবোই;

রাঘব। আমি বাধা দেবো।

জগরায়। রাঘব!

রাঘব। আমি বেশ বুঝেছি পিতা, আপনি কন্যার জন্য সিংহাসন চান না, চান নিজের জন্য। চন্দ্রগিরির সবাই যদি আপনার সহায় হয়, আমি একাই আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াবো।

জগরায়। মর্‌বে।

রাঘব। তবু অধর্ম্ম কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

জগরায়। হুঁ—দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

উৎসবানন্দে প্রমত্ত নাগরিকগণ গাহিতেছিল

নাগরিকগণ।—

গীত।

চালা সব ফূর্ত্তি চালা।
গানের চোটে নাচের গুঁতোয় লাগিয়ে দে সব কানে তালা॥
আজ আমাদের পোয়া বারো,
খেয়ে সব ফাটাও ভুঁড়ি যত পার লুচি পুরি,
নেচে সব ঠ্যাং ভাঙ্গো আজ ধারি না কারো ধারও,
নতুন রাজার জয় দিয়ে আজ নাচ,গান হাসির পালা।
তিন তুড়িতে দাও উড়িয়ে যা আছে বুকের জ্বালা॥

গয়ারামের প্রবেশ।

গয়ারাম। দে ব্যাটারা, জয়ধ্বনি দে! আজ তোদের পোয়া বারো। নতুন রাজার কাছে যে যা চাইবি, তাই পাবি।

সকলে। যা চাইবো, তাই পাবো?

গয়ারাম। হাঁ রে হাঁ; এ কি হেঁদি-পেঁদি রাজা পেয়েছিস্? স্বয়ং রঙ্গরায়! নজর উঁচু কত! সোনা-দানা ঘটি-বাটি বিছানা-বালিশ—যার যা খুসী একবার চাইলেই হ'লো, না বল্‌বার যো নেই। বলি এ তো আর দেবরায়ের রাজ্যি নয় যে চাষাড়ে নজর হবে!

১ম নাগরিক। হ্যাঁ হে মুরুব্বি! তবে যে শুনেছিলেম, দেবরায়ই রাজা হবে?

গয়ারাম। রাজা অমনি হ'লেই হ'লো ? বলি, মানেটা না হয় চুলোয় যাক্, "রাজা" কথাটা বানান কর্‌তে বল দেখি, চোখে সর্ষে-ফুল দেখ্‌বে। চাষা—চাষা—নির্জ্জলা চাষার ছেলে ; ওর বাপ পাঁচন-বাড়ি হাতে নিয়ে "হেট্‌-হেট্‌" করে।

১ম নাগরিক। আচ্ছা মুরুব্বি, নতুন রাজার আমলে তুমি একটা কিছু হবে না ?

গয়ারাম। হবো না আবার ? আমায় তো মন্ত্রীগিরি নিয়ে সাধা-সাধি কর্‌ছে। কাল থেকে আমায় আর এ হালে দেখ্‌বে না কি ? হুঁ—আমার একটা হুকুমে তোমাদের মাথাগুলো সব ফেটে ছাতু বেরিয়ে যাবে।

১ম নাগরিক। দোহাই বাবা, আমরা বড় গরীব, আমাদের উপর একটু নজর রেখো বাবা !

গয়ারাম। আচ্ছা, সে আমি ভেবে দেখ্‌বো ; তোমরা এখন যাও।

সকলে। জয় মহারাজ রঙ্গরায়ের জয় !

[প্রস্থান।

গয়ারাম। না বাবা, রঙ্গরায় রাজা হ'য়ে তেমন সুবিধে হ'লো না তো ! চুরি-চামারি ক'রে যা দু'পয়সা রোজগার হ'তো, এর আমলে সেটি আর হ'চ্ছে না। বাপ্‌ ! কি চেহারা—কি ভীষণ চোখ দু'টো, দেখ্‌লেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া ! এই নাকমলা—এই কাণমলা, চুরি করে আর কোন্‌ শালা !

গিরিমর্দ্দনের প্রবেশ।

গিরিমর্দ্দন। হ্যাঁ হে কর্ত্তা, এ দেশটার নাম কি হ্যা ?

গয়ারাম। কেন ?

গিরিমর্দ্দন। বলি, এইটে চন্দ্রগিরি তো—বিজয়নগরের রাজধানী ?

গয়ারাম। তাই তো বোধ হ'চ্ছে।

গিরিমর্দ্দন। হ'তেই হবে, এদ্দূর পথ এলুম কি অমনি ? তা, রাজবাড়ীটা কোন্ দিকে বল দিকিন্ ?

গয়ারাম। কেন বল তো ? ভিক্ষে-সিক্ষে করতে যাবে না কি ?

গিরিমর্দ্দন। খবরদার ! মুখ সাম্‌লে কথা বল বল্‌ছি। আমি কর্‌বো ভিক্ষে ? বেশী চালাকি কর তো কচুকাটা কর্‌বো।

গয়ারাম। চট কেন বাবা ফটিকচাদ ? তোমার মত লোকেরাই তো ভিক্ষে করে !

গিরিমর্দ্দন। আকার ? দেখ্‌ছো এই পাঁচনবাড়ি ?

গয়ারাম। তা তো দেখ্‌ছি। তা, তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ ? যাবে কোথা ?

গিরিমর্দ্দন। রাজবাড়ী যাবো রাজাকে দর্শন দিতে।

গয়ারাম। রাজাকে দর্শন দিতে ? ও বাবা, তা হ'লে তো তুমি যে সে লোক নও ! তোমার ফাটা পাযে আমার মাথাটা যে লুয়ে পড়্‌ছে।

গিরিমর্দ্দন। হুঁ—হুঁ, তবু এখনো সেই পরিচয়টা দিই নি।

গয়ারাম। কি, বল তো ?

গিরিমর্দ্দন। বল্‌বো ? তবে শোন, আমি হ'চ্ছি গিয়ে রাজার বাবা।

গয়ারাম। এঁ্যা ! রাজার বাবা তুমি ?

গিরিমর্দ্দন। [সগর্ব্বে] হ্যাঁ গো, আমি। হাঁ ক'রে আছ কি ? বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ? তোমাদের রাজা দেবরায় তো ? আমি হ'চ্ছি গিয়ে তার বাবা।

গয়ারাম। কোন্ বাবা ?

গিরিমর্দ্দন। আসল বাবা।

গয়ারাম। বল কি মুরুব্বি? তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। ওরে, কে আছিস্, রাজার বাবাকে তামাক দে—বাতাস কর্—পা ধোয়ার জল নিয়ে আয়। তা প্রভুর নামটী হ'চ্ছেন কি?

গিরিমর্দ্দন। আমার নাম গিরিমর্দ্দন।

গয়ারাম। বাঃ-বাঃ-বাঃ, নামটীও ঠিক রাজার বাবার মত। তেম্‌নি চেহারাখানা—দেখ্‌লে কোন্ শালা বল্‌বে মানুষ!

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ! কি জান, দেশে আমার সুন্দর ব'লে খুব একটা নাম ডাক ছিলো। ছেলেগুলো আমাকে দেখ্‌লে আর ছাড়্‌তো না। গিন্নি আমাকে নাম দিয়েছিল মদনমোহন, হেঃ-হেঃ-হেঃ! তা তোমার কথা আমি ভুল্‌বো না। তুমি কি চাও বল?

গয়ারাম। আজ্ঞে, আর কিছুই চাই নে, শুধু রোজ এক বাটি ক'রে ফাটা পায়ের ধুলো দেবেন, জল দিয়ে গুলে খাবো। তা দেখুন, রাজা যদি আপনাকে চিন্‌তে না পারেন?

গিরিমর্দ্দন। কি, চিন্‌তে পার্‌বে না? আমি তার বাবা—

গয়ারাম। কি জানি, ভুলে যদি আপনাকে এই এমনি ক'রে গলা-ধাক্কা দিয়ে ফেলে?

গিরিমর্দ্দন। দূর, তা কেন দেবে? আমি প্রমাণ করবো যে, আমি তার বাপ।

গয়ারাম। বাপ কখনো প্রমাণ হয়?

গিরিমর্দ্দন। হয় না?

গয়ারাম। কি ক'রে হয়?

গিরিমর্দ্দন। আরে যাও—যাও, তুমি ভারী বদ্‌লোক!

গয়ারাম। আমার উপর রাগ কর্‌লে কি আর সুবিধে হবে?

তোমার যা কার্ত্তিকের মত চেহারা, তার উপর যা সেজেছ, রাজা তোমায় "বাবা" না ব'লে মামা ব'লে ফেল্‌বে; তার উপর তুমি যখন বল্‌বে, তোমার নাম গিরিগর্দ্দভ—

গিরিমর্দ্দন। গর্দ্দভ না, মর্দ্দন।

গয়ারাম। যাই হোক্; নামটী যেই বল্‌বে, অমনি মন্ত্রী এসে হয় তো এই এমনি ক'রে কাণটি ধ'রে বার ক'রে দেবে।

গিরিমর্দ্দন। কি, আমি রাজার বাবা, আমাকে বার ক'রে দেবে? পিঠের ছাল তুলে নেবো—শূলে দেবো—কচুকাটা কর্‌বো। আমায় কি যে সে লোক ঠাউরেছ? আমার দশ জোড়া হাল, পঁচিশ বিঘে খামার জমি, ভিটেয় চার চারখানা ঘর।

গয়ারাম। তার উপর রাজার বাবা—

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

গয়ারাম। আবার নামটি হ'চ্ছে গিরিগর্দ্দভ—

গিরিমর্দ্দন। উঁহু, মর্দ্দন।

গয়ারাম। তার উপর যা পোষাকের বাহার—

গিরিমর্দ্দন। কি জান, রাজার বাপ ব'লে কথা, সেজে গুজে যাওয়া ভাল। এই যে জামা জুতো দেখ্‌ছো, এ ছিল আমার ঠাকুরদাদার, আর এই ছাতিটী হ'চ্ছে আমার পিশেমশায়ের।

গয়ারাম। তাই না কি? তবে তো এই দেখেই রাজা তোমায় চিনে ফেল্‌বে।

গিরিমর্দ্দন। চিন্‌তেই হবে। আর তাও বলি, এতেও যদি না হয়, তা হ'লে সে গানটা গাইবো।

গয়ারাম। গানও জান না কি?

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ, তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে সব

গুণই আমার আছে। শোন, এ গানটা দেশের ছেলেগুলো সব বেঁধে দিয়েছে।

গীত ঃ

ময়না মাসী লো, আমার পান্তা ভাতে ঘি।
আমার পেটের ছেলে রাজা হ'লো আমি তবে হ'লাম কি?
আর তো গরু চরাবো না, দুইবো না আর গাই,
হাতে মাথা সবার নেবো, যমের মুখে ছাই,
আমি আজ রাজার বাবা, দেব্‌তা নিয়ে খেল্‌বো দাবা,
রইবো না আর ধানের বোঝা, ধর্‌বো না হাল ছিঃ॥
দিয়ে আয় ময়না মাসী, কালীর থানে জোড়া খাসী,
আমার হাসির চোটে দম ফেটে যায়, হাঃ-হাঃ-হাঃ—হোঃ-হোঃ-হিঃ॥

গিরিমর্দ্দন। কেমন লাগ্‌লো?

গয়ারাম। চমৎকার! এ গান একবার গাইলে রাজা তোমায় লুফে নেবে।

গিরিমর্দ্দন। আচ্ছা, তা হ'লে এসো—নমস্কার! হাঁা হে কর্ত্তা, গা-টা বড় ছমছম ক'চ্ছে যে! রাজা ব'লে কথা—

গয়ারাম। আরে হ'লোই বা রাজা, পেটের ছেলে তো! চল না দেখ্‌বে এখন, তোমায় দেখ্‌লে রাজবাড়ীর লোক সব পায়ের ধুলো নেবার জন্তে কাড়াকাড়ি কর্‌বে। তারপর নামটা যখন বল্‌বে গিরিমর্দ্দন—

গিরিমর্দ্দন। গিরিমর্দ্দন—

গয়ারাম। তখন সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে।

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

গয়ারাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। রাজ্যটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন একটা অস্বাভাবিক কাজ ক'রে ফেলেছি। কেউ বল্‌ছে আমি মহৎ, কেউ বল্‌ছে আমি মূর্খ। আমি জানি, আমি শুধু কর্ত্তব্য পালন করেছি। কিন্তু এরা সব কি বল্‌ছে? রঙ্গরায় আমাকে বধ কর্‌বার জন্য শঙ্করকে নিয়োজিত করেছেন। না—না, এ অসম্ভব!

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। এ কি দেবরায়, তুমি এখনো রাজপথে অরক্ষিত অবস্থায় বিচরণ কর্‌ছো? পালাও নির্ব্বোধ, পালাও!

দেবরায়। পালাবো? কেন? কার ভয়ে?

জগরায়। নাঃ, শঙ্করের হাতে নিতান্তই তুমি মর্‌বে দেখ্‌ছি।

দেবরায়। আপনিও এ কথা বল্‌ছেন? সত্যই কি রঙ্গরায় আমাকে বধ কর্‌তে তার পুত্রকে লেলিয়ে দিয়েছে? এ যে বিশ্বাস হয় না আর্য্য! সেই রঙ্গরায়—যে পর হ'য়েও আমাকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছে, সে আজ আমার শত্রু? এ কি সত্য, না তোমার ছলনা?

জগরায়। ছলনা? বাঃ দেবরায়!

দেবরায়। তুমি জান না আর্য্য, রঙ্গরায় আমার শত্রু, এ কল্পনার চেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা অনেক সুখের! আমি যে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে আজীবন তাকে দেবতার মত পূজা করেছি। বিজয়নগরের একটা তুচ্ছ পিপীলিকার জন্য তার বুকভরা করুণা, আর আমারই জন্য আছে শুধু তীব্র হলাহল?

জগরায়। উচ্ছ্বাসের সময় নেই দেবরায়! যদি পার প্রতিকার কর, না পার—প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও।

দেবরায়। দোহাই তোমার আর্য্য, আমার বুকটায় হাত দিয়ে দেখ, কি রাবণের চিতা জ্বলছে! শুধু একবার বল যে এ মিথ্যা—

জগরায়। মিথ্যা কি সত্য, এখনি জানতে পারবে। আমি আবার ব'লে যাচ্ছি, যদি প্রতিকার করতে না পার, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

দেবরায়। না, আর সন্দেহ নেই; হত্যা—নির্ম্মম হত্যা!

সশস্ত্র শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। হ্যাঁ, নির্ম্মম হত্যা!—[আঘাতের উপক্রম]

পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

পৃথ্বী। সাবধান ঘাতক! [তরবারির আঘাতে শঙ্করের অসি ভূপাতিত করিলেন।]

শঙ্কর। নিষ্ফল! নিষ্ফল!

[প্রস্থান।

দেবরায়। বুঝেছি, সংসার আলিঙ্গন চায় না—অস্ত্রাঘাত চায়। মানুষ এত হীন, এদের যতই প্রেমের নিগড়ে বাঁধতে চাও, এরা শুধু ছোবল মারতে জানে। ওঃ, রঙ্গরায়! তুমি করলে কি নির্ব্বোধ? আমি দেবতার আসনে বসিয়ে তোমায় পূজা করেছি, আর তুমি আমারই মৃত্যু চাও?

পৃথ্বী। কেন চাইবে না কুমার? তুমি বেঁচে থাকলে যে তার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয় না।

দেবরায়। কে চেয়েছে সিংহাসন? রাজদত্ত মাণিকমালা আমি কি স্বেচ্ছায় তার গলায় পরিয়ে দিই নি? ইচ্ছা করলে এই সিংহাসন আমি অনায়াসে লাভ করতে পারতেম, কিন্তু তুচ্ছ একটা রাজ্যের

জন্য আমি তার বংশগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করি নি। তার কি এই প্রতিদান? সে আজ আমাকে হত্যা করতে পুত্রকে লেলিয়ে দেয়? সংসারটা কি এমনি প্রতারক?

পৃথ্বী। হ্যাঁ কুমার, সংসারটা এমনি প্রতারক। তুমি ভ্রান্ত, তাই সিংহাসনটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছ।

দেবরায়। ভুল করেছি—জীবনে এই একটা মহাভুল করেছি! পৃথ্বীনায়ক! পার এই ভুল সংশোধন করতে? অন্ততঃ একদিনের জন্য—তাও না হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য! আমি একবার বিচার করবো—রঙ্গরায়কে কঠোর দণ্ড দেবো। যে হাতে তার পুত্র শঙ্করদেব আমার কাঁধের উপর তরবারি তুলেছে, আমি তার সেই হাতটা খণ্ড খণ্ড ক'রে ধুলোয় মিশিয়ে দেবো।

পৃথ্বী। কুমার! তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি আর জগরায় এখনো তোমায় সিংহাসনে বসাতে পারি।

দেবরায়। তবে এসো, তোমরা দু'জন আমার অনুবর্ত্তী হও, আমি আজই রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবো। শোন পৃথ্বীনায়ক! রঙ্গরায়ের বংশের যাকে পাবে, তাকেই নির্দ্দয় হত্যা করবে,—বালক বৃদ্ধ যুবা কাউকে বাদ দেবে না।

পৃথ্বী। আর শঙ্করদেব?

দেবরায়। তাকে যেখান থেকে পার, ধ'রে আনা চাই! ভগবান্! তুমি সব দেখ্ছো তো? আমি মানুষ হ'তে চেয়েছিলেম, এরা আমায় মানুষ হ'তে দিলে না।

পৃথ্বী। এইবার দেখ্বো রঙ্গরায়, তুমি কত বড় শক্তিমান্!

[প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজপ্রাসাদের একাংশ ।

গীতকণ্ঠে পদ্মিনীর প্রবেশ ।

পদ্মিনী ।—

গীত ।

বুঝি আর জুট্‌লো না মোর বর !
সারাজীবন কেটে গেল (শুধু) সাজিয়ে বাসরঘর ॥

নর্ম্মদার প্রবেশ ।

নর্ম্মদা । মর্ পোড়ারমুখী, বর জুট্‌লো না ব'লে আবার বিলাপ করা হ'চ্ছে ! কত কার্ত্তিকের মত বর পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেল, কাউকে তোর পছন্দ হ'লো না ? কেন, তাদের দোষটা কি ?

পদ্মিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

যত সব ননীর পুতুল গুব্‌রে মাথা, চায় হ'তে মোর জীবনধাতা,
বৃথাই তবে মালা গাঁথা (তারা) হ'পেয়ে পশু, নয় তো নর ॥

নর্ম্মদা । হতভাগী বলে কি ?

পদ্মিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

তারা মেঘের ডাকে কাঁপে, গলে হাতের চাপে,
চম্‌কে উঠে দৌড়ে পালায় যদি কোঁস্ করে গো-সাপে,
আমার ফুলের মালা ফেল্‌বো জলে, চাই না এমন গুণধর ॥

নর্ম্মদা। তবে আর তোর আইবুড়ো নাম ঘুচ্লো না দেখ্ছি! কত দেশ-দেশান্তর থেকে কত রাজপুত্র এলো, তারা কেউ তোর কাছে মানুষ নয়? ধনে মানে রূপে তারা এক একটা দিক্‌পাল, তবু তোর কাউকে পছন্দ হ'লো না?

পদ্মিনী। ধন মান রূপ সবই বিধাতার দান, তাতে মানুষের কোন বাহাদুরী নেই। আমি চাই এমন বর, যে আমার দাদার মত গুণবান্। সে কালো কুৎসিত হোক্—পথের ভিক্ষুক হোক্, তবু তার বীরত্বে জগৎ স্তম্ভিত হবে, সত্যের জন্য সে হাস্‌তে হাস্‌তে বাঘের মুখে গলা বাড়িয়ে দেবে।

নর্ম্মদা। তেমন বর বিজয়নগরে জুটবেও না, তোর বিয়েও হবে না।

পদ্মিনী। না বৌদি, আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার বর আস্ছে। সে প্রেতের মত কুৎসিত, কিন্তু দেবতার মত গুণবান্। [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

তুই ভাবিস্ নে লো সই।
(মোরা) স্বর্গ হ'তে আন্‌বো নাগর আকাশে দিয়ে মই॥
(তোর) রূপের চোটে আগুন জ্বলে গুণের নাইকো কুল,
কাজের বেলা মস্ত কাজী, কথায় মারে হুল,
রূপের ধ্বজা কত নারী যাচ্ছে পায়ে গড়াগড়ি,
চায় না ফিরে কারও পানে, জানে না সে তোমা বই॥

পদ্মিনী। দেখ্, আমি এখন রাজার বোন্, আমার সঙ্গে বুঝে সুঝে কথা বল্‌বি।

[প্রস্থান।

১ম সখী। মহারাণী! আমাদের বখ্‌সীষ?

নর্ম্মদা। কিসের?

১ম সখী। বাঃ! আপনি রাণী হ'লেন, আমাদের বখ্‌সীষ 'দেবেন ?

নর্ম্মদা। এই নাও! [রত্নহার খুলিয়া দিলেন।] যদি ঐ মেয়েটাকে বিয়েতে রাজী করাতে পার, আরও পুরস্কার দেবো।

সখীগণ। মহারাণীর জয় হোক্। [প্রস্থান।

নর্ম্মদা। কি মধুর এদের জয়ধ্বনি!

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। আপনি কি আমাদের মহারাণী? মহারাজ কোথায়?

নর্ম্মদা। কে তুমি? মানুষ না প্রেত?

রাঘব। পরিচয়ে তো সুখী হবেন না রাণী-মা! আমি চন্দ্রাগিরির একজন নগণ্য প্রজা।

নর্ম্মদা। কি প্রয়োজন তোমার?

রাঘব। প্রয়োজন আমার নয়, আপনাদের। আমি মহারাজের কাছে একটা গুপ্ত সংবাদ নিয়ে এসেছি। একবার কি তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় না?

রঙ্গরায়ের প্রবেশ।

রঙ্গরায়। কেন হবে না যুবক? বল, তুমি কি চাও?

রাঘব। এই মুহূর্ত্তে উৎসব বন্ধ করুন মহারাজ! প্রাসাদে যত সৈন্য আছে, সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে বলুন, নইলে আপনার সমূহ অমঙ্গল।

নর্ম্মদা। অমঙ্গল ?

রঙ্গরায়। কিসের অমঙ্গল ? তুমি কি বল্‌ছো যুবক ?

রাঘব। বৃথা বাক্যব্যয়ে অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌ছেন মহারাজ! এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

নর্ম্মদা। বল কি ? রাজা!—

রাঘব। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছেন মহারাজ ? এ মুখ কুরূপ কুৎসিত বটে, কিন্তু জীবনে কখনো মিথ্যা উচ্চারণ করে নি। শুনুন মহারাজ! আপনার সৈন্য-সামন্ত আত্মীয় স্বজন সবই উৎসবানন্দে মত্ত; এই সুযোগে এক দুর্দ্দান্ত শত্রু আপনাকে আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে।

রঙ্গরায়। কে সে শত্রু ?

রাঘব। মহামান্য জগরায়।

রঙ্গরায়। মিথ্যা কথা! জগরায় আমার বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

রাঘব। সে তার ছলনা।

রঙ্গরায়। ছলনা তাঁর, না তোমার ?

রাঘব। রাজা!—

রঙ্গরায়। দূর হও মিথ্যাবাদী যুবক! তোমার এ ছলনা নিষ্ফল। তুমি যাঁর বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত কর্‌তে এসেছ, সেই জগরায় আজ আমার বন্ধু!

রাঘব। আর আমার কে জানেন ? তিনি আমার পিতা।

নর্ম্মদা। সে কি ? তুমি জগরায়ের পুত্র রাঘব রায় ? পিতার সঙ্গে মিলিত না হ'য়ে আমাদের রক্ষা কর্‌তে হাত বাড়িয়েছ ?

রাঘব। পিতার উপরেও যে একজন পিতা আছেন, তাঁর আদেশ কেমন ক'রে অমান্য কর্‌বো মহারাণী ?

রঙ্গরায়। তবে আর অবিশ্বাস নেই রাঘব! তোমার ন্যায়-নিষ্ঠার কথা লোকমুখে শুনেছি, আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লেম। বুঝেছি, জগরায় আমার সঙ্গে সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি দু'বার তাকে বিশ্বাস ক'রে ঠ'কেছি, আর ঠ'ক্‌বো না,—আমি তার শাঠ্যের সমুচিত প্রতিফল দেবো। এমন শাস্তি তাকে আমি দেবো যে তার অন্তরাত্মা ত্রাহি-ত্রাহি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌বে।

নর্ম্মদা। তুমি কি যুবক? জন্মদাতা পিতার মৃত্যুগহ্বর রচনা কর্‌তে এসেছ? হয় তুমি পশু, না হয় দেবতা।

রাঘব। না মহারাণী, আমার শুধু একটা পরিচয়—আমি সত্য-ধর্ম্মের সেবক। [প্রস্থান।

রঙ্গরায়। পাপাচারী বিশ্বাসঘাতক জগরায়ের এই পুত্র?

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। জগরায়ের পুত্র এই? পিতা! আমি ওকে হত্যা কর্‌বো—

[মুক্ত অসিহস্তে প্রস্থানোদ্যোগ]

রঙ্গরায়। না শঙ্কর, স্বর্গ হ'তে একটা মাণিক ঠিক্‌রে এসে পৃথিবীতে পড়েছে, পদাঘাতে তাকে চূর্ণ ক'রো না। সমগ্র বিজয়নগর যদি আজ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে দাঁড়ায়, তবু আমি জান্‌বো যে আমার দু'জন রাজভক্ত প্রজা আছে; একজন একমা নায়ক, আর একজন এই রাঘব রায়।

শঙ্কর। পিতা! আপনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হয়েছেন। এ সেই জগরায়ের পুত্র, যে জগরায় একবার আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। আজ আবার সে পৃথ্বীনায়কের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সসৈন্যে প্রাসাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

নর্ম্মদা। রাজা! তা হ'লে উপায়?

রঙ্গরায়। কোন ভয় নেই নর্ম্মদা! জগরায় কার জন্য সিংহাসন অধিকার করতে চায়, জান? তার ভাবী জামাতা দেবরায়ের জন্য। সে জানে না যে দেবরায় স্বেচ্ছায় এই মাণিকমালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

শঙ্কর। আজ আবার সে-ই শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আপনার মৃত্যুর কল্পনা করছে।

রঙ্গরায়। বল কি শঙ্কর? দেবরায় এই অভিযানের নায়ক? সে আমার মৃত্যু চায়? না—না, এ কি হ'তে পারে? আমি যে তাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলাম। এত শাঠ্য, এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা! একটা মুখের কথা বল্‌লে যে রাজ্যটা আমি তার হাতে তুলে দিতে পারি, তার জন্য ষড়যন্ত্র? না শঙ্কর, তুমি ভুল বুঝেছ।

[নেপথ্যে কলরব—"জয় মহারাজ দেবরায়ের জয়!"]

রঙ্গরায়। এ কি? এত কাছে! তবে কি তারা প্রাসাদে প্রবেশ করেছে? তা হ'লে সত্যই সে পাষণ্ড আমার মৃত্যু চায়? শঙ্কর! আমার তরবারি--আমার বর্ম্ম; আর যদি পার, প্রাসাদে যে ক'জন সৈন্য আছে, সবাইকে একত্রিত কর।

নর্ম্মদা। না মহারাজ! শত্রু বোধ হয় প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না; চল, আমরা গুপ্ত পথে পলায়ন করি--

রঙ্গরায়। পলায়ন করবো? আমি চন্দ্রগিরির রাজা—রামরায়ের বংশধর, শত্রুর ভয়ে চোরের মত পলায়ন করবো?

শঙ্কর। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই পিতা! প্রতিশোধ নিতে হয়, এর পরে নেবেন; আজ আপনাকে পলায়ন ক'রেই প্রাণরক্ষা করতে হবে।

রঙ্গরায়। প্রাণের মায়া আর নেই শঙ্কর! আমি এইখানে দাঁড়িয়ে মর্‌বো; দেখি, দেবরায় কেমন ক'রে আমাকে হত্যা করে!

নর্ম্মদা। অবুঝ হ'য়ো না রাজা! একা তুমি অতগুলো শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি তো যাবেই, তার উপর কতক-গুলো নির্দ্দোষ প্রাণীর তাজা রক্তে প্রাসাদ রঞ্জিত হবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই! ভগবান্‌ যদি মুখ তুলে চান, আবার তুমি চন্দ্রগিরির রাজসিংহাসন লাভ কর্‌বে।

শঙ্কর। পিতা! কেন আপনি বিলম্ব কর্‌ছেন? আপনি কি ভেবে-ছেন, শত্রু প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে শুধু আপনাকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হবে? মায়ের সম্ভ্রম হয় তো তারা দু'পায়ে দ'লে যাবে।

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। দাদা! প্রাসাদে শত্রু; তারা যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা কর্‌ছে।

রঙ্গরায়। ওঃ—দেবরায়! কি কর্‌বো তোমাকে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। না—আমি একবার দেখ্‌বো, তারা কত শক্তিমান্‌! [প্রস্থানোদ্যোগ]

নর্ম্মদা। আমাকে হত্যা না ক'রে যেতে পাবে না।

রঙ্গরায়। পথ ছাড় নর্ম্মদা! আমার নিরীহ পুরবাসীদের তারা অকারণ হত্যা কর্‌ছে, আমি রাজা, দেহে শক্তি থাক্‌তে অথর্ব্ব পঙ্গুর মত তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? তা হ'তে পারে না। শঙ্কর! তুমি তোমার মাকে আর পদ্মিনীকে নিয়ে চ'লে যাও; আমি দেখি, যদি একজন পুরবাসীকেও রক্ষা কর্‌তে পারি। যদি বাঁচি, আবার দেখা হবে, নয় তো এই শেষ! যাও শঙ্কর, যাও!

শঙ্কর। আপনাকে ফেলে আমি পালিয়ে যাবো?

রঙ্গরায়। তুই যে ছেলে! সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, মোটে একটা ছেলে; পিতার মর্ম্মবেদনা তুই কি বুঝ্‌বি সন্তান? যদি আমার দেহে সহস্র হৃৎপিণ্ড থাক্‌তো তোর জন্য আমি তা হাস্‌তে হাস্‌তে উপড়ে ফেল্‌তে পার্‌তাম। যাও রাণী, শঙ্করকে নিয়ে চ'লে যাও।

নর্ম্মদা। তোমাকে ফেলে আমি যাবো না।

পদ্মিনী। আমিও না।

রঙ্গরায়। এখনও মায়া? মুহূর্ত্ত পরে শত্রু এসে আমার শিরশ্ছেদ কর্‌বে, আমার দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে হয় তো শৃগাল কুক্কুরকে বিলিয়ে দেবে, তবু আমার দেহটাকে ধ'রে রাখ্‌বার জন্য তোরা চারিদিক থেকে জাল পেতেছিস্? সারাজীবন যাদের মঙ্গলের জন্য সাধনা করেছি, সেই প্রজারা আমার মুখের দিকে চাইলে না; যে সৈনিকদের হাতে ধ'রে অস্ত্রচালনা শিখিয়েছি, তারা চায় আমার মৃত্যু, তবু তোরা আমায় ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বি নে?

রাঘবের পুনঃ প্রবেশ।

রাঘব। মহারাজ! আপনি এখনো এখানে? শীঘ্র যান, বাইরে দুটী অশ্ব বেঁধে রেখে এসেছি।

রঙ্গরায়। হে অযাচিত বান্ধব! কিসের আকর্ষণে তুমি আমার এই তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্য পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ, জানি না। হয় তো তুমি নররূপে দেবতা; যদি দিন পাই, এ উপকারের প্রতিদান দেবো বন্ধু! তোমার এ উপকারের আমি অমর্য্যাদা কর্‌বো না, আমি তোমার কথাই শুন্‌বো। চল শঙ্কর!

শঙ্কর। আমায় ক্ষমা করুন পিতা! আমি একবার এই বিশ্বাস-ঘাতক দেবরায়কে দেখ্‌বো।

নর্ম্মদা। না—না, আর দেখ্‌তে হবে না, তুই আয়! তারা নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করুক্, আমরা এর এক কণাও চাই না। তোরা যদি আমার সঙ্গে থাকিস্, বনের কদর্য্য ফলই আমার রাজভোগ। আয় শঙ্কর, আয়—

শঙ্কর। না মা, আমি শত্রুসৈন্যদের অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আট্‌কে রাখ্‌বো, ততক্ষণে তোমরা হয় তো নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে পার্‌বে। আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যাই, সবাই একসঙ্গে মর্‌বো। আশীর্ব্বাদ কর যেন আবার তোমাদের চরণ বন্দনা কর্‌তে পাই। পিতা! আপনি নির্ভয়ে চ'লে যান; আমি মর্‌বো না, যতদিন এই সিংহাসন আবার রামরায়ের বংশধরের করায়ত্ত না হবে, ততদিন আমি অন্ধ খঞ্জ হ'য়েও বেঁচে থাক্‌বো। যান—যান, এখনি—এই মুহূর্ত্তে!

রাঘব। যান মহারাজ, আমি আছি কুমারের সহায়।

রঙ্গরায়। তবে তাই হোক্। চল নর্ম্মদা, আমরা অগ্রসর হই। অযাচিত বান্ধব! যাবার পূর্ব্বে একটা গুরুভার তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। রাজদত্ত এই মাণিকমালা আমার কাছে দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র। আমি আজ পথের ভিক্ষুক, হয় তো এ অমূল্য সম্পদ শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না! তোমার হাতে এই মাণিক-মালা আমি দিয়ে যাচ্ছি; যদি একমা নায়কের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখো। রাজ্য যায় যাক্, তবু এ মহার্ঘ সম্পদ্ যেন শত্রুর করায়ত্ত না হয়।

রাঘব। মহারাজ! আপনার এ গুরুভার বহন কর্‌তে আমি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।

রঙ্গরায়। যাক্, নিশ্চিন্ত! চল রাণী! চল পদ্মিনী!

পদ্মিনী। চল দাদা! এসো বৌদি!

[উভয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

শঙ্কর। যুবক! অদৃষ্ট যাদের বিরূপ, তুমি কেন তাদের জন্য পিতার বিরাগভাজন হ'তে এসেছ? কেন সাধ ক'রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে এসেছ? আমরা পর, আমরা শত্রু, দুর্ভাগ্যের চিহ্নিত জীব আমরা, আমরা তো মরেইছি, আমাদের রক্ষা কর্‌তে যে কেউ হাত বাড়াবে, তারও পরিণাম মৃত্যু।

রাঘব। আমি তাই চাই। আমার পিতার রাজদ্রোহের অপরাধ আমার মৃত্যু দিয়ে পরিশোধ কর্‌বো। আমার পিতা-পিতামহ রাজ-বংশের অন্নদাস; আমার দেহের প্রতি পরমাণু রাজ-অন্নে গঠিত। মর্‌তে তো একদিন হবেই! যদি আজ রাজার জন্য এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, মনে সান্ত্বনা থাক্‌বে যে আমার এই কুৎসিত দেহটা দেব-পূজায় উৎসর্গ কর্‌তে পেরেছি।

শঙ্কর। না বন্ধু, তুমি যাও; আমার চেয়েও তোমার জীবনের প্রয়োজন বেশী। তোমার হাতে রাজদত্ত মাণিকমালা—

রাঘব। নির্ভয় কুমার! আমি যদি মরি, তুমি জেনে রাখ, মাণিক-মালা থাক্‌বে আমার পাকস্থলীর মধ্যে।

শঙ্কর। উত্তম; তা হ'লে আমি অগ্রসর হই, তুমি আমার পশ্চাতে এসো—

[প্রস্থান।

জগরায়। [নেপথ্যে] জয় মহারাজ দেবরায়ের জয়!

রাঘব। জয় মহারাজ রঙ্গরায়ের জয়!

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। কে রঙ্গরায়ের জয়ধ্বনি দিচ্ছে?

রাঘব। আমি।

জগরায়। সে কি, রাঘব? রঙ্গরায় কোথায়?

রাঘব। কেন পিতা? তাকে বন্দী করবেন?

জগরায়। শুধু বন্দী নয়, হত্যা।

রাঘব। কেন, তিনি স্বজাতি ব'লে? তারই পিতৃপুরুষের অন্নে আপনার দেহ পরিপুষ্ট ব'লে?

জগরায়। প্রগল্‌ভতা রাখ বালক! রঙ্গরায় কোথায়, জান কি না?

রাঘব। জানি, বল্‌বো না।

জগরায়। [দৃঢ়স্বরে] রাঘব!

রাঘব। পিতা!

জগরায়। আমি পিতা হ'লেও কঠোর সৈনিক।

রাঘব। আমি পুত্র হ'লেও সত্যধর্ম্মের সেবক। বিনা অপরাধে আপনারা যে পরহিতব্রতধারী আশ্রিতবৎসল রাজাকে হত্যা করতে চলেছেন, আমার এই তুচ্ছ প্রাণ বলি দিযেও আমি তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবো; এর জন্য যদি আমায় পিতৃহত্যা করতে হয়, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না। তিন পুরুষ ধ'রে যাদের অন্ন-জল আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, তাদের অপরিশোধ্য ঋণ আপনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি ভুল্‌তে পারবো না।

জগরায়। বুঝেছি, রঙ্গরায়কে তুমিই সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু মাণিক-মালা? মাণিকমালা কোথায়? কে আছ, রঙ্গরায়ের পশ্চাদ্ধাবন কর।

রাঘব। নিষ্ফল পিতা! মাণিকমালা রঙ্গরায়ের কাছে নেই; মাণিকমালা যার হাতে, সে এই প্রাসাদের মধ্যে।

জগরায়। কে সে?

রাঘব। বল্‌বো না।

জগরায়। তবে তুমি মরবে।

রাঘব। জানি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার এই তরবারি শত শত্রুর তাজা রক্তে স্নান করবে।

[প্রস্থান।

জগরায়। সৈন্যগণ! বন্দী কর—হত্যা কর রঙ্গরায়কে।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

ওরে ভাইয়ের বুকের রক্ত দিয়ে পরিস্ নে তুই টিপ।
আপন ঘরের আঁধার কোণে জ্বলবে না আর দীপ॥
ও যে আপন মায়ের ছেলে,
দাঁত দিয়ে তোর তুলবে কাঁটা শুধু মুখের আদর পেলে,
সবায় নিয়ে থাক্ না হ'য়ে ভাঙ্গা ঘরের মহীপ॥

[প্রস্থান।

জগরায়। না—না, কোন কথা শুনবো না, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

একৃমা নায়কের গৃহ।

সন্ধ্যা গাহিতেছিল।

গীত।

নমো জনক-জননী—জননী!
কুসুমিত উপবন-সৌরভ-পুলকিত
নদ-নদী-ফুলহারধারিণী॥
ভুবনের বিস্ময় ছিলে গরবিনী মা,
বিলুপ্ত বৈভব ভাস্বর গরিমা,
নাশিতে অসুরবল কর ধরা টলমল,
সাজ পুনঃ খর্পরধারিণী॥
আবার বিপুল ধরা লুটায়ে পড়ুক্ পায়,
বিশ্ব লভুক্ পুনঃ বিরাম চরণছায়,
ঘুমের তিমির ভেদি আবার জাগো মা জাগো,
জয়গানে ভ'রে যাক্ ধরণী॥

কিঙ্করীর প্রবেশ।

কিঙ্করী। আবার ডাক্ ওরে অভাগা সন্তান! শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সহস্রবার সহস্রকণ্ঠে তারস্বরে ডেকে বল্—"মা! তুমি জাগো মা—আবার তেমনি ক'রে ভরা ধরণীর মধ্যে বিস্ময়ের মত আবির্ভূত হও!"

সন্ধ্যা। কই মা, মা তো জাগে না?

কিঙ্করী। জাগ্‌বে; আজ না হোক্ কাল, এ জন্মে না হোক্ পর জন্মে দেখ্‌বি, মা জেগে উঠেছে—ফলে ফুলে কুসুমগন্ধে সবুজ শস্যে মলয় হাওয়ায় আবার এ বিজয়নগর পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করেছে। যতদিন তা না হয়, আমাদের অন্য কার্য্য নেই, অন্য চিন্তা নেই, আর কোন ধর্ম্ম নেই। বল্ মা—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

সন্ধ্যা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

পৃথ্বী। সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। বাবা—[ছুটিয়া পিতার কাছে যাইতেছিল।]

কিঙ্করী। চুপ, খাড়া হ'য়ে দাঁড়া! কে তোর বাবা? তোর বাবা নেই, তুই একৃমা নায়কের নাত্‌নী,—সেই একৃমা নায়ক, যার একটা হুঙ্কারে বিজয়নগরের রাজসিংহাসন থর্-থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে, যার নামে আজও গোটা বিজয়নগর সসম্ভ্রমে শির নত করে।

সন্ধ্যা। মা!—

কিঙ্করী। স'রে আয় সন্ধ্যা, এ তোর পিতা নয়। তোর পিতা ছিল একৃমা নায়কের পুত্র, তার বাহুতে ছিল শক্তি—নয়নে ছিল করুণা—অন্তরে ছিল সত্যের শুভ্র আলোক; এ দেশদ্রোহী—গুপ্তঘাতক—ছদ্মবেশী দস্যু।

পৃথ্বী। রসনা সংযত কর নারী! রমণী রমণীর মত কথা কও। পুরুষের অধিকার পুরুষেই বুঝ্‌বে, তুমি নারী—অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ; তোমার কাজ স্তন্যদানে শিশুপালন, সেবা দিয়ে পুরুষের শ্রান্তি অপনোদন, মধুর বচনে সংসারের চিত্তহরণ।

কিঙ্করী। তা জানি; কিন্তু পুরুষ যেখানে তার কর্ত্তব্য ভুলে যায়, নারীই সেখানে রণচণ্ডী সাজে। পুরুষের তরবারি যদি ভয়ে লুকিয়ে থাকে, তা হ'লে নারীর বেণীটাই সাপ হ'য়ে শত্রুর বুকে ছোবল মারে। আমায় কর্ত্তব্য শেখাতে এসেছ? নিজের কর্ত্তব্যটা একবার তলিয়ে দেখেছ? যার পিতা জরাবিকম্পিতদেহে রাজাদেশ পালন করতে শত্রু-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে আজ দেশদ্রোহী!

পৃথ্বী। রাজা কে? দেবরায় স্বর্গগত মহারাজের পালিত সন্তান, আর রঙ্গরায় তার ভ্রাতুষ্পুত্র—জ্ঞাতি।

কিঙ্করী। তবু সে বিজয়নগরের অধিবাসী—রাজবংশধর; আর এই দেবরায়? একটা চাষার ছেলে—সুদূর সিন্ধু দেশ থেকে ভাস্তে ভাস্তে বিজয়নগরের কূলে এসে ঠেকেছে, সেই হবে তোমাদের ভাগ্য-বিধাতা; আর রাজা যাকে সিংহাসন দান ক'রে গেছেন, যার করুণার স্পর্শ এদেশের পথে প্রান্তরে মাখানো রয়েছে, সেই মহাপুরুষ আজ তোমাদের চক্রান্তে ভিক্ষুকের মত বিতাড়িত! এতখানি বিশ্বাসঘাতকতার কি পুরস্কার পেয়েছ শুনি?

পৃথ্বী। কেন, তুমি কি জান না? আজ আমি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—

কিঙ্করী। বলতে লজ্জা হ'চ্ছে না? দেবরায়ের সেনাপতি হওয়ার চেয়ে রঙ্গরায়েরই অশ্বরক্ষক হওয়াও তোমার পক্ষে ভাল ছিল।

পৃথ্বী। তুমি অসার অপদার্থ নারী, তোমার পরামর্শে পৃথ্বীনায়ক চালিত হবে না। দারিদ্র্যের যে নিদারুণ কশাঘাত আমার উপর দিয়ে আজীবন ব'য়ে গেছে, তুমি তার কতটুকু জান কিঙ্করী? ইচ্ছা করলে আমার পিতা কুবেরের ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পারতেন, কিন্তু কোন দিন তিনি রাজার দাসত্ব করতে চান নি; তাই আমাদের ভাগ্য

ঘরে পাতার ছাউনি জোটে না—দু'বেলা উদরান্নের সংস্থান হয় না; একটা মাত্র মেয়ে, তার গায়ে একটা তুচ্ছ আভরণ জোটে না।

কিঙ্করী। তবু আমাদের ভিটের মাটি বিজয়নগরের তীর্থক্ষেত্র, তবু তোমার দরিদ্র পিতার পায়ে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত মাথা নত করে। দাসত্বের চেয়ে দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেশী। পড়ুক্ তোমার ভাঙ্গা ঘরে শ্রাবণের ধারা, সূর্য্যের আলোক তো কেউ কেড়ে নেয় নি? নিশীথের নিদ্রা তো কেউ চুরি করে নেয় নি?

পৃথ্বী। শুধু সূর্য্যালোকে পেট ভরে না কিঙ্করী!

কিঙ্করী। আমার তো পেট ভরে; যখন ভাবি আমি একমা নায়কের পুত্রবধূ, তৃপ্তিতে আকণ্ঠ ভ'রে ওঠে। তুমি তার পুত্র, তোমার এত ক্ষুধা? তবে যাও—যেখানে ক্ষুধা মেটে, সেইখানে যাও; আমার দীন দরিদ্র শ্বশুরের পবিত্র তপোবন তোমার জন্য নয়।

সন্ধ্যা। কেন মা তুমি বাবাকে বকুছো? বাবা কি করেছে?

কিঙ্করী। চুরি করেছে—দস্যুবৃত্তি করেছে; ওর কাছে যাস্ নে—ওকে স্পর্শ করিস্ নে, ওর জাত গেছে।

সন্ধ্যা। সত্যি বাবা, তোমার জাত গেছে? আর তোমার কোলে উঠ্‌তে পাবো না বাবা?

পৃথ্বী। কিঙ্করী! মেয়েটাকে পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছো?

কিঙ্করী। তুমি যদি আমার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার, তোমার মেয়ে তোমার মাথায় ছোবল মারবে না? যা সন্ধ্যা, অম্বারি নিয়ে আয়,—এতদিন যা শিখিয়েছি, আজ তার পরীক্ষা।

[সন্ধ্যার প্রস্থান।

পৃথ্বী। তুমি কি তা হ'লে মেয়েটাকেও রণচণ্ডী সাজাবে?

কিঙ্করী। উপায় নেই। তোমার মত স্বজাতিদ্রোহী যারা, তাদের দমন করতে হ'লে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সবাইকেই রণক্ষেত্রে নাম্‌তে হবে। এখনও বল্‌ছি, এ অসার ঐশ্বর্য্যের পথে পা বাড়িও না—এ হীন ষড়যন্ত্রের পথ থেকে ফিরে এসো, নইলে তোমার মেয়েই একদিন তোমার বিরুদ্ধে তরবারি তুলে দাঁড়াবে।

পৃথ্বী। আমিও বল্‌ছি কিঙ্করী, তুমি এই চির-দারিদ্র্যের মহাশ্মশান ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে চ'লে এসো; পিতার সাধ হয়, তিনি দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করুন, তোমরা কেন তাঁর সঙ্গে মর্‌বে?

কিঙ্করী। তুমি তা বুঝ্‌বে না; এ দারিদ্র্যে যে কতখানি গৌরব, জানেন তোমার পিতা।

পৃথ্বী। কিঙ্করী!

কিঙ্করী। যাও—যাও! দোহাই তোমার, তুমি আর এখানে এসো না; তোমার নিঃশ্বাসে আমার সুজলা সুফলা সদাহাস্যময়ী মায়ের মুখ মলিন হ'য়ে উঠেছে।

পৃথ্বী। মা কি তোমার কাছে আমার চেয়েও বেশী?

কিঙ্করী। হ্যাঁ, তোমার চেয়েও বেশী। জগতে এমন কোন রত্ন নেই, আমার মায়ের জন্য যা আমি বিসর্জ্জন দিতে না পারি।

পৃথ্বী। এখনও আমার কথা শোন কিঙ্করী! আমি স্বামী, তোমার উপর আমার অপরিসীম অধিকার, তবু তুমি আমায় পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত অপমানিত করেছ। আমি ইচ্ছা কর্‌লে তোমার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তা কর্‌বো না। আমি শুধু তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, আমার সঙ্গে এসো কিঙ্করী—আমায় বিশ্বাস কর! ঐশ্বর্য্যের পথে পা বাড়িয়েছি শুধু তোমাকে সুখী কর্‌বার জন্য। তোমার ঐ কমনীয় কান্তি অনাহারে অর্দ্ধাহারে ম্লান হ'য়ে গেছে—তোমার

পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন বিধাতার সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ কর্‌ছে। এ ভাঙ্গা ঘরে তোমাকে যে মানায় না প্রিয়তমে!

কিঙ্করী। তবু এ ভাঙ্গা ঘরই আমার স্বর্গ।

পৃথ্বী। তা হ'লে এ স্বর্গ আমি দ'লে চষে সমভূমি কর্‌বো।

কিঙ্করী। গাছের ছায়া তো সরিয়ে নিতে পার্‌বে না?

পৃথ্বী। দারিদ্র্যই যখন তোমাদের গৌরব, এমন দারিদ্র্য তোমাদের দেবো যে বিজয়নগরে তোমাদের ভিক্ষাও জুটবে না।

কিঙ্করী। না জোটে, মুঠো মুঠো ছাই খাবো—বুঝেছ?

পৃথ্বী। তবে সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হও! মনে থাকে যেন, সেদিন অশ্রুজলে পা ধুইয়ে দিলেও আমি ফিরেও চাইবো না।

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। কেন চোখে জল আসে, কেন প্রাণটা হাহাকার ক'রে ওঠে? মা! মা! বুকে বল দে—মুখে ভাষা দে—চোখে দীপ্তি দে! সন্ধ্যা! সন্ধ্যা!

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কি মা?

কিঙ্করী। গাও তো মা সেই গান—"অঞ্জলি নে—অঞ্জলি নে—"

সন্ধ্যা।--

গীত।

অঞ্জলি নে মা অঞ্জলি নে, আমারে এনেছি আমি।
আজি হ'তে মোর সারা দেহ মন তব পদ-অনুগামী॥
আমি মা তোমার চরণপিয়াসী,
ফুটাতে তোমার অধরের হাসি,
রতন তুলিয়া আনিব হেলায় নরক-পঙ্কে নামি॥

আসুক্ ঝটিকা বাদলের ধার,
গাঁথিব কাঁটায় কণ্ঠের হার,
নাহি ভয়, যদি জীবনের ধারা মরুপথে যায় থামি॥

একমা নায়কের প্রবেশ।

একমা। তবে আর ভয় নেই; মায়ের পায়ে যদি তুইও সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিতে পারিস্, তবে মাকে জাগ্‌তেই হবে।

সন্ধ্যা। দাদামশায়!—

একমা। দিদি আমার—লক্ষ্মী আমার—[সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।] যাও, আমার তরবারি রেখে এসো।

[সন্ধ্যার প্রস্থান।

কিঙ্করী। যুদ্ধে জয় হয়েছে বাবা?

একমা। হ্যাঁ মা, আমি জয়ী হ'য়ে ফিরে এসেছি, কিন্তু রঙ্গরায় বা পৃথ্বীনায়কের চিহ্ন মাত্র দেখ্‌লাম না। আর দেখ, রাজধানীটা এমন শ্রীহীন কেন বল্‌তে পার? রাজপথে কর্ম্ম-কোলাহল নেই—জন-মানবের সাড়া শব্দ নেই, গাছের পাতাগুলো পর্য্যন্ত যেন হাহাকার কর্‌ছে! নগরের অধিবাসীরা কি সব পালিয়েছে?

কিঙ্করী। কেউ পালায় নি বাবা! যারা সহস্রকণ্ঠে রঙ্গরায়ের জয়-ধ্বনি দিয়েছে, তারাই আজ আবার দেবরায়ের পদলেহন কর্‌ছে।

একমা। সে কি?

কিঙ্করী। কেন, আপনি শোনেন নি, মহারাজ রঙ্গরায় রাজ্যচ্যুত—কুকুরের মত বিতাড়িত?

একমা। বিতাড়িত? তা হ'লে রাজা কে?

কিঙ্করী। দেবরায়।

একৃমা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] ওঃ, এ হ'তে অধঃপতন আর বিজয়নগরের কি হ'তে পারে? রামরায়! তুমি স্বর্গ হ'তে আমাকে অভিশাপ দাও; আর যদি পার, একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাস এনে এ দেশটাকে ভাসিয়ে তলিয়ে দাও! বিজয়নগরের ভাগ্যবিধাতা একটা চাষার ছেলে? কে তাকে সিংহাসনে বসালে?

কিঙ্করী। জগরায় আর আপনার পুত্র।

একৃমা। ওঃ, কিঙ্করী! এর চেয়ে তার মৃত্যু-সংবাদটা যদি আমায় দিতে পার্‌তিস! আমি হয় তো তোর বৈধব্য দেখে ছ'ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তাম, কিন্তু তার জন্য আমার একটা নিঃশ্বাসও পড়্‌তো না। তারপর রাজরাণী, রাজকুমার, এরা সব কোথায় গেছে বল্‌তে পার?

কিঙ্করী। কুমার বন্দী।

একৃমা। বন্দী? হুঁ; আর রাজরাণী?

কিঙ্করী। বোধ হয় পথে পথে ভিক্ষা কর্‌ছেন; তাঁদের ধ'রে আন্‌বার জন্য দেবরায় চারিদিকে চর পাঠিয়েছে।

একৃমা। তারপর মাণিকমালা? সেও কি দেবরায়ের অধিকৃত?

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। না সর্দ্দার, মাণিকমালা আমার হাতে; এই নিন্‌। এ অমূল্য রত্ন মহারাজ আপনাকেই দিতে ব'লে গেছেন, আমি বহু যত্নে এ রত্ন শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছি। আর আমার কোন দুঃখ নেই; মৃত্যুও যদি আসে, আমি সহজে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌বো।

একৃমা। কে তুমি যুবক, রাজবংশের এই মহামূল্য সম্পদ শত্রুর শ্যেন-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছ? তুমি মানুষ না দেবতা?

রাঘব। আমি জগরায়ের পুত্র।

একমা। জগরায়ের পুত্র! বল কি যুবক? তোমার পিতার ষড়যন্ত্রে রঙ্গরায় আজ বিতাড়িত, আর তুমি, না—না, তা কি হ'তে পারে? আমি একমা নায়ক, রাজবংশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করেছি, আমার পুত্র হ'লো রাজদ্রোহী; আর তুমি জগরায়ের পুত্র, এমন রাজভক্ত?

রাঘব। বিশ্বাস করুন সর্দ্দার, আমি স্বপ্নেও রাজবংশের অমঙ্গল কামনা করি নি।

একমা। তুমি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ—তুমি মর্ত্ত্যভূমে ছদ্মবেশী দেবতা। একবার আমার কাছে এসো—আমায় আলিঙ্গন কর! আমার একমাত্র পুত্র, সারাজীবনের সাধনায় তাকে আমি দেবতার রূপ দিতে গেছ্লাম, সে আজ হিংস্র পশু—আমার নিতান্ত পর—আমার মহাশত্রু। যুবক! একমাত্র পুত্রের জন্য পিতার যতখানি আশীর্ব্বাদ থাক্‌তে পারে, আমি সব তোমার মাথায় বর্ষণ কর্‌ছি, তুমি অমর হবে - তোমার নামে সমগ্র বিজয়নগর মাথা নত কর্‌বে।

রাঘব। অমরত্ব আমি চাই না সর্দ্দার! আমায় শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন, সত্যের জন্য যেন আমি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত না হই।

[একমা নায়কের পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

একমা। পুত্রের জন্য রইলো শুধু প্রাণভরা অভিশাপ।

কিঙ্করী। বাবা! আসুন—বিশ্রাম কর্‌বেন!

একমা। বিশ্রাম? এরা আমায় বিশ্রাম দেবে না কিঙ্করী! পুত্র যার শত্রু, তার আবার বিশ্রাম! বিশ্রাম কর্‌বো সেই দিন, যে দিন দেবরায়কে চুলের মুঠি ধ'রে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দেবো—যে দিন জগরায় আর পৃথ্বীনায়কের রক্তে সিংহাসন ধৌত কর্‌বো। এই নাও মা মাণিকমালা, প্রাণ দিয়েও এ সম্পদ রক্ষা কর্‌বে। যে দিন

এর প্রয়োজন হবে, তার পূর্ব্বে কেউ যেন এর ছায়াও দেখ্‌তে না পায়।

কিঙ্করী। আপনার স্বপ্ন কি সফল হবে বাবা?

একৃমা। হবে—নিশ্চয়ই হবে। আমি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলি নি; আমি শপথ কর্‌ছি, চন্দ্রগিরির সিংহাসনে আমি আবার রাম-রায়ের বংশধরকে বসাবো—বসাবো—বসাবো।

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি, এখনো তুই জাগ্‌বি নে রাক্ষসী? দেখি, এবার তোর কাল-ঘুম ভাঙ্গে কি না?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

দেবরায়।

দেবরায়।   দিবা অবসান;
রাজপথে কর্ম্মক্লান্ত পুরবাসী যত
ফিরিতেছে আপন ভবনে,
যেথা পিতামাতা ভাই ভগ্নী সব
স্নেহের সম্ভার নিয়ে চেয়ে আছে
আশাপথ পানে। কত সুখী তারা!

ওই দীন পথের ভিক্ষুক,
তারো আছে আত্ম-পরিজন,
আমি একা এ বিশ্ব-সংসারে।
বিশাল সাম্রাজ্য মোর করায়ত্ত আজি,
তবু আমি কত দীন!
যতদূর দৃষ্টি চলে,
আপন বলিতে কারে পাই না খুঁজিয়া!
শুধু অর্থ—শুধু মান—শুধু আড়ম্বর,
প্রাণের সম্পদ মোর কেহ চাহিল না!
ভগবান্! ভগবান্!
এত মোরে করেছ কাঙ্গাল!
তাপিত ললাটে মোর স্নেহ-কর বুলাইতে
কেহ নাই—কেহ নাই মোর!

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

ওরে তোর আপন জনে জগত ভরা।
ফেলে দে আপন বোঝা,
নে তুলে নে ধরার দুঃখ-পসরা ॥

দেবরায়। জগৎ আমার আপন হবে? দুরাশা—দুরাশা!

চারণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সবার মা যে, সব কিছু তোর ঢেলে দে তার পায়,
পরের ভাই তোর ধরবে গলা, কোলে নে রে পরের মায়,

কাঁদ্‌বে দুঃখে পশু পাখী, তরু-লতায় গল্‌বে আঁখি,
মা ছাড়া আর সবই ফাঁকি, তুই মায়ের পায়ের ধূলোয় গড়া॥

দেবরায়। কেবা সে জননী মোর?

চারণ। দেশ।

দেবরায়। দেশ-মাতৃকার পদে
সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিলে জগৎ আপন হবে?

চারণ। রঙ্গরায় দিয়েছিল, তাই তার জন্য আকাশ বাতাস কাঁদে।

[প্রস্থান।

দেবরায়। তবে তাই হোক্; এ নিঃসঙ্গ
জীবনের ভার পারি না বহিতে।
দূরে যাক্ ঐশ্বর্য্যসম্ভার,
চূর্ণ হোক্ রাজসিংহাসন,
হে চারণ! আমারে অঞ্জলি দেবো
মায়ের চরণে, জগতের দুঃখের পসরা
তুলে নেবো মস্তকে আমার।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে লালসার প্রবেশ।

লালসা।—

গীত।

তোর জ্বলেছে আগুন মনের কোণে।
মন-বারণে বাঁধ্‌বে ব'লে সেথা লালসা তার জাল বোনে॥
তিলক কাটো চিম্‌টে ধর, ভস্ম মাখ নেংটি পর,
আছে মোর বাছাই করা বিষে ভরা একজোটা বাণ তূণে॥

তুই মন-মাতালে ঠাসিস্ নে চোক,
পাতের খাবার ক'রে নে ভোগ,
মাছের শোকে বেড়ালকাঁদা কোন্ গাধা তোর শোনে ?

দেবরায়। আবার ! আবার !
ওরে সর্ব্বনাশী অমৃতভাষিণী !
নিঃস্ব আমি—এ বিশ্বের ঘৃণার ভাজন,
সকাতরে করি এ মিনতি,
আমারে করহ ত্যাগ।
ছিঁড়ে গেছে মায়ার বন্ধন,
আপনার ছিল যারা স'রে গেছে দূরে ;
কিছু নাই—কেহ নাই মোর,
অন্নদাতা পিতা মোর
স্বর্গে ব'সি দেয় অভিশাপ !
পরিহার কর মোরে,
ভাই বন্ধু আত্মীয় বান্ধবে
আবার আপন বলি দিব আলিঙ্গন।

লালসা। কারে দেবে আলিঙ্গন ?
আলিঙ্গন ছলে তারা তীক্ষ্ণ ছুরি
আমূল বিঁধিয়ে দেবে হৃদয়ে তোমার।

[প্রস্থান।

দেবরায়। সত্য—অতি সত্য !
মূর্খ তারা, পরের কল্যাণে যারা
আপনারে দেয় বিসর্জ্জন।
এ সংসার পশুর আগার ;

প্রাণ যারে আলিঙ্গনে বাঁধিবারে চায়,
সেই হানে বিষাক্ত ছুরিকা।
আমি চাহি নাই বৈভব-রতন,
হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া বিশ্বজনে
দিনু আমন্ত্রণ, তবু এ সংসার
তুলে দিল ঘৃণার পসরা শিরে।
মিথ্যা—মিথ্যা—
স্নেহ প্রেম ভালবাসা কবির কল্পনা!
বিশ্ব মোরে ঠেলিয়াছে পায়,
আমিও ত্যজিব বিশ্বে,
পরিণাম যা হয় তা হবে।

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। রাজা!

দেবরায়। কে, মহামান্যা মহারাণী? এ দীন দরিদ্রের কাছে কি প্রয়োজন?

দামিনী। প্রয়োজন ছাড়া কি আস্‌তে নেই?

দেবরায়। না, বিনা প্রয়োজনে আমার কাছে কেউ আসে না। রাত্রি প্রভাত হ'তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সহস্র মধুকর আমার সিংহাসনের চারিদিকে গুঞ্জন করে; কারও ঘরে অন্ন নেই—কারও পরিধানে বস্ত্র নেই—কেউ শত্রুমেধ-যজ্ঞ করতে চায়—কেউ ঐশ্বর্য্যের উপর ঐশ্বর্য্যের স্তূপ রচনা করতে চায়,—চারিদিকে শুধু "দেহি—দেহি" রব! আমার এই উপবাসী মনটার জন্য কেউ কিছু নিয়ে আসে না; তারা সব রাজাকে চায়, আমাকে চায় না।

দামিনী। সংসারে সবাই কি এক ছাঁচে ঢালা?

দেবরায়। সবাই এক ছাঁচে ঢালা, গোটা সংসারটা আমার বিরুদ্ধে একজোট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিজয়নগরের একটা মানুষের উপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল—সে রঙ্গরায়। আজ সেও যখন আমার মৃত্যু চায়, তখন আমার আর কেউ নেই।

দামিনী। আমি স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি রাজা হ'লে আমি রাণী, তুমি ভিক্ষুক হ'লে আমি ভিখারিণী। চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে, আমিও তোমার পর?

দেবরায়। তুমি সবার চেয়ে পর; শুধু পর নও, আমার মহাশত্রু।

দামিনী। তুমি উন্মাদ হয়েছ স্বামী, তাই আমাকে শত্রু মনে কর্‌ছো। আমি কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষ হ'তে তোমাকেই পরমাত্মীয় ব'লে ভেবেছি। সহস্র রূপবান্ যুবক আমার পায়ে গড়াগড়ি গেছে, আমি সবাইকে উপেক্ষা ক'রে তোমাকেই বরমাল্য দিয়েছি।

দেবরায়। মিথ্যা কথা! তুমি আমাকে বিবাহ কর নাই, বিবাহ করেছ এই রাজসিংহাসনটাকে।

দামিনী। রাজসিংহাসনটা পেলে কার দয়ায়?

দেবরায়। তোমার পিতার দয়ায়। এই দয়ার ঋণ শোধ কর্‌বার জন্যই তোমাকে আমি বিবাহ করেছি, নইলে তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না—

দামিনী। অথচ একদিন আমার অনুগ্রহ পাবার জন্য তুমি দীন ভিক্ষুকের মত আমার পদতলে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছিলে।

দেবরায়। তখন মনে করেছিলাম, তুমি আমায় প্রাণ ভ'রে ভালবাস—

দামিনী। এখনও বাসি। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন,

নইলে বুঝ্‌তে পার্‌তে, জগতে এত বড় বন্ধু তোমার আর নেই; তোমার মঙ্গলের জন্য এখনও আমি হাস্‌তে হাস্‌তে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে পারি।

দেবরায়। বিশ্বাস হয় না নারী! তুমি আমার ভিতর দিয়ে চিরদিন ঐশ্বর্য্যের পূজা করেছ—আমার পূজা কর নি! ভালবাস্‌তে তুমি জান না, ভালবাসা তোমার কাছে একটা অসার কল্পনা মাত্র! তুমি ঐশ্বর্য্য চেয়েছ, আমি তোমায় ঐশ্বর্য্যের স্তূপের উপর বসিয়েছি। বল নারী, এই হীন চাষার ছেলের কাছে আর তোমার কি প্রয়োজন?

দামিনী। না, কোন প্রয়োজন নেই। আমি উচ্চ শির নিয়ে জন্মেছি, কোন দিন কারও কাছে মাথা নত করি নি; তোমার ঘৃণার পসরা মাথায় ক'রে আমি এখানে থাক্‌বো না, আমার পিতৃগৃহে এখনো আমার স্নেহের আশ্রয় আছে।

দেবরায়। সাবধান দামিনী! তুমি রাজরাণী, ভিক্ষুকের মত যার তার আশ্রয়ে তোমার যাওয়া হবে না।

দামিনী। পিতার কাছে কন্যার কোন মান-অপমান নেই।

দেবরায়। তোমার পিতা, কিন্তু আমার কে?

দামিনী। তোমার ভাগ্যবিধাতা; একদিন তোমাকে তিনি সিংহাসনে বসিয়েছেন, আর একদিন ইচ্ছা কর্‌লে ঐ সিংহাসন থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। অকৃতজ্ঞ!

দেবরায়। যাও—যাও, কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি পরিশোধ করেছি তোমাকে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়ে।

দামিনী। কেন দিলে? ভালবাস্‌তে যদি পার্‌বে না, কি অধিকার ছিল বিবাহ কর্‌বার?

দেবরায়। বিবাহ আমি করি নি, করেছে আমার সিংহাসন। এ

ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে ভোগ না ক'রে এ প্রাসাদ থেকে এক পাও তুমি নড়তে পাবে না।

দামিনী। বেশ, তাই হবে; আর কোথাও যেতে না পাই, যমের কাছে আশ্রয় নেবো। কিন্তু আমার ভাইয়ের কি করেছ রাজা?

দেবরায়। তাকে ধ'রে আনতে চর পাঠিয়েছি।

দামিনী। তাকে ক্ষমা কর রাজা! আমার এই একটা কথা রাখ—

দেবরায। দামিনী! এমন দিন ছিল, যখন তোমাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কত সাধ ছিল, তোমাকে নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরে যাবো—আমার পিতার কুটীরে তুমি হবে রাণী, আমি হবো রাজা। আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সোনালী শস্যে ঘর ভরিয়ে দেবো, তুমি দিবসান্তে আমার জন্য স্নেহের ডালি সাজিয়ে রাখ্‌বে। তুমি আমার সে কল্পনা ভূমিসাৎ করেছ; আমি রাজা হ'য়েও আজ ভিক্ষুক, সহস্র পরিজনের মধ্যে বাস ক'রেও আমি আজ নিতান্ত একা। তুমি আমাব জীবনের মূর্ত্ত অভিশাপ, তোমার প্রার্থনা? একদিন তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ছিল, সে দিন আর নেই; আজ আমার পায়ে ধ'রে মিনতি করলেও তোমার কোন প্রার্থনা আমি পূর্ণ করবো না।

দামিনী। তুমিও জেনো, দামিনী কারও পায়ে ধরবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নি।

[প্রস্থান।

দেবরায়। নারীর প্রেমকে যে বিশ্বাস করে, জগতে তার মত মূর্খ আর কেউ নেই।

রক্ষী সহ শঙ্করের প্রবেশ।

[রক্ষীর প্রস্থান।

শঙ্কর। আমায় এখানে আন্‌লে কেন?

দেবরায়। জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কিসের জন্য তুমি আমার কাঁধের উপর তরবারি তুলেছিলে?

শঙ্কর। তার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন্ অধিকারে তুমি বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেছ, আর কেনই বা আমার নিরপরাধ পিতা-মাতাকে ধ'রে আন্‌বার জন্য চারিদিকে চর পাঠিয়েছ? আমাদের স্বর্গগত মহারাজ তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেছিলেন, তার কি এই প্রতিদান? তুমি বিদেশী—তুমি কাঙ্গালের ছেলে, তবু আমার সদাশয় পিতা তোমাকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছিলেন; তার কি এই প্রতিদান?

দেবরায়। আর আমি সিংহাসনটা মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে স্বেচ্ছায় দান করেছিলাম, তার কি এই প্রতিদান? যাক্! তুমি বালক, না বুঝে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছ—আমার বহু অনুচরকে হত্যা করেছ, তবু আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারি। বল, তুমি অনুতপ্ত?

শঙ্কর। না, আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাক্‌তে আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌বো না। যত দিনে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তুমি পথের ধুলায় না দাঁড়াবে—যত দিনে তোমার ঐ ঘৃণিত দেহ শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য না হবে, ততদিন আমি তোমায় ভুল্‌বো না।

দেবরায়। তা হ'লে তোমায় মর্‌তে হবে বালক!

শঙ্কর। তবু তোমার নিস্তার নেই দস্যু! আমি যদি মরি, মরার পর প্রেত হ'য়ে তোমার রক্ত শোষণ কর্‌বো।

দেবরায়। নিষ্ফল আক্রোশ বালক! বিধাতার বিড়ম্বনায় আমি আজ রাজা—

শঙ্কর। কার রাজা তুমি? তুমি রাজা জগরায়ের—তুমি রাজা

পৃথ্বীনায়কের, আমার রাজা রঙ্গরায়। যে সব অকৃতজ্ঞ পশু যার খায় তারই বুকে দাঁত বসিয়ে দেয়, তারাই তোমার জয়ধ্বনিতে আজ আকাশ বিদীর্ণ কর্‌ছে, তাও বেশী দিনের জন্য নয়; যে দিন তারা জান্‌বে যে রাজদত্ত মাণিকমালা অন্যের অধিকারে, সে দিন তারাই তোমায় পদাঘাতে দূর ক'রে দেবে।

দেবরায়। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না বালক! আমি আবার বল্‌ছি, যদি বশ্যতা স্বীকার কর, মুক্তি পাবে।

শঙ্কর। চাই না মুক্তি।

দেবরায়। চাও না?

শঙ্কর। না; তুমি বিশ্বাসঘাতক দস্যু—তুমি একটা হীন চাষার ছেলে, তোমার পদলেহন কর্‌বে জগরায়, আমি নই।

দেবরায়। সাবধান প্রগল্‌ভ বালক! আমি বহুক্ষণ তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি, আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লে এইখানেই তোমার ভবলীলা শেষ কর্‌বো। এখনও আমার কথা শোন!

শঙ্কর। যাও—যাও, কিসের কথা তোমার? তুমি হীন বর্ব্বর, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ যে কথা বলেছি, এতেই আমার স্নান কর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দেবরায়। তোমার পিতা কোথায়?

শঙ্কর। জানি না।

দেবরায়। মাণিকমালা কার কাছে?

শঙ্কর। জানি, বল্‌বো না।

দেবরায়। অর্দ্ধেক রাজ্য দেবো—

শঙ্কর। কার রাজ্য? তুমি চুরি ক'রে সিংহাসনে বসেছ, দৈব-বিড়ম্বনায় আমার পিতা আজ গৃহছাড়া, কিন্তু রাজ্যটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফির্‌ছে।

দেবরায় । তার অর্থ ?

শঙ্কর । অর্থ—মাণিকমালা, বুঝেছ দস্যু ?

দেবরায় । রক্ষী !

রক্ষীর প্রবেশ ।

দেবরায় । নিয়ে যাও একে কারাগারে ; তিন দিন অনাহারে রেখে কশাঘাত করবে, দেখি বশ্যতা স্বীকার করে কি না !

শঙ্কর । এ জন্মে নয় ।

[রক্ষীসহ প্রস্থান ।

দেবরায় । মাণিকমালা চাই—মাণিকমালা চাই, নইলে নিষ্ফল এ রাজত্ব !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগ ।

জগরায় ও অশ্বরক্ষক ।

অশ্বরক্ষক । সত্যি বলছি মশায়, ও ভূত না হ'য়ে যায় না ; অমন বিতিকিচ্ছিরি চেহারা কখনো মানুষের হয় না ।

জগরায় । তাকে দেখাতে পার ?

অশ্বরক্ষক । তা—তা—

জগরায়। যাও—সন্ধান কর; যদি চোর ধরিয়ে দিতে পার—বেঁচে যাবে, নইলে এই চাবুক দিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবো।

অশ্বরক্ষক। শালার ভূত কি কর্‌লে গা! আমায় জানে সাব্যাড় কর্‌লে—

[প্রস্থান।

জগরায়। এখনও রঙ্গরায় ধরা পড়্‌লো না—এখনও সে সপরিবারে পৃথিবীর মাটিতে সুখে বিচরণ কর্‌ছে! যদি একবার সে রাজপুতানায় পৌঁছাতে পারে, তা হ'লে অচিরেই নববলে বলীয়ান হ'য়ে এই চন্দ্রগিরি আক্রমণ কর্‌বে। ওঃ—রঙ্গরায়!

গয়ারামের প্রবেশ।

গয়ারাম। শ্বশুর মহারাজ এসেছেন।

জগরায়। এসেছে? কই, কোথায়? স্বেচ্ছায় এসেছে, না বন্দী হ'য়ে?

গয়ারাম। বন্দী কেন মশায়, স্বেচ্ছায়। ওগো, তোরা কে আছিস্, শাঁক বাজা—উলু দে—

জগরায়। আঃ, চুপ কর না!

গয়ারাম। কেন চুপ কর্‌বো? এত বড় অতিথি আস্‌ছে, আপনি তো বেশ লোক!

জগরায়। যাও—যাও, নিয়ে এসো তাকে এইখানে।

গিরিমর্দ্দনের প্রবেশ।

গয়ারাম। ঐ যে! আসুন প্রভু—আসুন! এ সব আপনারই বাড়ী ঘর! খান দান্, ফেলুন ছড়ান্, কারও 'না' বল্‌বার জো নেই।

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

গয়ারাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

জগন্নায়। কাকে নিয়ে এলে নির্ব্বোধ? এ কে?

গয়ারাম। আজ্ঞে—তিনি।

জগরায়। নিয়ে যাও এখান থেকে।

গিরিমর্দ্দন। ওঃ, মানুষটাকে মনেই ধর্‌লো না? ইচ্ছে কর্‌লে আমি তোমার গর্দ্দান নিতে পারি, তা জান?

জগরায়। কে এ উন্মাদ?

গিরিমর্দ্দন। খবরদার! উন্মাদ ব'লো না বল্‌ছি, কচুকাটা কর্‌বো—

জগরায়। যাও—যাও, বেরিয়ে যাও!

গিরিমর্দ্দন। কেন বেরিয়ে যাবো? তোমার বাবার বাড়ী? এ আমার বাড়ী। ওহে কত্তা, বল না সেই কথাটা! আমাকে বল্‌ছে বেরিয়ে যেতে! কচুকাটা কর্‌বো—

জগরায়। যাবে তো যাও, নইলে এই চাবুক—

গয়ারাম। হাঁ-হাঁ-হাঁ, করেন কি? আপনার বেইমশায় যে!

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হে! বেইমশায়, নমস্কার! আসুন একবার কোলাকুলিটা ক'রে নিই—

জগরাও। স'রে যাও অপদার্থ!

গিরিমর্দ্দন। কি রকম? বড় লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছো যে? এত বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়! তুমি মেয়ের বাপ, আমি ছেলের বাপ; আমি যদি রাগি, তোমার গুষ্টিশুদ্ধ ধূলোপাট ক'রে দিতে পারি। কি বল হে কত্তা?

গয়ারাম। আজ্ঞে, ঠিক কথাই বলেছেন।

জগন্নায়। বল কি গয়ারাম, এই দেবরায়ের পিতা? এই উন্মাদ

যদি রাজসভায় গিয়ে দাঁড়ায়, প্রজারা হয় তো দেবরায়কে রাজা ব'লেই মান্‌বে না।

গয়ারাম। তা কি মানতে পারে?

জগরায়। শোন বৃদ্ধ! তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাও।

গিরিমর্দ্দন। কেন যাবো? তোমার হুকুমে? আমি ছেলের বাপ—এ সব বাড়ী ঘর আমার; বেশী চালাকি কর্‌লে কচুকাটা কর্‌বো—

জগরায়। গয়ারাম! ওকে নিয়ে এসো, ওর উপযুক্ত স্থান কারাগার।

[প্রস্থান।

গিরিমর্দ্দন। হ্যাঁ হে কর্ত্তা! বেইমশায় কি ব'লে গেল?

[redacted]। বল্‌লে আপনাকে মহারাজের খাস কামরায় নিয়ে যেতে, সেখানে রাজরাণী আপনার ফাটা পায়ে মধ্যম নারায়ণ তেল মালিশ কর্‌বে।

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

গয়ারাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

গিরিমর্দ্দন।—

গীত।

কোন্ শালা আর চাষা বলে বাসা আমার রাজপুরীতে।
রাজরাণী পা ধোয়াবে তেল মাখাবে রামঝুঁড়িতে॥
আমি ইচ্ছে যদি করি,
উড়ে এসে বস্‌বে বাঁয়ে নীল আকাশের পরী,
আবার ভস্ম ক'রে ফেল্‌তে পারি পিথিমিটা তিন তুড়িতে॥
এবার ডেলা ডেলা সোনা খাবো,
হীরের পাতে নিয়ে যাবো,
তামাক সেজে থাক্‌বে খাড়া দশ বারোটা ভোজপুরীতে॥

অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।

অশ্বরক্ষক। ও রে সুমুন্দির পো, আবার তুই ঘোড়া চুরি কর্‌তে এসেছিস্? আজ তোকে মেরেই ফেল্‌বো।

গিরিমর্দ্দন। কি বল্‌লি গব্বস্রাব?

অশ্বরক্ষক। বল্‌ছি তোর গুষ্ঠির পিণ্ডি! আমার ঘোড়া কোথায় বল্?

গিরিমর্দ্দন। কিসের ঘোড়া?

অশ্বরক্ষক। কিসের ঘোড়া বই কি? সে দিন আস্তাবল থেকে দু' দু'টো ঘোড়া নিয়ে প্যালিয়েছিস্, আবার আজ এসে উঁকি-ঝুঁকি মারা হ'চ্ছে!

গিরিমর্দ্দন। ভেড়ের ভেড়ে বলে কি? আমি চোর?

অশ্বরক্ষক। তুই চোর—তোর বাবা চোর—তোর সাত গুষ্টি চোর।

গিরিমর্দ্দন। কচুকাটা কর্‌বো—

অশ্বরক্ষক। তবে রে শূয়ার—

গিরিমর্দ্দন। এই, 'শূয়ার' 'শূয়ার' করিস্ নি বল্‌ছি। এই ছাতি দেখ্‌ছিস্?

অশ্বরক্ষক। আরে, রেখে দে তোর ছাতি! আমার ঘোড়া কোথায় রেখেছিস্ বল্, নইলে আজ তোকে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো।

গিরিমর্দ্দন। আমার ছেলেকে ব'লে তোকে আমি কচুকাটা কর্‌বো।

অশ্বরক্ষক। ঘোড়া দিবি কি না বল্?

গিরিমর্দ্দন। কিসের ঘোড়া? কার ঘোড়া? এ সব বিল্কুল আমার। আমি কে জানিস্?

অশ্বরক্ষক। খুব জানি; তুই চোর।

গিরিমর্দ্দন। আবার 'চোর' 'চোর' করে! মারবো এক থাপ্পড়! আমি রাজার বাবা, তা জানিস্?

অশ্বরক্ষক। বটে? তুমি রাজার বাবা? তবে তো তোমার সাত খুন মাপ।

গিরিমর্দ্দন। কেমন, এইবার ভয় হ'চ্ছে?

অশ্বরক্ষক। ওঃ? ভয়ে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেলুম আর কি!

গিরিমর্দ্দন। আর একটু হ'লে দিয়েছিলুম সাবাড় ক'রে! ব্যাটা পাজি, উল্লুক, লণ্ডভণ্ড কোথাকার! কচুকাটা করবো—[প্রস্থানোদ্যোগ]

অশ্বরক্ষক। আরে পালাচ্ছ কোথায় সুমুন্দি? [জড়াইয়া ধরিল।]

গিরিমর্দ্দন। খবরদার! ছেড়ে দে বল্‌ছি—

অশ্বরক্ষক। ঘোড়া দে শালা!

গিরিমর্দ্দন। ছাড়্ বল্‌ছি—

অশ্বরক্ষক। ও মামা! চোর ধরেছি—ঘোড়াচোর—

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। চুপ্—চুপ্, চ্যাঁচাস্‌নে বল্‌ছি।

গিরিমর্দ্দন। দেখ তো মশায়, আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে খামকা অপমান ক'চ্ছে।

রক্ষী। তুমি রাজার বাবা?

গিরিমর্দ্দন। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

রক্ষী। চল—চল, শ্বশুর মহারাজের হুকুম হ'য়েছে, এখনি তোমায় খাস মহলে নিয়ে যেতে হবে। এসো—

গিরিমর্দ্দন। দেখ্‌লি ব্যাটা, আমি কি যে সে লোক!

অশ্বরক্ষক। আরে ও মামা, এ যে ঘোড়াচোর—

রক্ষী। চুপ!

গিরিমর্দ্দন। কচুকাটা কর্‌বো—

[গয়ারাম ও রক্ষীসহ প্রস্থান।

অশ্বরক্ষক। যা বাবা! ঘোড়াও গেল—চোরও গেল—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

নর্ম্মদা ও পদ্মিনী।

নর্ম্মদা। আর একটু হেঁটে চল্ দিদি! মহারাজ বলেছেন, এই মরুভূমি পার হ'লেই রাজপুতানা। একবার আমরা মেবারে পৌঁছাতে পার্‌লে যমেও আমাদের স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

পদ্মিনী। ছাড়—ছাড়, ঐ জল—ঐ জল!

নর্ম্মদা। না বোন্, ও জল নয়—মরীচিকা; একটু অপেক্ষা কর্, তোর দাদা এখনি জল নিয়ে আস্‌বেন।

পদ্মিনী। জল—জল!

নর্ম্মদা। কেন বোন্, অমন কর্‌ছিস্? একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক্। ভগবান এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না। রাজবংশের আদরের দুলালী তুই, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিস্; আজ দু'দিন তোর ক্ষুধিত মুখে আহার্য্য দিতে পারি নি, সর্ব্বংসহা

বসুন্ধরার মত তাও তুই সহ্য করেছিস্। এক ফোঁটা জল, তাও কি তোর জুটবে না? কি দিদি, কাঁপ্‌ছিস কেন? ইস্, সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে যে! পদ্মিনী—পদ্মিনী—

পদ্মিনী। বর আস্‌ছে বৌদি—আমার বর আস্‌ছে।

নর্ম্মদা। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পাগল হ'য়ে গিয়েছে। কেন বোন্, এমন হ'লি? শত ঝঞ্ঝাবাতে কখনও একটু টলিস্ নি, সংসারের সহস্র দুঃখ চিরদিন হাসিমুখে সহ্য করেছিস্, এত বড় বিপদ মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে গেল—একটা নিঃশ্বাসও ফেলিস্ নি, আজ এমন অধীর হ'লি কেন পদ্মিনী?

পদ্মিনী। ঐ এলো—বর এলো, উলু দাও—শাঁক বাজাও বৌদি!

নর্ম্মদা। মা! মা! স্বর্গ হ'তে তুমি সব দেখ্‌ছো মা? তোমার বড় আদরের বাসন্তীলতাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলে, আমি আশৈশব বুক দিয়ে রক্ষা ক'রেছিলাম, আর বুঝি পার্‌লাম না! শুধু এক ফোঁটা জল—এক ফোঁটা জলের জন্য যম এসে তার বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছে, অভাগিনী আমি, কোন প্রতিকার কর্‌তে পার্‌ছি না! দিদি! একটু শান্ত হ', আর আমায় কাঁদাস্ নে বোন্! আমি বলি, তুই আমার কোলে একটু বিশ্রাম কর্।

পদ্মিনী।—

গীত।

এসো বর, এসো বর!
আমার হৃদি-কুঞ্জবনে তোল পঞ্চম স্বর।
আমি যামিনী জাগিয়া তোমারি লাগিয়া সাজায়েছি ফুলডালা,
মনের মত প্রেম-সূতে গাঁথি রচিয়াছি বরমালা;—

দিনের আলোক ডুবিছে আঁধারে, তবু ব'সে আছি পথের কিনারে,
এসো—এসো বঁধু, নামিছে সন্ধ্যা ক্লান্তি-নয়ন পর॥

[লুটাইয়া পড়িল।]

নর্ম্মদা। পদ্মিনী! পদ্মিনী! এ কি, মূর্চ্ছিত! একটু জল—একটু জল! ভগবান! তোমার রাজ্যে এত অবিচার! সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথের ধুলায় এসে দাঁড়িয়েছি, তবু নিগ্রহের শেষ হবে না? একটু জল! নিষ্ঠুর নিয়তি! যত পার আমাদের উপর বজ্র হানো, কিন্তু আমার স্বর্গগতা মায়ের গচ্ছিত ধন এই অভাগিনীর জীবন অকালে নষ্ট ক'রো না। পদ্মিনী! ওঠো দিদি—কথা কও, রাজবংশের দুলালী তুমি—এ ধূলিশয্যা তোমার সাজে না বোন্!

রঙ্গরায়ের প্রবেশ।

রঙ্গরায়। নর্ম্মদা!

নর্ম্মদা। এসো—এসো, জল পেয়েছ?

রঙ্গরায়। কোথায় জল পাবো নর্ম্মদা? উপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, নিম্নে ধূ-ধূ করা মরুভূমি, জল নাই—বাতাস নাই, শুধু আগুন!

নর্ম্মদা। মহারাজ!

রঙ্গরায়। কাঁদো—খুব কাঁদো, চোখের জলে মরুভূমিটা যদি একটু সিক্ত হয়। আমি আর কি করবো! তোমায় রাণীর আসনে বসিয়েছিলাম, অদৃষ্টে সইলো না; রাজপুরী থেকে রাঘবের দেওয়া দু'টো অশ্ব এনেছিলাম, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তারাও ম'রে গেল। দু'দিন তোমরা অনাহারী, কারও মুখে এক কণা খাদ্য দিতে পারি নি, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত দিতে পারি নি!

নর্ম্মদা। আমরা মরি, তাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু মায়ের গচ্ছিত ধন বুঝি আর রাখ্‌তে পার্‌লাম না! এই দেখ, পদ্মিনী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মূর্চ্ছিত—

রঙ্গরায়। মর্‌তে দাও—মর্‌তে দাও; সবাই তো মর্‌বো, এক মুহূর্ত্ত আগে আর পিছে। এই দুঃখ, এই ঝঞ্ঝাবাত, মাথার উপর সূর্য্যের খর তাপ—বৃষ্টির জলধারা, পদে পদে হিংস্র জন্তুর ভয়, পশ্চাতে শত্রুর গুপ্তচর, এর চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখের। আর কোথাও যাবো না—এক পাও নড়্‌বো না, এইখানে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে মরি এসো!

নর্ম্মদা। মহারাজ! দেখ—দেখ, নিঃশ্বাস পড়্‌ছে না! মা মর্‌বার সময় ওকে আমার হাতে স'পে দিয়ে গেছেন। আমার চোখের উপর ও একটু জলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে, এমন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা এই মরুভূমির বালুকায় নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, আমি কোন প্রতিকার কর্‌তে পারবো না? একটু জল! ওরে আকাশ! একটু বর্ষণ কর্—এক ফোঁটা জল ভিক্ষা দে!

রঙ্গরায়। জল নেই।

নর্ম্মদা। জল না থাকে, আমার দেহে রক্ত তো আছে, আমি তাই দিয়ে ওর তৃষ্ণা মেটাবো। [বস্ত্রাবরণের মধ্যে হইতে ছুরিকা বাহির করিলেন।]

রঙ্গরায়। রক্ত কি আছে নর্ম্মদা? অনাহারে, অনিদ্রায় দেহের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। স্থির হ'য়ে ব'সো নর্ম্মদা! দেখি ভগবানের বিচার! [ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন।]

নর্ম্মদা। ভগবান! ভগবান! যদি তোমার চোখ থাকে, চেয়ে দেখ! তুমি কি আমাদের সৃষ্টি কর নি? আমরা কি তোমার রাজ্যের প্রজা নই? কীট পতঙ্গের জন্যও তুমি আহার্য্য রেখেছ, আমরা কি

তারই চেয়েও অধম ? বিশ্ব-সংসারজোড়া তোমার অফুরন্ত ফল জল, তার এক কণা আমাদের দাও—আমাদের দাও ঈশ্বর !

রঙ্গরায়। পদ্মিনী ! মর্‌ছিস পদ্মিনী ? আশৈশব তোকে পাখীর মত পক্ষপুটে লুকিয়ে রেখেছিলাম, কোন দিন একটু রোদের আঁচ লাগ্‌তে দিই নি। আজ আমি নিরাশ্রয়—নিরন্ন, তোকে নিয়ে পদে পদে বিপদগ্রস্ত ! তাই কি মৃত্যু দিয়ে আমায় ভারমুক্ত ক'রে যাচ্ছিস্ দিদি ? যা—যা ! অনেক দুঃখ পেয়েছিস্ বোন্, পরলোকে তোর শান্তি হোক্।

সসৈন্য পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ

পৃথ্বী। রঙ্গরায় !

রঙ্গরায়। কে, পৃথ্বীনায়ক ? দেখ্‌তে এসেছ আমার দুর্দশা ?

পৃথ্বী। শুধু দেখ্‌তে আসিনি রঙ্গরায়, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

রঙ্গরায়। কোথায় ?

পৃথ্বী। রাজধানীতে।

রঙ্গরায়। পৃথ্বীনায়ক ! আমি রাজা, যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি, অতুল রাজসম্পদের এক কণাও সঙ্গে আনি নাই, তবু আমার এই দেহটার উপর তোমাদের এত মমতা ?

পৃথ্বী। হ্যাঁ, তবু এত মমতা। মনে নাই রঙ্গরায়, একদিন তুমি আমার হাতে শৃঙ্খল পরিয়েছিলে ?

রঙ্গরায়। শৃঙ্খল পরিয়েছিলাম, সে কথাটাই মনে ক'রে রেখেছ ! মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে তোমায় মুক্তি দিয়েছিলাম, সে কথাটা বোধ হয় ভুলে গেছ বিশ্বাসঘাতক ?

পৃথ্বী। [দৃঢ়স্বরে] রঙ্গরায় !

রঙ্গরায়। তোমার সৌভাগ্য পৃথ্বীনায়ক যে তোমায় সে দিন হত্যা করি নি! আমারই ভুল হয়েছিল। যারা দয়ার মর্য্যাদা রাখে না, ক্ষমা কর্‌লে মনে করে কাপুরুষতা। দশের মঙ্গলের জন্য তাদের হত্যা করাই একমাত্র বিধান।

পৃথ্বী। যাক্‌, সহজে আমার সঙ্গে আস্‌বে, না বলপ্রয়োগ কর্‌তে হবে?

নর্ম্মদা। বলপ্রয়োগ কর্‌বে? তুমি একমা নায়কের পুত্র নও? তোমার পিতা রাজবংশের কল্যাণের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে তরবারি নিয়ে রণক্ষেত্রে ছুটে যায়, আর তুমি এসেছ তোমার রাজাকে শৃঙ্খলিত কর্‌তে?

পৃথ্বী। না নারী, আমি এসেছি রাজার আদেশে এক ভিক্ষুককে শৃঙ্খলিত কর্‌তে।

নর্ম্মদা। একদিন তোমরা সবাই এই ভিক্ষুকেরই পদলেহন করেছ; খুঁজে দেখ, এখনও তোমাদের রসনায় এই ভিক্ষুকের পদধূলি জমাট বেঁধে আছে। দেবরায় বুঝি তোমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল সোনায় বাঁধিয়ে দিয়েছে, তাই আজ তোমরা সমস্বরে তার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছ? কিন্তু এ দিন থাক্‌বে না দস্যু! আবার চন্দ্রগিরির সিংহাসনে রামরায়ের বংশধর বস্‌বে—আবার এই ভিক্ষুকের জয়গানে রাজপথ মুখরিত হবে—আবার তোমরা সহস্র রসনা বিস্তার ক'রে তার পদলেহন কর্‌বে; কিন্তু সে দিন মনে রেখো দস্যু, স্বয়ং মহেশ্বরও তোমার মৃত্যু-দণ্ড রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

পৃথ্বী। সে তো পরের কথা নারী, আজ তোমাদের জীবন-মরণ আমার হাতে। রঙ্গরায়!

রঙ্গরায়। পৃথ্বীনায়ক! ঐ চেয়ে দেখ, পদ্মিনী মর্‌ছে এক ফোঁটা জলের জন্য। আমায় যদি বন্দী কর্‌তে চাও, তার বিনিময়ে এক বিন্দু

জল আমায় ভিক্ষা দাও, আমি ওর তৃষিত অধর একটুখানি সিক্ত ক'রে যাই। দাও—জল দাও!

পৃথ্বী। হুকুম নেই।

নর্ম্মদা। আজ বড় হুকুমের গোলাম হ'য়ে উঠেছ দস্যু! যে দিন সেনাপতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বিপক্ষের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিলে, সে দিন এ ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল?

পৃথ্বী। সংযত হও নারী! নারী নারীর মত কথা কও।

নর্ম্মদা। তুমি পুরুষ, পুরুষের আচরণ দেখাও। নিরস্ত্র অসহায় উপবাসী ব্যক্তিকে বন্দী কর্‌তে সবাই পারে; সাহস থাকে, একখানা অস্ত্র আমার স্বামীর হাতে তুলে দাও, দেখি কার কত বীরত্ব!

পৃথ্বী। রঙ্গরায়! নারীর এ বাচালতা আমি আর সহ্য কর্‌বো না। যদি স্বেচ্ছায় না যাও—

রঙ্গরায়। দিন পেয়েছ পৃথ্বীনায়ক! আমার হাতে যদি একখানা অস্ত্র থাক্‌তো, তোমার মত শত মুষিককে আমি গ্রাহ্য কর্‌তাম না।

পৃথ্বী। হতভাগ্যকে শৃঙ্খলিত কর, আর ঐ নারীকে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে চল।

রঙ্গরায়। এসো—পরাও শৃঙ্খল; যা বল্‌তে হয় তোমাদের রাজাকেই বল্‌বো, দেখি দেবরায়ের এখনো চক্ষুলজ্জা আছে কি না!

[সৈন্যগণ শৃঙ্খল পরাইতে যাইতেছিল।]

নর্ম্মদা। সৈন্যগণ! তোমরা যার কাছে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেছ, যে মহাপুরুষ ভুলেও তোমাদের একটা কটু কথা বলেন নি, তোমাদের পুত্র-পরিবার আত্মীয় বান্ধব, তোমাদের দেশের কল্যাণের চিন্তায় যাঁর নিশীথে নিদ্রা হ'তো না, তাঁর হাতে তোমরা লৌহ-শৃঙ্খল পরাতে এসেছ? এই কি গুরুদক্ষিণা, এই কি তোমাদের রাজভক্তি?

সৈন্যগণ। মা!—

পৃথ্বী। সৈন্যগণ!

নর্ম্মদা। আজ আমরা দীনের চেয়েও দীন; পরিধানে বস্ত্র নেই—উদরে অন্ন নেই—শুষ্ক কণ্ঠে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত জোটে না! আর এই দেখ, আমাদের পদতলে পদ্মিনীর মৃতদেহ; এ দেখেও কি তোমাদের দয়া হবে না? যদি মানুষ হও, ঐ মহাপুরুষের পায়ে লুটিয়ে পড়, বল জয় মহারাজ রঙ্গরায়ের জয়!

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ রঙ্গরায়ের জয়!

পৃথ্বী। কার জয় দিচ্ছ বিশ্বাসঘাতকের দল?

সহসা রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। বিশ্বাসঘাতক ওরা না তুমি?

পৃথ্বী। সাবধান রাঘব রায়!

রাঘব। সাবধান হও তুমি পৃথ্বীনায়ক। আর এক পদ অগ্রসর হ'লে আমি তোমার রক্তে মরুভূমি সিক্ত কর্‌বো।

পৃথ্বী। তোমার মত মূষিককে পৃথ্বীনায়ক ভয় করে না। বন্দী কর সৈন্যগণ!

রাঘব। স'রে যাও সৈন্যগণ! আর যদি পার, বন্দী কর ঐ কুলাঙ্গারকে।

পৃথ্বী। তুমি জগন্নাথের পুত্র ব'লেই এখনো তোমায় ক্ষমা কর্‌ছি।

রাঘব। তুমি একৃষ্ণ নায়কের পুত্র ব'লেই এখনো তোমায় বলি দিই নি।

পৃথ্বী। এখনো বল্‌ছি রাঘব—

রাঘব। যাও—যাও, বল গে তোমাদের সেই চাষা রাজাকে যে

জগৎরায়ের পুত্র তার শত্রুকে বুক পেতে রক্ষা করেছে, সাধ্য থাকে সে নিজে এসে আমার মুখোমুখী দাঁড়াক্।

পৃথ্বী। তুমি ভুলে যাচ্ছ নির্ব্বোধ, মহারাজ দেবরায় তোমার ভগিনীর স্বামী!

রাঘব। আমার ভগ্নী জন্ম জন্ম বিধবা হোক্, তবু আমি এই বিশ্বাসঘাতক চাষার ছেলেকে রাজা ব'লে স্বীকার কর্‌বো না। বল গে যাও, আমার পিতা তার দাসত্ব কর্‌তে পারেন, আমার ভগ্নী তার পদলেহন কর্‌তে পারে, কিন্তু আমি একদিন তার চামড়া তুলে রঙ্গরায়ের পাদুকা তৈরী কর্‌বো।

পৃথ্বী। সৈন্যগণ! এদের সবাইকে হত্যা কর— নির্দ্দয় হত্যা!

রাঘব। বল সৈন্যগণ, জয় মহারাজ রঙ্গরায়ের জয়!

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ—

পৃথ্বী। চুপ! রাঘব—[অসি নিষ্কাসন]

রাঘব। পৃথ্বীনায়ক! [অসি নিষ্কাসন]

রঙ্গরায়। ক্ষান্ত হও রাঘব রায়! আমার জয়ধ্বনি যারা দেয়, আমি তাদের বিপন্ন কর্‌তে চাই না বন্ধু! চল পৃথ্বীনায়ক! আমি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার কর্‌ছি; দেখি দেবরায় আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দণ্ড উচ্চারণ কর্‌তে পারে!

নর্ম্মদা ও রাঘব। মহারাজ!—

রঙ্গরায়। [রাঘবের প্রতি] বিদায় বন্ধু! তোমার কাছে অনেক ঋণে ঋণী আমি, হয় তো এ জন্মে সে ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। ঐ দেখ, আমার ভগিনী ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা; যদি বেঁচে থাকে, শুশ্রূষা ক'রো,—আর যদি ম'রে গিয়ে থাকে, সৎকার ক'রো বন্ধু! এসো নর্ম্মদা— [নর্ম্মদার সহ: প্রস্থান]

নর্ম্মদা। পদ্মিনী! হয় তো তোকে মৃত্যুর কবলে ফেলে রেখেই আমরা চ'লে যাচ্ছি! যদি তোর মৃত্যু হয়, যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি তুই, তাকে জিজ্ঞাসা করিস্, কোন্ অপরাধে তিনি তোকে সংসারের ভোগ-সুখ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছেন, কেন তাঁর দেওয়া অফুরন্ত ফল জল থাক্‌তে তোর মুখে এক বিন্দু পানীয় জুটলো না?

[রাঘব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাঘব। ওঃ, দেবরায়! তুমি মানুষ না পশু? এমন দেবতারও শত্রু হয়? [পদ্মিনীর নিকট গিয়া] এই যে নিঃশ্বাস বইছে! ভগবান্! ভগবান্! রাজোদ্যানের এ ফুটন্ত গোলাপ অকালে বিনষ্ট ক'রো না।

[পদ্মিনীর মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। আশ্চর্য্য মানুষ এই শঙ্কর; তিন দিন অনাহারে রেখে তাকে কশাঘাত করা হয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গোমুখীধারা বয়েছে, তবু সে বল্‌বে না মাণিকমালার সন্ধান, বল্‌বে না কোন্ পথে গেছে তার পিতা-মাতা। তাই তো, মাণিকমালা না পেলে নিষ্ফল এ রাজত্বের অভিনয়। [উপবেশন।]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

বঁধু ভাব্‌না কেন আজ?
নাই বা থাকুক্ মুকুট মাথায়, তবু তুমি হৃদয়রাজ॥
মুখ ফিরিয়ে সবাই যদি যায় চ'লে দূরে,
বন্দী ক'রে রাখ্‌বো তোমায় মোদের হৃদয়পুরে,
উল্‌টো পথে ছুটবে যারা, বুকে পিঠে হান্‌বো বাজ॥

দেবরায়। যাও—যাও, শুধু তোষামোদ—শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর!

[বন্দিনীগণের প্রস্থান।

দেবরায়। সমগ্র দেশটা চেয়ে আছে সেই এক ভিক্ষুকের দিকে; আমি যে রাজা, আমার অন্তরের ভাষা কেউ বোঝে না।

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। রাজা! রঙ্গরায় ধরা পড়েছে।

দেবরায়। ধরা পড়েছে?

জগরায়। হ্যাঁ, পৃথ্বীনায়ক তাদের বন্দী ক'রে নিয়ে আস্‌ছে।

দেবরায়। তবে আর কি? উৎসবানন্দে রাজপুরী মুখরিত কর। নিরস্ত্র অসহায় পথের ভিক্ষুক ধরা প'ড়েছে, এর চেয়ে বীরত্বের পরিচয় আর আমাদের কি আছে আর্য্য? কিন্তু আমি ভাব্‌ছি এই পৃথ্বী-নায়কের কথা; রঙ্গরায় তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, এই তার অপরাধ। আমি বরং বিষধর সর্পকে বিশ্বাস কর্‌বো, তবু পৃথ্বীনায়ককে নয়।

জগরায়। তারপর রঙ্গরায়ের কি করবে ভেবেছ?

দেবরায়। যে ভাবে হোক্, তার হাত থেকে মাণিকমালা ছিনিয়ে নিতে হবে; মাণিকমালা না পেলে বৃথাই আমার এই রাজত্বের অভিনয়!

জগরায়। কে আছ? বন্দী রঙ্গরায়।

বন্দী রঙ্গরায় ও নর্ম্মদার প্রবেশ।

জগরায়। বন্দী রঙ্গরায়! রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—

রঙ্গরায়। কে রাজা?

জগরায়। মহারাজ দেবরায়।

রঙ্গরায়। দেবরায় তোমাদের রাজা হ'তে পারে, আমার চোখে সে একটা প্রবঞ্চক—দস্যু—জল্লাদ।

দেবরায়। রসনা সংযত ক'রে কথা কও রঙ্গরায়! বল, এখনও আমাকে রাজা ব'লে স্বীকার করবে কি না?

রঙ্গরায়। মাণিকমালা প'রে সিংহাসনে উপবেশন কর, রাজা কেন, আমি তোমায় সম্রাট ব'লে স্বীকার করবো।

দেবরায়। মাণিকমালা পাবার জন্যই তোমাকে বন্দী ক'রে এনেছি। বল রঙ্গরায়, কোথায় রেখেছ মাণিকমালা?

জগরায়। বল্‌তে হবে; সহজে না বল, নির্য্যাতনে বশীভূত করবো!

রঙ্গরায়। তুমি তা হ'লে রঙ্গরায়কে চেনো না জগরায়! কতটুকু নির্য্যাতন কর্‌তে পার তোমরা? নিয়তি আমার উপর যে নির্য্যাতনের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে, তার তুলনায় তোমাদের সহস্র অত্যাচার আমার কাছে পুষ্পবৃষ্টি! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত আমরা, আমার স্নেহের বোনটি এক ফোঁটা জলের জন্য নির্জ্জন মরুভূমিতে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে; রাজবংশধর আমি—চিরদিন মানুষকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে শাসন করেছি, আর

আমারই পিতার রাজ্যে আমি আজ শৃঙ্খলিত; আমার পত্নী, সূর্য্য যার মুখ দেখ্‌তে পায় না, সে আজ রাজসভায় বিচার-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে! এর চেয়ে নির্য্যাতন আর কি হ'তে পারে জগরায়?

জগরায়। শুনেছ রঙ্গরায়, তোমার পুত্র বন্দী?

নর্ম্মদা। শঙ্কর বন্দী?

দেবরায়। শুধু বন্দী নয়, আজ তিন দিন তাকে অনাহারে রেখে অষ্টপ্রহর কশাঘাত চল্‌ছে।

নর্ম্মদা। উঃ, দেবরায়! তুমি কি? আমাদের তুমি আজন্ম অন্ধকার কারাগারে বন্দী ক'রে রাখ, আমরা একটা অভিশাপও দেবো না, শুধু শঙ্করকে মুক্তি দাও! সে বালক—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; দোহাই তোমার, আমার এ অনুরোধ রাখ!

দেবরায়। রাখ্‌তে পারি, যদি মাণিকমালা ফিরে পাই।

নর্ম্মদা। রাজা! কি হবে আমাদের মাণিকমালা নিয়ে? আমরা বৃক্ষতলে বাস করবো—সেও ভাল, তবু অসার রাজত্বের লোভে পুত্রের জীবন বিপন্ন ক'রো না; তিন দিন সে অনাহারী, তার উপর অবিশ্রান্ত কষাঘাত চল্‌ছে—

রঙ্গরায়। চলুক্, তবু আমি রাজবংশের পবিত্র সম্পদ একটা দস্যুর হাতে তুলে দেবো না।

জগরায় ও দেবরায়। [দৃঢ়স্বরে] রঙ্গরায়!

রঙ্গরায়। একদিন এই রাজত্ব আমি স্বেচ্ছায় দান করতে চেয়েছিলাম দেবরায়! তুমি তখন মহত্ব দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলে; যে সম্পদ অনায়াসে লাভ করতে পারতে, তাই তুমি প্রবঞ্চনা ক'রে গ্রহণ করেছ। আমি মরবো সেও স্বীকার, তবু স্বেচ্ছায় রাজ্যের এক কণা মৃত্তিকাও তোমার হাতে তুলে দেবো না।

জগরায়। তা হ'লে শোন রঙ্গরায়! তোমার চোখের উপর তোমার পুত্রকে আমরা হত্যা করবো।

নর্ম্মদা। উঃ, মহারাজ! তবু তুমি মাণিকমালার সন্ধান বল্বে না?

রঙ্গরায়। না; আমার যদি লক্ষ সন্তান থাকতো, রাজবংশের সম্মানরক্ষার জন্য আমি সবাইকে বলি দিতে পারতাম।

জগরায়। এখনও সাবধান হও রঙ্গরায়! যদি মাণিকমালা পাই, তোমরা সবাই মুক্তি পাবে, নইলে তোমার স্ত্রী পুত্র কাউকে বাঁচিয়ে রাখবো না, আর তোমাকে আকণ্ঠ প্রোথিত ক'রে বিষাক্ত সর্প দিয়ে দংশন করাবো।

রঙ্গরায়। তবু আমি মাণিকমালা দেবো না।

নর্ম্মদা। মহারাজ! তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি করছি, যে সম্পদ রাখবার স্থান আমাদের নেই, কেন তার জন্য পুত্রকে ডালি দেবে—নিজের প্রাণ হারাবে? দাও—দাও, মাণিকমালা দাও!

রঙ্গরায়। না—দেবো না; রাজবংশের পবিত্র মাণিকমালা চাষার ছেলের জন্য নয়।

দেবরায়। এরা শুধু এক কথা জানে "চাষার ছেলে—চাষার ছেলে!" চাষা যেন মানুষ নয়! তাদেরই পরিশ্রমের ফলে এরা বিলাস-ব্যসনে অজ চেলে দেয়, তবু তারা অবজ্ঞাত চাষা, আর এরা সম্মানিত মহাপুরুষ! কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ!

দেবরায়। বন্দী শঙ্করকে নিয়ে এসো, এদের সম্মুখে তার শিরশ্ছেদ কর। [রক্ষীর প্রস্থান।

নর্ম্মদা। স্বামী—স্বামী! ওগো পাষাণের দেবতা! প্রসন্ন হও, তুচ্ছ এক মাণিকমালার জন্য পুত্রকে ডালি দিও না।

রক্ষীসহ শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। তাতে দুঃখ কি মা? জন্মেছি একদিন, মর্‌বো একদিন; তবু যতক্ষণ বেঁচে আছি, আমরা মাথা উঁচু ক'রে থাক্‌বো।

জগরায়। মাথা আর থাক্‌বে না বালক! এইখানেই তোমার শিরশ্ছেদ হবে।

শঙ্কর। হোক্; সজ্ঞানে কখনও অধর্ম্ম করি নি, মৃত্যুকে আমরা একটুও ভয় করি না। মৃত্যুভয়ে ভীত হবে তোমরা শৃগাল কুকুর, তুমি আর এই দেবরায়।

দেবরায়। শঙ্কর!

জগরায়। রসনা সংযত কর বালক!

শঙ্কর। রসনা সংযত কর্‌বো? বিশ্বাসঘাতক! ভণ্ড! দস্যু! আমার নিরপরাধ পিতাকে বন্দী ক'রে এনেছ, বিজয়নগরের রাজলক্ষ্মী আমার জননীকে বিচারসভায় টেনে এনেছ, আর আমাকেই বল্‌ছো সংযত হ'তে? একবার যে খোলা পাচ্ছি না, তা হ'লে এক একটা পদাঘাতে তোমাদের উদ্ধত মস্তক—

দেবরায়। শিরশ্ছেদ কর্‌বো!

নর্ম্মদা। আগে আমাকে হত্যা কর, তারপর—

রঙ্গরায়। না, আগে আমাকে—

ত্রস্ত গয়ারামের প্রবেশ।

গয়ারাম। মহারাজ! একমা নায়ক ঝড়ের মত ছুটে আস্‌ছে—

জগরায়। সে কি? ফটক বন্ধ কর্‌তে বল।

গয়ারাম। কে বন্ধ কর্‌বে মশাই? সব কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে গাঢাকা দিচ্ছে। পালান মহারাজ—পালান, নইলে আপনার দফা এইবার গয়া!

দেবরায়। চুপ!

গয়ারাম। আমি চুপ কর্‌লে কি হবে মহারাজ? সে তো চুপ করে না! হায় হায় রে, আমাদের এমন সাধের রাজা, বুঝি তাকে গলা টিপে—

জগরায়। স্তব্ধ হও নির্ব্বোধ! [রক্ষীর প্রতি] বন্দীদের কারাগারে নিয়ে যাও।

রঙ্গরায়। দেবরায়! এইবার তোমার যম আস্‌ছে। এ নিয়তির মত দুর্ব্বার—

শঙ্কর। বজ্রের মত কঠোর।

নর্ম্মদা। প্রয়োজন হ'লে কুসুমের মত কোমলও হ'তে পারে।

[বন্দীগণকে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

গয়ারাম। [স্বগত] ঠ্যালা বোঝ এইবার—

[প্রস্থান।

দেবরায়। একৃমা নায়ক এতই দুর্দ্ধর্ষ যে, তার ভয়ে প্রাসাদের প্রহরীরা পর্য্যন্ত পালিয়ে যায়?

জগরায়। হ্যাঁ রাজা, এতই দুর্দ্ধর্ষ। আমি সহস্র রঙ্গরায়কে তত ভয় করি না, যত ভয় করি এই বৃদ্ধ একৃমা নায়ককে।

ঝটিকার বেগে একৃমা নায়কের প্রবেশ।

একৃমা। রাজা কৈ? আমাদের রাজা?

জগরায়। রাজা সিংহাসনে।

একৃমা। সিংহাসনটা কি খেলার পুতুল জগরায়, যে যাকে তাকে দিলেই হ'লো?

দেবরায়। কেন সর্দ্দার? আমার মাথায় রাজমুকুট মানায় না?

একৃমা। না; তুমি জগরায়ের জামাতা হ'তে পার, কিন্তু চন্দ্রগিরির রাজা হ'তে পার না।

দেবরায়। কেন, আমি চাষার ছেলে ব'লে?

একৃমা। শুধু তাই নয়, তুমি বিশ্বাসঘাতক—ভণ্ড—কাপুরুষ! যে সিংহাসন একবার চাইলেই তোমার হস্তগত হ'তো, তার জন্য তুমি শত শত পুরবাসীকে হত্যা করেছ—রঙ্গরায়কে সপরিবারে দেশছাড়া করেছ। শুধু তাই নয়, উপবাসী নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় তাকে বন্দী ক'রে এনেছ, আমাদের মহামান্যা মহারাণীকে পর্য্যন্ত বিচারসভায় এনে দাঁড় করিয়েছ।

দেবরায়। প্রয়োজন হয়, তাদের সবাইকে আমি হত্যা করবো।

একৃমা। তার পূর্ব্বে তোমাকে আমি জীবন্ত সমাধি দেবো ঘাতক!

জগরায়। বৃথা আস্ফালনে কোন লাভ নেই একৃমা নায়ক! সমগ্র বিজয়নগর দেবরায়ের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

একৃমা। কিন্তু আমি দেবো না।

জগরায়। অথচ তোমার পুত্র—

একৃমা। চুপ! কে আমার পুত্র? আমার পুত্র নেই। শোন জগরায়! শোন বালক! তোমরা যা করেছ, তোমাদের আজীবন অন্ধকার কারাগারে বন্দী ক'রে রেখে অনাহারে শুকিয়ে মারলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না; তবু বিজয়নগরের রাজভক্ত অধিবাসীরা তোমাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত, যদি এই মুহূর্ত্তে সপরিবারে রঙ্গরায়কে মুক্তি দাও—তার সিংহাসন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

দেবরায়। আমিও রঙ্গরায়কে এই মুহূর্ত্তে সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত, যদি সে প্রকাশ্য রাজসভায় কৃতাঞ্জলিপুটে সিংহাসন ভিক্ষা চায়!

একৃমা। কে ভিক্ষা দেবে? সিংহাসন কার?

দেবরায়। আমার।

একৃমা। নেমে এসো ভণ্ড সিংহাসন থেকে! প্রবঞ্চক! দস্যু! নরঘাতক! তোমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু রাজবংশের অন্নে গঠিত, আর সেই রাজবংশের উপরই এত অত্যাচার? মনে করেছ কি ধর্ম্ম ব'লে সংসারে কিছুই নেই? এমন দিন আসৃবে, যখন এই সিংহাসনই তোমার কাল হ'য়ে উঠ্‌বে। আজ যারা তোমার পদলেহন ক'রে নিজেদের কৃতার্থ মনে কর্‌ছে, তারাই সেদিন তোমার মুখে অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর্‌বে।

জগরায়। সে দিন আসৃবে না একৃমা নায়ক, যদি তুমি আমাদের সহায় হও।

একৃমা। আমি তোমাদের সহায় হবো? তা হ'লে তুমি এখনও আমাকে চিন্‌তে পার নি জগরায়! তুমি অর্থের লোভে নিজের জাতি ধর্ম্ম দেশ একটা অজ্ঞাতকুলশীল বালকের পায়ে ডালি দিয়েছ, আর এই চিরদরিদ্র একৃমা নায়ক রাজার রাজভাণ্ডার দু'পায়ে মাড়িয়ে গেছে, ফিরেও তাকায় নি।

জগরায়। কথা শোন সর্দ্দার! তুমি আমাদের সাহায্য না কর, শুধু একবার স'রে দাঁড়াও, প্রতিদানে আমরা তোমার পর্ণকুটীর সোনায় বাঁধিয়ে দেবো।

একৃমা। আমি মর্‌বার পর দিও। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন আমার পর্ণকুটিরে ঐশ্বর্য্যের ছায়াও পড়্‌বে না।

দেবরায়। তবে যাও—দূর হও রাজপ্রাসাদ থেকে

একৃমা। বন্দীর মুক্তি চাই!

দেবরায়। বিনিময়ে মাণিকমালা চাই।

জগদ্রায়। বলতে পার, কোথায় মাণিকমালা?

একৃমা। আমার কাছে।

জগরায় ও দেবরায়। তোমার কাছে?

দেবরায়। দাও মাণিকমালা—

একৃমা। দেবো না।

জগরায়। রঙ্গরায়ের মুক্তির বিনিময়েও না?

একৃমা। না।

দেবরায়। তা হ'লে তোমাকে আদর্শ শাস্তি দেবো—

একৃমা। একৃমা নায়ককে শাস্তি দিতে পারে, এত বড় বীর বিজয়-নগরে আজও জন্মায় নি।

দেবরায়। একৃমা নায়ক! আমি এখনও বল্‌ছি—

একৃমা। যাও—যাও, বিজয়নগরের শত শত মহারথী আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেছে, তুমি তো কাল্‌কের ছেলে—দুগ্ধপোষ্য শিশু। আমি যদি ইচ্ছা করি, এই মুহূর্ত্তে তোমায় সিংহাসন শুদ্ধ টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। একদিন তাই দেবো, শুধু রঙ্গরায়ের মুক্তির অপেক্ষা। শোন বালক! আমার আদেশ—

জগরায়। আদেশ?

একৃমা। হ্যাঁ, আদেশ; ভিক্ষা নয়—প্রার্থনা নয়—আমার আদেশ, রঙ্গরায়কে মুক্তি দিয়ে এই সিংহাসন তাকে প্রত্যার্পণ করবে, সাত দিন মাত্র সময় দিলাম।

দেবরায়। তোমার আদেশে আমি পদাঘাত করি।

একৃমা। তা হ'লে শোন দস্যু! আমি এই রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে

শপথ ক'রে যাচ্ছি, এই সিংহাসনে আমি আবার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করবো। যদি তা না পারি, বৃথাই আমি ক্ষত্রিয়ের বংশধর, বৃথা আমার এই তরবারিধারণ—বৃথা আমার জীবনব্যাপী সত্যের সাধনা!

জগরায়। রক্ষিগণ! বন্দী কর।

একৃমা। একৃমা নায়ককে বন্দী করে, এমন শৃঙ্খল এখনও তৈরী হয় নি।

[প্রস্থান।

জগরায়। এ বৃদ্ধ বশীভূত হবার নয় দেবরায়!

দেবরায়। বশীভূত না হয়, যে ভাবে হোক্ কারারুদ্ধ করুন, না হয় হত্যা করুন; ওর পর্ণকুটীর আগুনে ভস্মীভূত ক'রে মাণিকমালা জোর ক'রে ছিনিয়ে আনুন—রাজবৃত্তি বন্ধ ক'রে দিন, দেখি তবু বশ্যতা স্বীকার করে কি না!

[প্রস্থান।

জগরায়। আকাশ-কুসুম কল্পনা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

একমা নায়কের গৃহ।

কিঙ্করী।

কিঙ্করী। কত মধু একাক্ষর নামে!
শতবার "মা—মা" ব'লে ডাকি,
তবু সাধ না হয় পূরণ।
ব'লে দাও হে বিশ্বদেবতা!
মধুমাখা মাতৃনাম ভুলি
কেন নর ছুটে যায় হলাহল
করিবারে পান? ভাইয়ে ভাইয়ে
কেন এ বিরোধ? অসার বৈভব তরে
তোমারি সৃজিত জীব কেন হানে
মাতৃবক্ষে বিষাক্ত ছুরিকা?
ভগবান্! দূর কর ভ্রান্তি মানবের,
জন্ম সনে কর্ণে তার মন্ত্র ঢেলে দাও—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

[redacted]রণ।— গীত।

ওমা তুই আপনি সাজা ডালি।
আপন ঘরে আলো জ্বালা, যাক্ না সবার বুকে কালি॥

কিঙ্করী। অন্যের কথা কি বল্‌বো চারণ, আমার স্বামী পর্য্যন্ত আমার শত্রু।

চারণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ :

ভুলে যা তুই স্বামী তনয়, তুই মায়ের মেয়ে আর কারো নয়,
সকল কাঁটা অঁজলা পুরে মায়ের পায়ে দে মা ডালি॥

কিঙ্করী। হায় চারণ, আমি যে অবলা নারী—

চারণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ :

নারীর হাতে জগৎ বাঁধা, নর-নারীর হাসা কাঁদা,
স্নেহশীতল পরশে তার বিষের আকর সুধার ঢালি॥

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। তবে তাই হোক্, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সশস্ত্র জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। তুমি একমা নায়কের পুত্রবধূ?

কিঙ্করী। হ্যাঁ; তুমি কে?

জগরায়। আমার নাম জগরায়।

কিঙ্করী। জগরায়? তুমিই চক্রান্ত ক'রে দেবরায়কে সিংহাসনে বসিয়েছ--দেশপূজ্য মহারাজ রঙ্গরায়কে সপরিবারে বিতাড়িত করেছ, আর আমার স্বামীকে ঐশ্বর্য্যের অসার প্রলোভন দেখিয়ে তার পিতার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ, কেমন? তারপর চাষার হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রে বেশ সুখে আছ জগরায়?

জগরায়। বাচালতা রাখ নারী! আমি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

কিঙ্করী। বিশেষ প্রয়োজন? নির্জ্জন পর্ণকুটীরে অসহায়া নারী আমি, আমার কাছে কি প্রয়োজন তোমার দস্যু?

জগরায়। মাণিকমালা কোথায়?

কিঙ্করী। আমার কাছে।

জগরায়। তা জানি; আমি সে মাণিকমালা চাই, এখনি—এই মুহূর্ত্তে!

কিঙ্করী। তার আগে আমি আদেশ কর্‌ছি, এই দণ্ডে তুমি আমার গৃহ ত্যাগ কর; তোমার স্পর্শে আমাব পবিত্র কুটীর কলুষিত, বায়ু বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

জগরায়। নারী!

কিঙ্করী। যাও—যাও, বেরিয়ে যাও!

জগরায়। আমার প্রার্থিত রত্ন পেলেই আমি যেতে পারি।

কিঙ্করী। অপরের গচ্ছিত ধন দেবার আমার কোন অধিকার নেই।

জগরায়। অধিকার অনধিকার আমি বুঝি না নারী! রাজ-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন তোমার হাতে; এ রত্নে রাজারই অধিকার। সহজ কথায় দেবে তো দাও, নইলে—

কিঙ্করী। নইলে কি দস্যু?

জগরায়। বলপ্রয়োগে তোমায় বাধ্য কর্‌বো।

কিঙ্করী। আমায় হত্যা কর্‌লেও মাণিকমালা পাবে না।

জগরায়। শুধু হত্যা? শোন নারী, যদি এই মুহূর্ত্তে মাণিকমালা না পাই, আমার অনুচরগণ তোমায় চুলের মুঠি ধ'রে রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজার বিচারে হয় তো তোমার

আজীবন কারাদণ্ড হবে, কারাগারে হয় তো তোমার নারীত্বের মর্য্যাদা রাজকর্ম্মচারীদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হবে।

কিঙ্করী। সে দিন আকাশে আর সূর্য্য উঠ্‌বে না, বাতাস আর বইবে না জগরায়, একটা বিরাট ভূমিকম্পে পৃথিবীটা রসাতলে প্রবেশ করবে।

জগরায়। নারী!—

কিঙ্করী। যাও—যাও! চোরের মত অতর্কিতে আমার গৃহে প্রবেশ করেছ, এ অপরাধে শাস্তি দিলাম না, এই তোমার পক্ষে যথেষ্ট! যদি বেশী উত্যক্ত কর, তা হ'লে তোমায় আর রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে হবে না। মনে ক'রো না, আমি এই নির্জ্জন কুটীরে একাকী অসহায় ব'লে এতই শক্তিহীনা যে তোমরা আমার উপর অযথা অত্যাচার করবে, আর আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারবো না!. মনে রেখো, আমি নারী হ'লেও একৃমা নায়কের পুত্রবধু।

জগরায়। তুমিও মনে রেখো, আমি জগরায়—আমার আদেশ।

কিঙ্করী। একৃমা নায়কের পুত্রবধু অমন সহস্র জগরায়ের আদেশ দু'পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যায়।

জগরায়। এখনও বুঝে দেখ নারী, মাণিকমালার উপর তোমাদের সকলেরই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। যদি মাণিকমালা না পাই, তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো, তোমরা রাজদ্রোহী—

কিঙ্করী। আর তোমরা বড় রাজভক্ত! শোন দস্যু—

জগরায়। কোন কথা শুনবো না, মাণিকমালা চাই!

কিঙ্করী। পাবে না।

জগরায়। তা হ'লে আমার অপরাধ নেই, আমার অনুচরগণ তোমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করবে। [বংশীধ্বনি]

সন্ধ্যার প্রবেশ।

কিঙ্করী। [অলক্ষ্যে জগরায়ের তরবারি আত্মসাৎ করিলেন।]

সন্ধ্যা। কাকে ডাকছো? তারা সব চোর-কুঠুরীতে বন্দী।

জগরায়। বন্দী? এতগুলো মানুষ সব বন্দী? তা হ'লে আমি আগে তোকেই—একি? আমার তরবারি?

কিঙ্করী। এই যে আমার হাতে। জগরায়! তুমি আমার স্বামীকে পর ক'রে দিয়েছ, অতর্কিতে আমার গৃহে প্রবেশ ক'রে পর্ণকুটীর কলুষিত করেছ, ছলে বলে কৌশলে আমাদের পরম দয়ালু রাজা রঙ্গরায়কে সিংহাসনচ্যুত করেছ। এমন কূটনীতিজ্ঞ তুমি—এত বড় বীর তুমি—চন্দ্রগিরির দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, আজ একটা নারীর হাতে বন্দী! তোমায় যতই দেখ্ছি, ততই আমার ধমনীর মধ্যে রক্তস্রোত টগ্‌বগ ক'রে ফুট্‌ছে, ইচ্ছা হ'চ্ছে এক আঘাতে তোমার ঐ উদ্ধত মস্তক দেহচ্যুত করি।

জগরায়। তার পূর্ব্বে তোমাদের ছ'টো মূষিককে আমি পদাঘাতে চূর্ণ করবো।

কিঙ্করী। খবরদার দস্যু! [তরবারি উত্তোলন]

জগরায়। একখানা—একখানা অস্ত্র যদি পাই—[প্রস্থানোদ্যোগ]

সন্ধ্যা। [তরবারি উত্তোলন করিয়া বাধা দিয়া] খবরদার!

[কিঙ্করী ও সন্ধ্যা জগরায়কে বন্দী করিল।]

জগরায়। এ কি বিষম সমস্যা! চন্দ্রগিরির দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা আজ একটা নারীর হাতে বন্দী! ত্রিভুবন ব্যঙ্গ করবে—দেবরায় মাথা হেঁট করবে—শত্রুকুল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠবে। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই!

কিঙ্করী। পাবে না মুক্তি।

জগরায়। অতুল ঐশ্বর্য্য দেবো—

সন্ধ্যা। চাই না ঐশ্বর্য্য।

জগরায়। একমা নায়কের প্রাণভিক্ষা দেবো—

কিঙ্করী। কোন প্রয়োজন নেই; অতর্কিত মুহূর্ত্তে তাকে হয় তো তোমরা বন্দী করেছ, কিন্তু তাঁকে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, এমন লৌহ-কারাগার চন্দ্রগিরির রাজপ্রাসাদে নেই।

সন্ধ্যা। যদি তাকে তোমরা মেরে ফেল, দেশের সমস্ত লোক তোমাদের টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বে।

কিঙ্করী। মুক্তি দিতে পারি এক সর্ত্তে।

জগরায়। কি সর্ত্তে?

কিঙ্করী। সপরিবারে রঙ্গরায়কে ছেড়ে দিতে হবে; তাকে না পেলে তুমি মুক্তি পাবে না।

জগরায়। অসম্ভব! তা হ'তে পারে না।

কিঙ্করী। তা হ'লে আজীবন তোমাকে এই শৃঙ্খলিত অবস্থায় এই পর্ণকুটীরে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বো।

জগরায়। এখনও সাবধান হও নারী! তুমি জানো না, কার সঙ্গে এ শঠতা কর্‌ছো! দেবরায় যে মুহূর্ত্তে শুন্‌বে যে আমি ছলে কৌশলে তোমার গৃহে আবদ্ধ, সেই মুহূর্ত্তে এই কুটীর ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌বে।

কিঙ্করী। করুক্; আমরা তো মরেইছি, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো। চ'লে আয় সন্ধ্যা!

[প্রস্থান।

জগরায়। বাঁধন খোল্! খোল্ বাঁধন—

সন্ধ্যা। না—খুলবো না। তুমি আমাদের রাজাকে পথে বসিয়েছ, আমার পিতাকে জীবন্তে হত্যা করেছ, তোমাকে আমরা মায়ের পূজায় বলি দেবো—তোমার গায়ের চামড়া দিয়ে রঙ্গরায়ের জুতো তৈরী করবো।

প্রস্থান

জগরায়। বন্দী! বন্দী! জগরায় আজ একটা নারীর হাতে বন্দী! ওঃ, কি লজ্জা—কি ঘৃণা! এর চেয়ে মৃত্যুও সহস্রগুণে ছিল ভালো! কি আশ্চর্য্য, এতগুলো লোক সব বন্দী?

গীতকণ্ঠে ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—

গীত ঃ

তারা সব গুণ্‌ছে কালের ঢেউ।
তুই যতই মরিস্ হাঁক ডাকিয়ে, দেবে না আর সাড়া কেউ॥
তুই ক্ষুদে বামন চাঁদের আশায় মারলি বড় লাফ,
বর চাহিতে পোড়া বিধি মাথায় দিল অভিশাপ,
ঠিক হয়েছে, যেমন কুকুর, তেমনি পিঠে পড়্‌লো মুগুর,
পালাবার পথ বন্ধ রে তোর পিছে লেগে রইলো কেউ॥

[জগরায়কে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

দামিনী।

দামিনী। সব শূন্য—সব শূন্য!
অতুল ঐশ্বর্য্য মোর চরণে লুকায়,
তবু কেন প্রাণ ভরি ওঠে হাহাকার,
দিবানিশি অবিরাম
দু'নয়নে ঝরে আঁখিজল?
ভগবান্! কেন দিলে এত ক্ষুধা
নারীর অন্তরে?
ঘৃণায় মুখের পানে চাহে না যে জন,
তারি তরে কেন মন এত বিচঞ্চল?

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

রাইকিশোরী, মলিন কেন, আস্‌বে নাগর কুঞ্জবনে।
মান ক'রে তুই থাক্ না ব'সে, দিস্ নে লো কান বাঁশীর স্বনে॥
পায়ে ধ'রে মান ভাঙ্গাবে, আবীর দিয়ে পা রাঙ্গাবে,
চোখের জলে বইবে নদী, যাক্ না ফিরে ক্ষুণ্ণমনে॥
আল্‌গা দিলে প্রেমের রসি, হাল্‌কা হবে রূপবিলাসী,
আপনি পায়ে পড়্‌বে লুটে, যাবে না আর আন্‌-ভবনে॥

[প্রস্থান।

দামিনী।　　কোথা যাই? কার কণ্ঠে
ঢেলে দেবো তীব্র হলাহল?
কার বক্ষে বিদ্ধ করি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা?
জ্বালা—জ্বালা!
সারাটী সাম্রাজ্য যদি
পদাঘাতে রেণু-রেণু করি
মিশাইয়া দিই পথের ধূলায়,
তবু এ দারুণ জ্বালা হবে না নির্ব্বাণ।

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। ঠিক হয়েছে—প্রকৃতির প্রতিশোধ!

দামিনী। দাদা!

রাঘব। আমি তো বলেছিলাম দামিনী, তোর এ রূপ-যৌবন একটা চাষার ছেলের জন্য নয়। আমার কথা অগ্রাহ্য ক'রে যে দিন তুই তার গলায় বরমাল্য দিয়েছিস্, তোর দুর্দ্দশার ছবি সেই দিনই আমি মানসপটে অঙ্কিত ক'রে রেখেছি। কি বল্‌বো, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে তোর গলা টিপে ভবলীলা শেষ ক'রে দিই!

দামিনী। তুমি এখানে কেন দাদা?

রাঘব। দেখ্‌তে এলাম, তোর পদ্মপলাশের মত চোখ দু'টাতে কতখানি জল জমেছে। আমি কত বিনিদ্র নিশায় এই শুভদিনের স্বপ্ন দেখেছি দামিনী, আজ তোর দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখে আমার আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দামিনী। আমার দুর্দ্দশা দেখে নৃত্য করতে এসেছ? তোমার নিজের দশা কি হবে, একবার ভেবেছ কি?

রাঘব। দামিনী!

দামিনী। তুমি বোধ হয় জান না দাদা, তোমাকে বন্দী কর্‌বার জন্য সহস্র গুপ্তচর ওৎ পেতে ব'সে আছে। যদি মঙ্গল চাও এখনি এ প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাও।

রাঘব। পালিয়ে যাবো? কেন? কার ভয়ে? একটা চাষার ছেলে দৈববলে সিংহাসনে চেপে ব'সেছে, তার ভয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি সে উপাদানে গঠিত নই। দেবরায় প্রবঞ্চক—রাজদ্রোহী; আমি যদি পারি, তার শিরশ্ছেদ কর্‌বো।

দামিনী। শিরশ্ছেদ কর্‌বে? দস্যু! আমারই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে তুমি আমার স্বামীর শিরশ্ছেদ কর্‌তে চাও?

রাঘব। কে তোর স্বামী? তুই অভিজাত বংশের মেয়ে, একটা চাষার ছেলে তোর স্বামী হ'তে পারে না। আমি বরং তোর বৈধব্য দেখ্‌বো, তবু তোকে দেবরায়ের ঘর কর্‌তে দেবো না।

দামিনী। দাদা!—

রাঘব। শোন্ দামিনী! এই দস্যু আমাদের পরম দয়ালু রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেছে—রামরায়ের বংশ সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বার সঙ্কল্প করেছে—বিজয়নগরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস মসীলিপ্ত ক'রে দিয়েছে। কে এই দেবরায়? সে বিজয়নগরের কেউ নয়, অথচ তারই দাপটে আজ আমরা নিজের ঘরে চোর—নিজের শৃঙ্খলে বন্দী!

দামিনী। আমায় বোঝাতে পার্‌বে না দাদা! যতই অপরাধ থাক্ তাঁর, তিনি আমার স্বামী।

রাঘব। বজ্রাঘাত হোক্ তোর স্বামীর মাথায়; এখানে স্বামী পুত্রের বিচার নেই। যেখানে একটা জাতির মান-অপমান নিয়ে কথা,

সেখানে স্বার্থের কান্না চলে না। নে দামিনী, অস্ত্র নে; এই অস্ত্র তোর স্বামীর বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিতে হবে।

দামিনী। বল কি দাদা, আমার স্বামীকে হত্যা কর্‌বো?

রাঘব। কেন কর্‌বি নে রাক্ষসী? সে যদি বিজয়নগরের অন্ন-জলের বিনিময়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে পারে, তবে তুই কেন তার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত কর্‌তে পার্‌বি না?

দামিনী। কেন পার্‌বো না? যদি নারী হ'য়ে জন্মাতে, বুঝ্‌তে পার্‌তে নারীর অন্তরের ভাষা। জন্মের সম্বন্ধ নয়—রক্ত-মাংসের আকর্ষণ নয়, তবু এ এমন বন্ধন যে, জগতের কোন প্রলোভনেই একে ছিন্ন করা যায় না। স্বামীকে হত্যা করা তো দূরের কথা, আমার মনে হয়, তার একগাছি কেশ ছিন্ন হবার পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

রাঘব। যে স্বামী তোকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখে, তার উপরও তোর এত ভালবাসা?

দামিনী। হ্যাঁ, এত ভালবাসা। তুমি এর কি বুঝ্‌বে দাদা! আমি প্রয়োজন হ'লে তোমার মৃত্যু দেখ্‌তে পারি, কিন্তু স্বামীর একটু অমঙ্গল চিন্তাও কর্‌তে পারি না।

রাঘব। দামিনী!

দামিনী। যাও দাদা, যাও! আমার ভয় হ'চ্ছে, আর বেশী উত্তে-জিত কর্‌লে আমি হয় তো তোমাকে বন্দী কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না।

রাঘব। তা হ'লে তোর ঐ দগ্‌দগে সিঁথির সিঁদুর আজই আমি মুছে ফেলে দেবো।

দামিনী। দাদা!—

রাঘব। বন্দী কর! কর বন্দী, দেখি কেমন তুমি মহারাণী আর আমিই বা কেমন রাঘব রায়!

দামিনী। কেন অবুঝ হ'চ্ছো দাদা? আমি তোমার ছোট বোন—তোমার স্নেহের পুত্তলিকা—আজ আমি বিজয়নগরের রাজরাজেশ্বরী; আমার এত ঐশ্বর্য্য, এত সুখ, এমন অপরিসীম মান-মর্য্যাদা, এ দেখে কি তোমার আনন্দ হ'চ্ছে না?

রাঘব। আনন্দ হ'চ্ছে না দামিনী? আমার নৃত্য কর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে; আরও আনন্দ হবে, যখন দেখ্‌বো আলুলায়িতকেশে শুভ্র বসন পরিধান ক'রে তুই দেবরায়ের শ্মশানে দাঁড়িয়ে—

দামিনী। [সগর্জ্জনে] দাদা!—

রাঘব। অস্ত্র নে দামিনী! যে স্বামী তোর মুখের দিকে চায় না, তার তাজা রক্তে স্নান কর্‌বি আয়!

দামিনী। তার চেয়ে আমি তোমার তাজা রক্তে স্নান কর্‌বো। কে আছ?

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাণী! আপনার পিতা বন্দী।

দামিনী। বন্দী! কোথায়? কে বন্দী কর্‌লে?

দূত। একৃমা নায়কের পুত্রবধূ।

দামিনী। বল কি? মহামান্য জগরায় একটা নারীর হাতে বন্দী? যাও—শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও। দাদা! এখনো তুমি নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ? শীঘ্র যাও, যেমন ক'রে হোক্ তাঁকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসো। [দূতের প্রস্থান।

রাঘব। কোন প্রয়োজন নেই।

দামিনী। প্রয়োজন নেই? পিতা বন্দী, তুমি তার কোন প্রতিকার কর্‌বে না?

রাঘব। না; বরং ভগবানকে প্রাণ ভ'রে ধন্যবাদ দেবো যে মদমত্ত মাতঙ্গ আজ শৃঙ্খলিত। এই উত্তম সুযোগ! এইবার—

[প্রস্থান।

দামিনী। একটা স্ত্রীলোকের হাতে মহামান্য জগন্নাথ বন্দী! দেখি, মহারাজ যদি এর প্রতিকার না করেন, আমি নিজেই অস্ত্রধারণ কর্‌বো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

গিরিমর্দ্দন।

গিরিমর্দ্দন। তাই তো, এ আমায় কোথায় রেখে গেল বল দিকিন্? এমন বিশ্রী ঘর তো দেখি নি বাবা! আর কি ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উঠ্‌ছে! একটা লোকও তো ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে না! ব্যাটারা সব মরেছে না কি? এই—কে আছিস্, তামাক নিয়ে আয়! না — কেউ সাড়া দেয় না, ব্যাটাদের সব কচুকাটা কর্‌বো।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, আরও কোথায় যেতে হবে কে জানে? ভগবান্! তুমি সব দেখ্‌ছো তো? এত অবিচার

এমন বিশ্বাসঘাতকতা তুমি সইতে পার্ছো? যার ঘর, যার মাটি, সেই আজ বন্দী, আর একটা বন্য শৃগাল তার বুকের উপর ব'সে সদর্পে আস্ফালন কর্ছে! তবু বজ্রাঘাত হ'চ্ছে না, ভূমিকম্পে পৃথিবীটা ন'ড়ে উঠ্ছে না! একবার কি ছাড়া পাই না? কোন্ দিকে পথ, কোন্ দিকে? [সহসা গিরিমর্দ্দনকে দেখিয়া] কে?

গিরিমর্দ্দন। তামাক নিয়ে আয়—

শঙ্কর। কে তুমি?

গিরিমর্দ্দন। আগে তামাক নিয়ে আয়—

শঙ্কর। মানুষ না প্রেত? কোথা থেকে এসেছ তুমি? কি নাম তোমার?

গিরিমর্দ্দন। ওঃ, ভারী কুটুম্বিতে দেখ্ছি—"কি নাম তোমার?" আমি রাজার বাবা, তা জানিস্? তামাক আন্বি তো আন্, নইলে কচুকাটা কর্বো—

শঙ্কর। এ একটা উন্মাদ দেখ্ছি!

গিরিমর্দ্দন। খবরদার উন্মাদ বলিস্ নি, আমার ছেলেকে ব'লে তোকে শূলে চড়াবো।

শঙ্কর। কে তোমার ছেলে?

গিরিমর্দ্দন। হুঁ—হুঁ, আমার ছেলে দেবরায়।

শঙ্কর। সে কি? দেবরায়ের পিতা তুমি? তুমি এখানে কেন?

গিরিমর্দ্দন। সেইটেই তো বুঝ্তে পাচ্ছি না; এত জায়গা থাক্তে এই অন্ধকার ঘরে আমায় থাক্তে দিলে কেন? বেইমশায় কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্ছে না কি?

শঙ্কর। তাই বটে বৃদ্ধ! জগরায় যখন তোমাকে একবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, তখন এ জীবনে আর তোমার ফিরে যেতে হবে না।

গিরিমর্দ্দন। এঁ্যা, এটা কারাগার? বল কি ছোক্‌রা? তা কি হয়? শুধু শুধু আমায় কয়েদ কর্‌বে কেন?

শঙ্কর। তা না হ'লে যে দেবরায়ের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। দেবরায় রাজা, আর তুমি একটা চাষা—

গিরিমর্দ্দন। তা ব'লে ছেলে বাপকে বাপ ব'লে ডাক্‌বে না? তাকে গারদখানায় আট্‌কে শুকিয়ে মার্‌বে? কত দূর থেকে আমি ছুটে এসেছি; রোদ মানি নি, বৃষ্টি মানি নি, পায়ে কত কাঁটা ফুটেছে—তোল্‌বার সময় পাই নি, আর আমার ছেলে আমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌লে না! তুমি ঠিক বলেছ; আমায় বাপ বল্‌তে তার লজ্জা হয়, আমি সাম্‌নে গেলে তার অপমান হয়। আমি চাষা, আর সে রাজা—

[বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া দরদরধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।]

শঙ্কর। শুধু তুমি নও বৃদ্ধ, সবার সঙ্গেই সে এম্‌নি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

গিরিমর্দ্দন। এমন ছেলে আমার? কেন তাকে আঁতুড়-ঘরে স্তন খাইয়ে মারি নি? কেন গলা টিপে ঠাণ্ডা ক'রে দিই নি? একবার দোরটা খুল্‌তে পার দাদা? আমি একবার তার সাম্‌নে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌বো, তার বাপ আমি না আর কেউ? তারপর যে পথে এসেছি, সেই পথে ফিরে যাবো। চাই না আমার রাজভোগ, চাই না আমার জগৎজোড়া মান; এর চেয়ে অনেক ভাল আমার সেই কুঁড়ে ঘর, সেই ঢেউখেলানো ধানের ক্ষেত, সেই মোটা ধানের ফেন ভাত। খোল—দোর খোল—

শঙ্কর। হায় বৃদ্ধ, শত চেষ্টা কর্‌লেও এ নির্ম্মম দ্বার খুল্‌বে না।

গিরিমর্দ্দন। তবে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল, নয় তো আগুন ধরিয়ে দাও! যাক্—পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্! যে রাজ্যি পেয়ে ছেলে বাপকে ভুলে যায়, তাকে গুঁড়ো ক'রে ধুলোয় মিশিয়ে দাও।

রঙ্গরায়ের প্রবেশ।

রঙ্গরায়। তবু সে আপনার হবে না বৃদ্ধ! সংসারে কাউকে সে আপনার কর্‌তে পারে নি; তুমি জন্মদাতা পিতা, তুমিও তার শত্রু।

গিরিমর্দ্দন। তুমি আবার কে?

রঙ্গরায়। ছিলাম রাজা, আজ তোমারই পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দী।

গিরিমর্দ্দন। এমন ছেলে, একবার দেখা কর্‌লে না! আমি চাষা ব'লে একটিবার চোখের দেখা দিলে না! তার মা যদি আস্‌তো, বোধ হয় তার চুলের মুঠি ধ'রে আছ্‌ড়ে মার্‌তো।

রঙ্গরায়। কেন কাঁদো? কার জন্য কাঁদো বৃদ্ধ? সংসারে সবাই পর—সবাই শত্রু। আমি একজন নিজের মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলে দিয়েছি, পরের জন্য বিনিদ্র নিশায় কত দুঃস্বপ্ন দেখেছি, আজ তারা আমার কেউ নয়; প্রয়োজন হ'লে আমার এই দুঃখদীর্ণ দেহ তারাই বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে যাবে। ভুলে যাও ছেলের কথা—ভুলে যাও আত্মীয় স্বজনের মুখ। এই অন্ধকার কারাগারে তোমার সারাজীবনের সঙ্গী আমি; মনে কর আমিই তোমার পুত্র।

গিরিমর্দ্দন। তুমি রাজা—তুমি রাজরাজেশ্বর! হও তুমি বন্দী, নাই থাক্ তোমার রাজ্যিপাট, তবু আমি বল্‌ছি—তুমি রাজা। দেবরায় আমার ছেলে নয়—আমার কেউ নয়, সে মাটি ফুঁড়ে পৃথিবীতে এসেছে। সে মরুক্! যে রাজ্যি পেয়ে সে বাপকে ভুলে যায়, সেই রাজ্যি তাকে কাল-সাপ হ'য়ে ছোবল মারুক্।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। পিতা!

রঙ্গরায়। পুত্র! বড় কষ্ট হ'চ্ছে?

শঙ্কর। না পিতা, আমার কোন কষ্ট নেই। সংসারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পিতা মাতা যার চোখের সম্মুখে অহঃরহ বিদ্যমান, তার কোন অভাব নেই পিতা! আমায় বিশ্বাস করুন, এ অবস্থায় আমি খুব সুখে আছি।

রঙ্গরায়। সুখে আছ? তাই বটে শঙ্কর! রাজবংশধর তুমি, তোমার আহার্য্য আজ কদর্য্য পর্য্যুষিত অন্ন, শয্যা এই কঠিন কঙ্করময় গৃহতল, পরিচ্ছদ এই শতছিন্ন মলিন বসন, তবু সুখে আছ! সুখে না থেকেই বা কর্‌বে কি? কার অভিশাপে এই ভাগ্যহীনের ঘরে জন্মেছ তুমি? এ জন্ম তো এইভাবে গেল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, পরজন্মে যেন তোমার দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্ম হয়।

শঙ্কর। পিতা! স্থির হোন্—

রঙ্গরায়। স্থির হবো শঙ্কর? কেমন ক'রে স্থির হবো বল? দুঃখ কি একটা? তুই বন্দী, তোর মা বন্দী, রামরায়ের পবিত্র বংশ নির্মূল হ'তে বসেছে, আমার প্রাণাধিক প্রজাগণ দেবরায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে, একটা বোন্ ছিল—সেও হয় তো কালের কবলে নীরব নিথর। যেদিকে চাই, শুধু শূন্যতার হাহাকার—শুধু বিষাদের তপ্ত নিঃশ্বাস! ওঃ—

নর্ম্মদার প্রবেশ।

নর্ম্মদা। এ দিন থাক্‌বে না রাজা! একমা নায়ক নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার কর্‌বেন।

রঙ্গরায়। উদ্ধার কর্‌বে? কবে? কখন? সত্যই কি এমন সুদিন আস্‌বে? আবার তোমাদের মলিন মুখে হাসি ফুটবে, এই বন্দীশালার অন্ধকার দীপালোকে উদ্ভাসিত হবে?

নর্ম্মদা। হবে—নিশ্চয়ই হবে, নইলে ভগবান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা! স্থির হও মহারাজ! কেন তুমি অমন পলে পলে শুকিয়ে যাচ্ছ? দেখ দেখি, সোণার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে—চক্ষু কোটরে ঢুকেছে, অমন কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ অর্দ্ধশুক্ল—ধূলিধূসরিত। মহারাজ—

রঙ্গরায়। নর্ম্মদা! বুকটা চেপে ধর তো, বড় ব্যথা—বড় ব্যথা!

শঙ্কর। কেন আপনি ভাব্‌ছেন পিতা? এ দিন এভাবে যাবে না, আবার আমাদের সব হবে।

রঙ্গরায়। আবার সব হবে? আবার আমি রাজা হবো, প্রজারা জয়ধ্বনি দেবে, বন্দীরা গুণগান করবে, শত্রুরা মূর্চ্ছিত হবে? মুখে উঠ্‌বে রাজভোগ, পরিধানে মণিময় পরিচ্ছদ, মাথায় মুকুট, গলায় মাণিকমালা, আবার সব হবে? বিজয়নগরের রাজপথ আবার রামরায়ের বংশের জয়গানে মুখরিত হবে? দুরাশা—দুরাশা!

শঙ্কর। দুরাশা নয় পিতা, এ সত্য। আমি যদি একবার বাইরে যেতে পারি, এ সিংহাসন আমি যেমন ক'রে পারি অধিকার কর্‌বো।

রঙ্গরায়। তোমার মঙ্গল হোক্, তোমার—[কাসিতে কাসিতে মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল।]

শঙ্কর। এ কি! রক্ত!

নর্ম্মদা। মহারাজ! মহারাজ! হা ঈশ্বর, এ কি কর্‌লে! এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের একটু শান্তি দেবে না? আমরা এতই কি পাপ করেছি? মহারাজ—

রঙ্গরায়। কেন কাঁদ অভাগিনী? সুযোগ পেয়ে মৃত্যু তার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। পাঠাবে না? অনাহার—অনিদ্রা—দুশ্চিন্তা-বিষের জ্বালা—এই নির্ব্বাত অন্ধকারে পঙ্গুর মত জীবনযাপন, এতেও মৃত্যু আস্‌বে না?

শঙ্কর। পিতা—

রঙ্গরায়। চুপ কর্ শঙ্কর! এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা ব'য়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয় বাবা? আনন্দ কর্—আনন্দ কর্—[কাসিতে লাগিলেন।]

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। মহারাজ—মহারাজ!

রঙ্গরায়। কে মহারাজ ব'লে ডাক্‌ছে? এ রাজ্যে এমন কি আমার কেউ আছে?

রাঘব। আর কেউ না থাক্‌লেও আমি আছি, আর আছেন একমা নায়ক।

রঙ্গরায়। এঁ্যা, তুমি রাঘব রায়? কেমন ক'রে এখানে প্রবেশ কর্‌লে?

রাঘব। সে অনেক কথা মহারাজ, বল্‌বার সময় নেই; শীঘ্র আসুন, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌বেন না—

নর্ম্মদা। পদ্মিনী বেঁচে আছে তো?

রাঘব। নিশ্চিন্ত হোন্ মহারাণী, যম তাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে নি।

রঙ্গরায়। রাঘব! তোমার পিতা আমার প্রতি যে অবিচার করেছেন, তুমি তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তুমি আমার পদ্মিনীকে রক্ষা করেছ, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে এসেছ। বন্ধু! যদি একটীবার আমায় পদ্মিনীকে দেখাতে পার্‌তে—

রাঘব। যদি দেখ্‌তে চান, আর বিলম্ব কর্‌বেন না মহারাজ! আসুন, আমি প্রহরীদের মদ্যপানে বিভোর ক'রে রেখে এসেছি, তারা জেগে উঠ্‌লে আর আপনাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না।

শঙ্কর। পিতা! কেন আর বিলম্ব কর্‌ছেন? নিজের প্রাণ তুচ্ছ

ক'রে এই মহাপুরুষ আমাদের মুক্তি দিতে এসেছে ; এর এতখানি আত্ম-ত্যাগ নিষ্ফল করবেন না।

নর্ম্মদা। 'কি ভাবছো ? ভাবনার কি আছে আর ? এসো রাজা, এসো—

রঙ্গরায়। চুপ ! ওই শোন—

গীতকণ্ঠে বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ।—

গীত ঃ

ওরে মরণপথের যাত্রী !
মরিস্ নে তুই পথ খুঁজে আর, সাম্‌নে চিররাত্রি ॥

[নর্ম্মদা নিবিড়ভাবে রঙ্গরায়কে জড়াইয়া ধরিলেন, রাঘব ও শঙ্কর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল ; রঙ্গরায় মৃদু মৃদু কাসিতে লাগিলেন।]

বিষাণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ঃ

তোর জীবন-আলোর কূল ছাপিয়ে আস্‌ছে অন্ধকার,
চোখের পরে সকল ঘরের হ'লো বন্ধ দ্বার,
মিছে রে তোর পালিয়ে ফেরা, চারিধারে যমের ঘেড়া,
কোল পেতে ওই ব'সে আছে জননী জগদ্ধাত্রী।

[প্রস্থান।

রঙ্গরায়। রাঘব ! শুনছো রাঘব ! মৃত্যুর ডাক এসেছে, পালাবার পথ নেই।

নর্ম্মদা। না রাজা, তুমি চল; আমাদের সকলের সেবায় তুমি নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

রঙ্গরায়। একবার তো পালিয়েছিলাম রাণী, কি ফল হ'লো বল দেখি? এ বড় লজ্জার কথা রাঘব! রাজা হ'য়ে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে এই ভাল বন্ধু! তুমি এদের নিয়ে যাও রাঘব, আমি এখানে ব'সে ভগবানের বিচার প্রতীক্ষা কর্‌বো।

নর্ম্মদা। মহারাজ! তুমি যদি না যাও, আমায় যেতে আদেশ ক'রো না; আমি তোমার সঙ্গে এই নির্ব্বাত কারাগারে চিরদিন আবদ্ধ থাক্‌বো, তবু তোমাকে ত্যাগ ক'রে স্বর্গেও যেতে পার্‌বো না।

রঙ্গরায়। শঙ্কর! তবে, তুমি রাঘবের সঙ্গে যাও।

শঙ্কর। আপনারা থাক্‌বেন কারাগারে, আর আমি নেবো মুক্তি?

নর্ম্মদা। তুই যে পুত্র! যত দুঃখ আমাদের জন্য সঞ্চিত থাক্, তবু তুই সুখী হ'।

রঙ্গরায়। শঙ্কর! আমি তো চলেছি! রাজসিংহাসন আমি যে আবার অধিকার কর্‌বো, সে আশা দুরাশা। যদি তুমি বেঁচে থাকো, হয় তো একদিন সিংহাসন লাভ কর্‌তে পার্‌বে। রামরায়ের বংশের আর কেউ বেঁচে নেই; সেই মহাপুরুষের বংশ রক্ষা কর্‌বার জন্য তোমাকে বাঁচ্‌তে হবে পুত্র!

শঙ্কর। পিতা!—

নর্ম্মদা। যাও পুত্র, যাও। তুমি যেদিন রাজা হবে, সেদিন এ কারাগারের দ্বার আপনি খুলে যাবে, সেদিন আর আমাদের চুরি ক'রে পালাতে হবে না—সেদিন দেশের অসংখ্য প্রজা আমাদের মুক্তির রথ টেনে নিয়ে আস্‌বে; আমরা সেই শুভদিনের আশায় এই কারাগারে অপেক্ষা কর্‌বো। এ চুরি করা মুক্তির চেয়ে সে মুক্তি হবে অনেক সুখের।

শঙ্কর। তবে তাই হোক্ মা, তোমাদের আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। শোকে দুঃখে মরণাপন্ন তোমরা, তবু আমি পাষাণে বুক বেঁধে তোমাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি; পিতা-মাতার অশেষ ঋণ একটুও পরিশোধ কর্‌বার অবসর আমায় দিলে না। যাবার সময় আমি ব'লে যাচ্ছি—এই সিংহাসন আমি একদিন অধিকার কর্‌বোই; ততদিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তোমরা বেঁচে থাক্‌বে—সন্তানের এই শেষ প্রার্থনা।

রাঘব। এসো—এসো কুমার! কেন বিলম্ব কর্‌ছো?

রঙ্গরায়। রাঘব! এই হয় তো আমাদের শেষ দেখা। মরি তাতে দুঃখ ছিল না, দুঃখ এই, শত্রুর কোপানলে শঙ্করও হয় তো ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে, পৃথিবীর বুক থেকে রামরায়ের বংশের ধারা মুছে যাবে। আর একটা দুর্ভাবনা পদ্মিনীর জন্য। রাঘব! তোমাকে আর কি বল্‌বো রাঘব, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ; যদি পার, তুমি আমার বোন্‌টীর শুভাশুভের দায় গ্রহণ ক'রো রাঘব!

শঙ্কর। পিতা! আসি তবে—

রঙ্গরায়। কাঁদিস্ নে—কাঁদিস নে শঙ্কর! কাঁদ্‌বার অনেক সময় আছে। পিতা হ'য়ে আমি তোমায় কিছুই দিতে পারি নি, শুধু দিয়ে যাচ্ছি আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ। যদি তুমি বেঁচে থাকো, যদি তুমি রাজা হও, একমা নায়কের বংশের সঙ্গে রামরায়ের একটা যোগসূত্র বেঁধে দিও। এই দুই বংশের রক্ত মিশ্রিত হ'লে আবার বিজয়নগর নন্দন-কাননে পরিণত হবে।

শঙ্কর। মা—

নর্ম্মদা। বাবা আমার—গোপাল আমার—[বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন] তুমি রাজা হও—তুমি রাজরাজেশ্বর হও!

[রাঘব ও সাশ্রুনয়নে শঙ্করের প্রস্থান।

রঙ্গরায় । আশার শেষ—আশার শেষ—[কাসিতে লাগিলেন ।]

[রঙ্গরায়কে ধরিয়া লইয়া নর্ম্মদার প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাজসভা ।

দেবরায় ও পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ ।

দেবরায় । অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য সব ! বৃথাই তোমরা ব'সে ব'সে রাজভাণ্ডারের অর্থ শোষণ কর্‌ছো ! এখনও একৃমা নায়কের জীর্ণ কুটীর পুড়িয়ে সমভূমি কর্‌তে পার্‌লে না ! বুঝেছি, তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক !

পৃথ্বী । বিশ্বাসঘাতক আমরা ? রাজা ! আমাদের বিশ্বাসঘাতক বল্‌তে পারে রঙ্গরায়, আপনি নন্‌ ।

দেবরায় । তা হ'লে রঙ্গরায়ের অশ্রুজল দেখে রাজাদেশ ভুলে গেছ !

পৃথ্বী । তা যদি হ'তো রাজা, তা হ'লে রঙ্গরায় আজ সপরিবারে কারাগারে জীবনযাপন কর্‌তো না । কতটুকু অশ্রুজল আপনি দেখেছেন মহারাজ ? আমি দেখেছি তার দরবিগলিত অশ্রুধার ! পায়ের তলায় যোজন বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপর অনলবর্ষী আকাশ, সম্মুখে মুমুর্ষু ভগিনীর অচেতন দেহ ! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিন তিনটে প্রাণী মৃতপ্রায় ! রঙ্গরায়ের সেই মর্ম্মভেদী দুর্দ্দশা দেখ্‌লে পাষাণও বিগলিত হয়, কিন্তু আমি একটুও টলি নি ; যমের মত নিষ্ঠুর হ'য়ে রাজাদেশ পালন্‌ করেছি, রাজাদেশ আমাদের কাছে এতই মূল্যবান ।

দেবরায়। তবে কি আমায় এই বিশ্বাস করতে হবে যে, জগরায়ের মত বীর সত্যসত্যই একটা নারীর হাতে পরাজিত—বন্দী?

পৃথ্বী। বিশ্বাস না হয়, নিজে গিয়ে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন! যদি একা তার সম্মুখে গিয়ে শত্রুভাবে দাঁড়ান, আর আপনাকে ফিরে আসতে হবে না।

দেবরায়। তোমার স্ত্রীর দেহ কি লৌহ দিয়ে গড়া?

পৃথ্বী। না মহারাজ, ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে গড়া, কিন্তু তার মনটা বজ্রের মত কঠোর। আপনি যদি তার শিরশ্ছেদ করেন, সে ছিন্ন শির দিয়েই আপনাকে দংশন করবে। মহারাজ! এমন স্ত্রী কেউ কখনো পায় নি।

দেবরায়। তবে তাকে ত্যাগ করেছ কেন?

পৃথ্বী। আমি ত্যাগ করি নি মহারাজ, সেই আমাকে ত্যাগ করেছে।

দেবরায়। কারণ?

পৃথ্বী। কারণ আমি দেশদ্রোহী—পিতৃদ্রোহী।

দেবরায়। তুমিই বা পিতৃদ্রোহী হ'তে গেলে কেন?

পৃথ্বী। মহারাজ! পিতার গৃহে আমার স্ত্রী দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, আমার কচি মেয়েটা ক্ষুধার জ্বালায় নীরবে কেঁদে মরে, এ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার জীবনের একটা সাধ, আমার স্ত্রীকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত ক'রে দেখ্‌বো।

দেবরায়। তুমি নির্ব্বোধ, নিজের স্ত্রীকে বশীভূত করতে পার না?

পৃথ্বী। হয় তো পারতাম, বাদী হ'চ্ছেন আমার পিতা।

দেবরায়। তাকে বন্দী কর—হত্যা কর—

পৃথ্বী। রাজা!

দেবরায়। শোন পৃথ্বীনায়ক! তোমার পিতা শুধু আমার শত্রু

নয়, তোমারও শত্রু। আমি তাকে দমন করবো—তার উদ্ধত মস্তক ধূলায় মিশিয়ে দেবো; আর আমার এ অভিযানের প্রধান পরিচালক হবে তুমি।

পৃথ্বী। আমি?

দেবরায়। হ্যাঁ—তুমি।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ! বন্দী শঙ্কর রায় কারাগার থেকে পালিয়েছে।

দেবরায়। পালিয়েছে? এতগুলো রক্ষীর কড়া প্রহরায় মধ্য থেকে বন্দী পালিয়ে গেল?

রক্ষী। মহারাজ-

দেবরায়। যাও—যাও, দূর হও! যদি বন্দীকে না পাওয়া যায়, আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো।

[সভয়ে রক্ষীর প্রস্থান।

দেবরায়। এও সেই একমা নায়কের ষড়যন্ত্র। পৃথ্বীনায়ক! সৈন্য-চালনা কর। আমি এই একমা নায়ককে এমন শাস্তি দেবো, যা দেখে সমস্ত বিজয়নগর থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠবে। সাজাও সৈন্য—চালাও আগুনের গোলা—বাজাও রণভেরী! না- আগে রঙ্গরায়কে সপরিবারে টেনে নিয়ে এসো, আগে তার দণ্ডবিধান করি, তারপর—তারপর—

পৃথ্বী। আরও দণ্ড মহারাজ? অনাহারে অনিদ্রায় যে ভাগ্যহীন মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর কি দণ্ড দেবার আছে রাজা? দু'দিন অপেক্ষা করুন, যম এসে তাকে চরম দণ্ড দিয়ে যাবে।

দেবরায়। তোমার আবার এত দয়া কেন পৃথ্বীনায়ক? স্বার্থের জন্য যে নিজের পিতাকে ত্যাগ করতে পারে, তার আবার ধর্ম্মজ্ঞান!

তোমরা অর্থের দাস, অর্থের জন্য কুক্কুরের মত গলিত কুষ্ঠরোগীর পদলেহন কর্‌তে পার—তুমি আর জগরায়।

পৃথ্বী। রাজা!

দেবরায়। জগরায় বরং তার কন্যার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, কিন্তু তোমার তো কোন অনিষ্ট করে নি! অর্থের লোভে শত্রুতাই যদি করেছ, আজ আবার দয়ার অভিনয় কেন?

পৃথ্বী। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ রাজা! এ আমার অভিনয়। আমার প্রাণে দয়া থাক্‌তে নেই। আজ আমি দু'কূল হারিয়ে ব'সে আছি। তোমার জন্য স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়েছি, পিতার ত্যজ্যপুত্র হয়েছি, আমার গৃহের দ্বার আমার কাছে চিররুদ্ধ। তা যদি না হ'তো দেবরায়, তা হ'লে—না, বল কি কর্‌তে হবে? রঙ্গরায়কে হত্যা কর্‌বো? নিজের স্ত্রী-কন্যাকে বেঁধে এনে তোমার সম্মুখে বলি দেবো, না পিতার ছিন্ন শির এনে তোমায় উপহার দেবো?

দেবরায়। আগে মাণিকমালা নিয়ে এসো, তারপর অন্য কথা।

পৃথ্বী। তাই যাচ্ছি রাজা! মাণিকমালা আন্‌তে পার্‌বো কি না জানি না, তবে রাজাদেশ পালন কর্‌তে যদি আমার স্ত্রী-কন্যাকে হত্যা কর্‌তে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হবো না।

[প্রস্থান।

দেবরায়। তুচ্ছ এ রাজত্ব, তুচ্ছ এই ঐশ্বর্য্যসম্ভার! একটা নারীর হাতে রাজশক্তির এই লাঞ্ছনা, অথচ এখনো সে পৃথিবীর বুকে সদর্পে বিচরণ কর্‌ছে। আমি একবার দেখ্‌বো, কত বড় শক্তিমতী এই নারী—

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। সে শক্তি কি আছে তোমার? তা যদি হ'তো, তা হ'লে

এখনো স্থাণুর মত নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে না। মহামান্য জগরায় একটা নারীর হাতে বন্দী, পর্ণকুটীরে ব'সে একটা অবলা নারী বিজয়-নগরের রাজশক্তিকে থুৎকার দিচ্ছে, আর তুমি রাজা, নিশ্চিন্ত আরামে সিংহাসনে ব'সে দিবা-স্বপ্ন দেখ্‌ছো!

দেবরায়। যাও—যাও, রাজার কর্ত্তব্য রাজা বুঝ্‌বে, তুমি এর মধ্যে কথা কইবার কে?

দামিনী। আমি কথা কইবার কে?

দেবরায়। হ্যাঁ, তোমাদের কর্ত্তব্য এর পরে; পুরুষ যখন মর্‌বে, তখন তোমরা নারীর জাত প্রাণপণে আর্ত্তনাদ কর্‌বে।

দামিনী। যাক্; আমি জিজ্ঞাসা করি, পিতার এ লাঞ্ছনার প্রতিকার হবে কি না?

দেবরায়। তাতে যদি আমার প্রাণ দিতে হয়?

দামিনী। দেবে।

দেবরায়। ওঃ, আমার প্রাণের চেয়ে তার প্রাণটা বেশী মূল্যবান্, কেমন? আমি চাষার ছেলে ব'লে আমার মাথাটা কাণাকড়ির মূল্যে বিকিয়ে যাবে, আর তার মাথাটার দাম হবে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা! বাঃ রে সহধর্ম্মিণী!

দামিনী। রাজা!

দেবরায়। যাও নারী, যাও! একবার কারাগারে গিয়ে নর্ম্মদাকে দেখে এসো,—আর যদি পার, তার চরণামৃত পান ক'রে এসো, তোমার নারীজন্ম কৃতার্থ হ'য়ে যাবে।

দামিনী। যত ইচ্ছা আমাকে তিরস্কার কর, আমি একটা কথাও কইবো না; আমি শুধু বিজয়নগরের রাজশক্তিকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি, আমার পিতার উদ্ধার হবে কি না?

দেবরায়। যদি না হয় ?

দামিনী। তা হ'লে আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তোমার এ রাজত্ব আমার পিতারই অনুগ্রহের দান, তাঁরই একান্ত যত্নে তুমি আজ সিংহাসনে ব'সে তাকেই অবহেলা করতে শিখেছ !

দেবরায়। তুমি ভুল বুঝেছ নারী ! তোমার পিতা এ সিংহাসন আমার জন্য অধিকার করেন নি, করেছেন তোমার জন্য। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তে এসে সিংহাসনে উপবেশন কর, তারপর আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা ব'লো। আমি যতক্ষণ সিংহাসনে ব'সে থাকবো, ততক্ষণ তুমি থাকবে আমার দাসী।

দামিনী। আমায় ক্ষমা কর রাজা, আমি পিতার ভাবনায় উন্মাদিনী।

দেবরায়। যাও, কোন চিন্তা নেই ; আমি প্রাণ দিয়েও তোমার পিতাকে উদ্ধার করবো।

দামিনী। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

দেবরায়। নর্ম্মদাও স্ত্রী, আর এও স্ত্রী !

কর্ত্তিতনাশা গয়ারামের প্রবেশ।

গয়ারাম। ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ---[নাক ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

দেবরায়। কি গয়ারাম, কাঁদছো কেন ?

গয়ারাম। ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ, ওরে বাবা রে—আমার এ কি হ'লো রে ?

দেবরায়। আঃ ! কি হয়েছে, তাই বল না ?

গয়ারাম। হবে আর কি মাথামুণ্ডু ? ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ—

দেবরায়। দূর হও অপদার্থ !

গয়ারাম। বেশ বিচার তো ? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর !

দেবরায়। এ কি! তোমার নাক কাটলে কে?

গয়ারাম। শুধু কি আমার কেটেছে মশায়! যতগুলো লোক জগ-রায়ের সঙ্গে গিয়েছিল, সবারই এই দশা করেছে। কারও নাক গেছে, কারও কান গেছে, কারও মাথা মুড়িয়ে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দিয়েছে।

দেবরায়। কে?

গয়ারাম। আবার কে? পৃথ্বীনায়কের সেই খাণ্ডারণী বউটা। হায়-হায়-হায় রে, আমি কি কর্‌বো? সব কথাই যে নাক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! ওগো, আমার এ কি হ'লো গো?

দেবরায়। যাও—যাও, দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। নারীর হাতে লাঞ্ছিত হ'য়ে আবার আমার কাছে বিলাপ কর্‌তে এসেছ?

গয়ারাম। আপনি একবার গিয়ে দেখুন না মজা! আমরা তবু নাক কান দিয়ে এসেছি, আপনি হ'লে মাথাটাই দিয়ে আস্‌তেন। ছোটেলালের মামাতো ভাইকে একটা চাঁটি মেরেছিল, তার মাথাটা ফুটো হ'য়ে ভল্‌ভল ক'রে ঘি বেরিয়ে পড়েছে; বটুকচাঁদের সুমুন্দিকে একটা ঘাড়ধাক্কা দিয়েছিল, সে তাল সাম্‌লাতে না পেরে তুঙ্গভদ্রার জলে খাবি খাচ্ছে।

দেবরায়। জগরায় কোথায়?

গয়ারাম। তার ছাল ছাড়িয়ে নেবার জোগাড় হ'চ্ছে। আর আপনাকে পেলে কি কর্‌বে জানেন? সে বলেছে, এক লাথিতে আপনার বত্রিশটে দাঁত ভেঙ্গে দেবে—

দেবরায়। [দৃঢ়স্বরে] গয়ারাম!

গয়ারাম। আমাকে খিঁচুলে কি হবে মশায়? আমি কি আর দাঁত ভাঙ্গতে চাচ্ছি? সে যদি একবার পায়—

দেবরায়। চুপ, আমায় ভাব্‌তে দাও।

গয়ারাম। ভাব্‌বেন আর কি ছাই? মাণিকমালা চাইতে কি বললে

জানেন? বলে—চাষার আবার মাণিকমালা কি হবে? মাণিকমালার বদলে জুতোর মালা দেবো।

দেবরায়। এ কথা পৃথ্বীনায়কের স্ত্রী বল্‌লে?

গয়ারাম। বল্‌লে না? বিশ্বাস না হয়, গোবরার বাপকে জিজ্ঞেস করুন। মশায় গো মশায়, সে কি মানুষ! তালগাছের মত লম্বা, মাথাটা মস্ত পাহাড়ের মত, পাগুলো এক একটা থামের মত। সেই পা দিয়েই না কি আপনার দাত ভাঙ্গবে।

দেবরায়। ওঃ, এতগুলো শক্তিমান্ পুরুষ একটা নারীর হাতে লাঞ্ছিত! রাজশক্তিকে সে পদদলিত করেছে—রাজার প্রাপ্য মাণিকমালা অধিকার ক'রে বসেছে—মহামান্য জগরায়কে বন্দী করেছে--

গয়ারাম। তার উপর রাজার দাঁত ভাঙ্গ্‌তে চেয়েছে—

দেবরায়। প্রতিশোধ নাও; তোমাদের সে যে শাস্তি দিয়েছে, তার চেয়ে ভীষণ শাস্তি তাকে দাও। পার্‌বে না? সবাই একজোট হ'য়ে তাকে ছলে কৌশলে আমার কাছে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে না?

গয়ারাম। দেখি চেষ্টা ক'রে।

দেবরায়। যদি পার, তোমাদের সম্মুখে আমি তাকে চরম শাস্তি দেবো। নারীর এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য কর্‌বো না। পুরুষ চিরদিন নারীর মাথার মণি হ'য়ে থাক্‌বে, নারী থাক্‌বে তার পায়ের তলায় ক্রীতদাসীর মত নির্জ্জীব। [প্রস্থান।

গয়ারাম। হায়-হায় রে, আমি এখন কি কর্‌বো? ওরে আমার বাঁশীর মত নাক—আমার এত সাধের নাক, আমি কেমন ক'রে এ শোক ভুল্‌বো গো—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

একমা নায়কের গৃহ।

একমা নায়ক।

একমা। উদ্দেশ্য কি সফল হবে না? চন্দ্রগিরির রাজসিংহাসনে আবার কি রামরায়ের বংশধরকে বসাতে পার্‌বো না? তা হ'লে বৃথাই আমার রাজভক্তি, বৃথাই আমার এতদিনের সত্যের সাধনা! ভগবান্! হৃদয়ে শক্তি দাও, বাহুতে মত্ত হস্তীর বল দাও! আমার যা আছে, সর্ব্বস্ব নাও—কিছুই আমি চাই না; শুধু এই চাই, চন্দ্রগিরির রাজ-প্রাসাদ থেকে রাজবংশকে নির্ব্বাসিত ক'রো না। ঐ যে আমার অন্তর থেকে কে ডেকে বল্‌ছে—জয় হবে- জয় হবে, বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য আমার।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

শুধু এগিয়ে চল বীর।
পিছের কথা মিছে ভাবা, বৃথাই অশ্রুনীর॥
সাথে যদি কেউ না আসে চল্‌তে হবে একা,
থাক্‌বে শুধু ভগবানের নামটী বুকে লেখা,
ধূলো হবে পথের কাঁটা, ঘুচে যাবে মনের ঘা-টা,
মন্ত্রবলে লুটবে পায়ে হাজার শত্রুশির॥

[প্রস্থান।

একৃমা। আশীর্ব্বাদ কর দেবতা, যেন নিজের প্রাণ দিয়েও আমি রাজবংশের কল্যাণসাধন করতে পারি।

কিঙ্করীর প্রবেশ।

কিঙ্করী। বাবা! আপনি এসেছেন?

একৃমা। এ কি শুনছি মা? জগরায় তোমার হাতে বন্দী?

কিঙ্করী। হ্যাঁ বাবা, পাপিষ্ঠ জগরায় আমার হাত থেকে মাণিক-মালা ছিনিয়ে নিতে এসেছিল।

একৃমা। তুমি দাও নি তো?

কিঙ্করী। না বাবা, আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি রাজসম্পদ প্রবঞ্চকের হাতে তুলে দেবো না। জগরায় মনে করেছিল, আমি একা ঘরে অসহায়া অবলা নারী তার রক্তচক্ষু দেখে ভয়ে মূর্চ্ছিত হবো, তাই একদিন নিশীথ রাত্রে চোরের মত আমার কাছে এসে মাণিকমালা চাইলে; সে জানে না যে একাকিনী সহায়-সম্পদহীনা নারী হ'লেও আমি একৃমা নায়কের পুত্রবধূ।

একৃমা। শুধু পুত্রবধূ নও, তুমি আমার কন্যা—তুমি আমার জননী। তারপর, জগরায় তোমার উপর নির্য্যাতন করলে না?

কিঙ্করী। নির্য্যাতন করবার পূর্ব্বেই আমি তাকে বন্দী করেছি।

একৃমা। সাবাস্ বেটি! তবে আর ভয় নেই; কাল প্রভাতেই আমি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবো।

কিঙ্করী। কাল প্রভাতে? আপনার সৈন্য কই?

একৃমা। আমার সৈন্য চন্দ্রগিরির ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে, পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে; ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কথা কইতে পাচ্ছে না, এ দেশে রঙ্গরায়ের হাজার হাজার প্রজা নীরবে হাহাকার করছে।

আর এই একৃমা নায়ক শত সহস্রবার তাদের বিপদে বুক পেতে দিয়েছে, আজ তার আকুল আহ্বানে কি তারা সাড়া দেবে না?

কিঙ্করী। পুত্র যার বিদ্রোহী, অন্যের উপর তার কি জোর আছে বাবা?

একৃমা। জোর নেই? আমারই মায়ের সন্তান তারা—একই দেশের ফল-জল-শস্যে বর্দ্ধিত তারা, আমি মায়ের নামে তাদের আহ্বান কর্‌বো, তারা সাড়া দেবে না? দেবে—দেবে! তুই দেখিস্ কিঙ্করী! ছেলে আমার পর হয়েছে বটে, কিন্তু পর আমার আপন হবে। আঃ, এমন সময় ছেলের কথা কেন তুল্‌লি মা? একটা রাবণের চিতা এইখানে মাংস চর্ম্ম দিয়ে ঢেকে রেখেছি, কেন তাকে বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে দিলি বেটী? কে কার ছেলে? আমার ছেলে নেই। যাদের জন্য ছেলে আমার পর হয়েছে, তারা কি আজ আমার পুত্রের অভাব পূর্ণ কর্‌বে না?

অগ্রে গীতকণ্ঠে পদ্মিনী, পশ্চাতে রাঘব ও শঙ্করের প্রবেশ।

পদ্মিনী।—

গীত।

তুমি পরের তরে আপনহারা।
তাই পর এসেছে তোমার দ্বারে মুছিয়ে দিতে নয়নধারা॥
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে ছায়ার মত সাথী,
(তুমি) যেথায় যাবে আগে আগে ধর্‌বো মোরা বাতি,
জগৎ যদি তোমায় ভোলে, আমরা রবো চরণতলে,
ঘন মেঘে যদিও ঢাকে রবি শশী গ্রহ তারা॥

একৃমা। এ কে রাঘব?

রাঘব। মহারাজ রঙ্গরায়ের ভগিনী।

একৃমা। এঁ্যা—রঙ্গরায়ের ভগিনী? কেন মা তুমি পদতলে? তুমি আমার রাজার বংশধর, তোমায় আমি মাথায় ক'রে রাখ্‌বো। কিঙ্করী! ওর মুখ মুছিয়ে দে, বাতাস কর্ বেটী, বাতাস কর্।

কিঙ্করী। এসো বোন্ এসো; আমরা গরীব—আমরা অন্নবস্ত্রহীন, আমাদের এই ভাঙ্গা ঘরে কোথায় তোমায় রাখ্‌বো বোন? এসো—আমার বক্ষে এসো!

একৃমা। [শঙ্করের প্রতি] তুমি কে ভাই, ম্লানমুখে এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছ? আহা, বড় সুন্দর মুখখানি তো! কে তুমি মায়াবী, ভরা বসন্তের সমস্ত সুষমা অঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে দীনের কুটীরে এসে দাঁড়িয়েছ?

শঙ্কর। আমি ভাগ্যহীন মহারাজ রঙ্গরায়ের পুত্র।

একৃমা। রঙ্গরায়ের পুত্র?

রাঘব। হ্যাঁ সর্দ্দার! কারাগার থেকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি।

একৃমা। এসো—এসো আমার ভাঙ্গা ঘরের রাজ-অতিথি, আমার বাহুর বন্ধনে এসো। ওরে চন্দ্রগিরির প্রজাগণ! তোরা কে কোথায় আছিস্—ছুটে আয়, আজ আমার পাতার ঘরে চাঁদের হাট বসেছে। কিঙ্করী! মাণিকমালার মালিক পেয়েছি; নিয়ে আয় মাণিকমালা—নিয়ে আয় কুসুম-চন্দন, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে কুটীর মুখরিত কর্।

কিঙ্করী। এসো বোন্ আমার সঙ্গে।

[পদ্মিনীসহ প্রস্থান।

রাঘব। সর্দ্দার! কাল যুদ্ধ?

একৃমা। হ্যাঁ, কাল যুদ্ধ।

রাঘব। কাকে নিয়ে যুদ্ধ কর্‌বেন?

একমা। কেন? আমি আছি, তোমরা আছ, আর আছে আমাদের তরবারি।

রাঘব। সৈন্য কই?

একমা। মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌বে।

রাঘব। তাদের সৈন্যসংখ্যা কত জানেন?

একমা। জান্‌বার প্রয়োজন নেই যুবক! যত সৈন্যই তাদের থাক্, তারা যুদ্ধ কর্‌বে রাজ্যের জন্য, আমরা যুদ্ধ কর্‌বো প্রাণ দেবার জন্য। জয় হবে না? না হয় মর্‌তে তো পার্‌বে?

রাঘব। পার্‌বো।

একমা। তবে আর প্রশ্ন ক'রো না, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়; হয় পাতালে যাবে, না হয় স্বর্গে উঠ্‌বে, মাঝামাঝি পথ আমাদের জন্য নয়।

শঙ্কর। তা হ'লে আমার হাতে একখানা অস্ত্র দিন্ সর্দ্দার! আমি আজ হ'তে ক্ষুদ্র সৈনিকের মত আপনার আদেশ পালন কর্‌বো।

একমা। না কুমার! আদেশ দেবে তুমি, আমরা নতশিরে পালন কর্‌বো।

শঙ্কর। সর্দ্দার! পিতার জন্য আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে; জানি না, তাঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হবে কি না! আপনাদের সবার কাছে আমার এই একটা নিবেদন, রাজ্য ফিরে পাই আর না পাই, পিতার মুক্তির জন্য আপনারা সবাই আমাকে সাহায্য কর্‌বেন।

একমা। নির্ভয় কুমার! এ জন্য আমরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবো না। ব'সো ভাই এই জীর্ণ আসনে; যতদিন রঙ্গরায়ের মুক্তি না হয়, ততদিন তুমিই আমাদের রাজা। এখানে সিংহাসন নেই,

রাজ-পরিচ্ছদ নেই, আছে শুধু মাণিকমালা; শুধু এই মাণিকমালা কণ্ঠে ধারণ ক'রেই তুমি হবে আজ চন্দ্রগিরির সর্ব্বজনবন্দিত রাজা।

গীতকণ্ঠে মাণিকমালাহস্তে সন্ধ্যা ও তৎপশ্চাৎ
কিঙ্করীর প্রবেশ।

সন্ধ্যা।—

গীত।

মালা ধর হে, নরবর হে।
মালার মালিক মাণিকের মালা মাণিকের গলে পর হে॥
মালায় মিলিয়া অগণিত হিয়া আপনা বিকালো চরণে,
উজ্জ্বল কর, নির্ম্মল কর শত শত পদশরণে,
মুছাতে অশ্রু ঘুচাতে লজ্জা,
কর রণভূমে বিলাস-শয্যা,
সবার মরণ রোধিতে বিজয়ী, মরণের মত মর হে॥

[শঙ্করের গলায় মাণিকমালা পরাইয়া দিল।]

সকলে। জয় মহারাজ শঙ্করদেবের জয়!

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। গলায় মালা দিলে কি হয় জানো?

সন্ধ্যা। কি হয়?

পদ্মিনী। ব'সো এইখানে, তারপর বল্‌ছি। [সন্ধ্যাকে শঙ্করের বামে বসাইয়া দিলেন।] আজ হ'তে তুমি আমাদের রাণী।

কিঙ্করী। এ কি কর্‌লে বোন্?

পদ্মিনী। ঠিকই করেছি দিদি! এমন রাণী না হ'লে এ রাজার পার্শ্বে মানায় না। আমাদের যেমন দীন দুঃখী রাজা, রাণীও তেমনি দীনদুঃখীর মেয়ে।

একমা। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে, পৃথ্বীনায়কের সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ ক'রে দিয়েছে। করুক্ শত্রুতা, হোক্ রাজদ্রোহী। আঃ—একবার তাকে এখানে কেউ নিয়ে আস্‌তে পারতো! বাপের সঙ্গে সে শত্রুতা করেছে, দেখ্‌বো মেয়ের গলা কেমন [illegible] টিপে ধরে! কিঙ্করী! দেখ্ বেটী দেখ্, হর-গৌরী মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে।

কিঙ্করী। ভগবান্! আমার এত সুখ, আর এমন বুকভরা কান্না! বাবা! এ যে স্বপ্ন ব'লে মনে হয়; এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে না তো?

শঙ্কর। সর্দ্দার! কাল প্রভাতে যাকে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে হবে, তাকে এ রত্নসম্ভার কেন দিলেন সর্দ্দার?

একমা। মৃত্যুর সঙ্গে খেল্‌বে ব'লেই তো এই রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছি ভাই! সাবিত্রীর সাধনায় সত্যবান যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছিল, আমার এই সাবিত্রীও তোমাকে সর্ব্বদা পালক ঢাকা দিয়ে রাখ্‌বে রাজা!

পদ্মিনী। ওগো, তোরা কে আছিস্, আমাদের রাজা দেখ্‌বি আয়—রাজা দেখ্‌বি আয়—

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

বাজা লো, শঙ্খ বাজা।
ফুলের সাজে অভ্রমালায় রাজরাণীর তনু সাজা।

ভাঙ্গা ঘরে নাম্‌লো রে চাঁদ, ভাবনা কি আর বল্‌,
আয় ধোয়াই চরণতল,
থাক্‌বে না আর দুঃখ দেশে, প্রাণ পাবে আজ মরা-হাজা॥

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। এইবার বন্দী জগরায়ের বিচার কর রাজা! রাজ্যময় এই যে অশান্তির জঞ্জাল, এ সব তারই সৃষ্টি, দেবরায় তার হাতের পুত্তলিকা মাত্র! এই পশু নিশীথ রাত্রে আমার গৃহে প্রবেশ ক'রে আমার হাত থেকে মাণিকমালা ছিনিয়ে নিতে এসেছিল, আমার নারীত্বের চরম দুর্গতির ভয় দেখিয়েছিল। আমি কৌশলে তাকে বন্দী করেছি; বিচার কর রাজা!

ভৃত্যসহ শৃঙ্খলিত জগরায়ের প্রবেশ।

শঙ্কর। বন্দী জগরায়!

জগরায়। এ কি?

একৃমা। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? এ-ই বিজয় নগরের রাজা। অভিবাদন কর বন্দী!

জগরায়। অভিবাদন কর্‌বো?

একৃমা। হ্যাঁ, অভিবাদন কর্‌বে।

জগরায়। যদি না করি?

কিঙ্করী। তলোয়ারের ঘায়ে শিখিয়ে দেবো, কেমন ক'রে অভিবাদন কর্‌তে হয়!

জগরায়। বেশ—তাই কর, তবু আমি এই বালককে রাজা ব'লে স্বীকার কর্‌বো না।

একৃমা। [দৃঢ়স্বরে] জগরায়!

জগরায়। [দৃঢ়স্বরে] একৃমা নায়ক!

একৃমা। তুমি তা হ'লে একৃমা নায়ককে চেনো না।

জগরায়। তুমিও চেনো না জগরায়কে।

কিঙ্করী। আরও চিন্‌তে হবে জগরায়? যে কাপুরুষ একটা অবলা নারীর হাতে বন্দী, তার আবার আস্ফালন!

জগরায়। এ দর্প থাকবে না নারী! দু'দিন পরে আমি যখন তোমার হাতে শৃঙ্খল পরাবো, তখন আমারই পদাঘাতে তোমার ঐ উদ্ধত শির--

শঙ্কর। সাবধান দস্যু!

জগরায়। সাবধান বালক!

শঙ্কর। এই বালকের পায়েই তোমার মাথা নত করতে হবে দস্যু! বল, এখনও আনুগত্য স্বীকার করবে কি না?

জগরায়। না—না, তুমি ছিন্ন পাদুকা—পায়ের নীচে থাকবে, মাথায় কখনো উঠ্‌বে না। আজ আমি ভাগ্যদোষে বন্দী, কিন্তু এমন দিন আস্‌বে, যখন এই শৃঙ্খল তোমাদের সকলের হাতে উঠ্‌বে, তখন আমি হবো বিচারক, আর তোমরা থাকবে আমার পদতলে আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

কিঙ্করী। তার পূর্ব্বেই তোমায় মরতে হবে জগরায়!

জগরায়। তাতেও দুঃখ নাই নারী! আমার এক বিন্দু রক্ত যেখানে পড়্‌বে, সেখানে সহস্র জগরায় মাথা তুলে উঠ্‌বে।

একৃমা। তা হ'লে তোমার শাস্তি—

শঙ্কর। প্রাণদণ্ড।

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। না রাজা, তা হ'তে পারে না। বন্দী যতই অপরাধী হোন্,

তাঁর প্রাণদণ্ড হ'তে পারে না। এঁরই পুত্র বহুবার আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে; তাঁর অসীম রাজভক্তির প্রতিদানে বন্দীকে মুক্তি দাও রাজা!

শঙ্কর। সর্দ্দার!

একুমা। এর উপর আর কথা নেই রাজা! আমাদেরই ভুল; এ রাঘবের পিতা।

শঙ্কর। মা! আপনারই বন্দী; আপনার কি অভিপ্রায়?

কিঙ্করী। আমার আর নূতন কি অভিপ্রায় হবে বাবা? শুনলে না, এ রাঘব রায়ের পিতা? আমাদের হাতে এর দণ্ড হ'তে পারে না।

শঙ্কর। রাঘব রায়ের পিতা! বন্দী! তোমার এত অপরাধ যে, প্রাণদণ্ডেও তোমায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তবু তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি, কারণ তুমি রাঘব রায়ের পিতা।

পদ্মিনী। মুক্তির বিনিময়ে কোন সর্ত্ত নেই; শুধু একটা ভিক্ষা—রঙ্গরায়কে মুক্তি দিন্।

জগরায়। রঙ্গরায়ের মুক্তি? ইহজীবনে নয়।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ দেবরায়ের জয়!

একুমা। ও কি, এত কাছে শত্রু? এসো—এসো! জয় মহারাজ শঙ্করদেবের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

গীতকণ্ঠে সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গীত।

মোরা সব আস্ত যমের ছা'।
কাঁচা মাথা গিল্‌তে পারি, ধর্‌তে পারি সাপের পা॥
হাঁক দে' যখন তেড়ে ছুটি, মানুষ পশু চুণো-পুঁটি,
থর্‌থরিয়ে কেঁপে ওঠে বসুমতীর সারা গা'।
(আজ) মানুষ গরু থাক্‌বে না কেউ; রক্তধারে বহাবো ঢেউ,
মড়ার মাথায় পাহাড় হবে, থাক্‌বে না কারো মুখে রা॥

[গীতান্তে]। জয় মহারাজ দেবরায়ের জয়! [প্রস্থানোদ্যোগ]

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। কার জয়ধ্বনি দিচ্ছ সৈন্যগণ? যে মহাপুরুষ তোমাদের ঘরে ঘরে সুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন, যাঁর জাগ্রতের স্বপ্ন ছিল চন্দ্রগিরির মহাশ্মশানে আবার নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁকে ভুলে গিয়ে আজ তোমরা একটা বর্ব্বর জল্লাদ দস্যুর পদলেহন কর্‌ছো? এই দস্যুর হস্তে তোমাদের পরম দয়ালু রাজা আজ বন্দী—কারাগারে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। তাঁর অনন্ত

উপকার স্মরণ ক'রে একবার তোমরা তাঁর জয়ধ্বনি দাও, কারাগারের লৌহদ্বার এক মুহূর্ত্তে খুলে যাবে—তোমাদের মিলিত নিঃশ্বাসে শত্রুর গর্ব্বিত দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

১ম সৈন্য। তা হ'লে জগরায় আমাদের কারও কাঁধে মাথা রাখ্‌বে না।

রাঘব। তাঁর পদলেহন করলেই কি তোমাদের মাথা থাক্‌বে ভেবেছ? আজ তোমাদের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়ে নিয়ে কাল তোমাদের সবাইকে তিনি মশানে বলি দেবেন। কিসের এত ভাবনা? জগরায় তোমাদের প্রভু, কিন্তু আমার পিতা; আমি যদি তাঁর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে পারি, তবে তোমরাই বা তাঁকে বিশ্বাসের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করবে কেন? কে এই দেবরায়? আমরা প্রভু, সে ভৃত্য; আমরা দাতা, সে গ্রহীতা। নিজেদের মুখের গ্রাস আমরা তার মুখে তুলে দিয়েছি, তার প্রতিদানে সে আজ আমাদেরই রক্তে শ্যামল ভূমি রঞ্জিত করছে। তুচ্ছ অর্থের প্রলোভনে তোমরা কি এও নীরবে সইবে? সকলের সমবেত শক্তি দিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে তুঙ্গভদ্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পারবে না?

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। তুঙ্গভদ্রা শুকিয়ে যাবে। আমি যদি মরি, একা মরবো না রাঘব, তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

রাঘব। সেও ভাল, তবু তোমাকে আমরা কিছুতেই বাঁচতে দেবো না।

দেবরায়। কেন? আমি তোমার আত্মীয় ব'লে?

রাঘব। কিসের আত্মীয় তুমি?

দেবরায়। কিসের আত্মীয়? বল কি বন্ধু? পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, সবার উপরে আজ তোমার আসন—তুমি আমার বড় কুটুম্ব!

রাঘব। যাও—যাও, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

দেবরায়। সম্পর্ক নেই বল্লে কি চলে? তোমার পিতা নতজানু হ'য়ে আমার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেন।

রাঘব। পিতার দুর্ভাগ্য।

দেবরায়। এই দুর্ভাগ্যই তোমায় বরণ কর্‌তে হবে।

রাঘব। যে করে করুক্, আমি কর্‌বো না।

দেবরায়। তুমি কি তবে ওই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতেই গা ঢেলে দেবে? ভগিনীর মুখের দিকেও চাইবে না?

রাঘব। না—না, কে কার ভগিনী? সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, আমি এই ধর্ম্মের জন্য ভগিনীর বৈধব্যটাও হাসিমুখে সহ্য কর্‌বো।

দেবরায়। বাঃ, তুমি রসিক পুরুষ দেখ্‌ছি! পদে পদে এই পিতার বিরুদ্ধাচরণ, এও কি ধর্ম্ম রাঘব রায়?

রাঘব। বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে না? আমি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছি পিতারই মঙ্গলের জন্য। তুমি তোমার পিতাকে বন্দী করেছ কোন্ বিচারে দস্যু?

দেবরায়। পিতাকে বন্দী করেছি—আমি?

রাঘব। হ্যাঁ, তুমি। আমি দেখে এসেছি সেই বৃদ্ধের দরবিগলিত অশ্রুধারা। তার একমাত্র অপরাধ, সে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য সুদূর সিন্ধুদেশ থেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে। পাছে সেই অসভ্য চাষা পিতার দাবী নিয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাই সেই নিরপরাধ বৃদ্ধকে তুমি অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছ।

দেবরায়। আমি তো এ সব কিছুই জানি না রাঘব!

রাঘব। তা হ'লে আমি বল্‌বো, তুমি ভণ্ড—মিথ্যাবাদী।

দেবরায়। সাবধান রাজদ্রোহী! আজ সাত দিনের যুদ্ধে তুমি আমার অসংখ্য সৈন্যকে বিদ্রোহী সাজিয়েছ; এখনও সংযত না হ'লে আমার সৈন্যগণ তোমায় চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে মূষিকের মত হত্যা করবে।

রাঘব। আত্মরক্ষা কর দেবরায়! [উভয়ের যুদ্ধ]

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। বধ কর রাজা, বধ কর এই রাজদ্রোহীকে; আমার পুত্র ব'লে একটুও অনুগ্রহ ক'রো না। এই যুবক তোমার শত শত সৈনিককে বিদ্রোহী সাজিয়েছে; সংসারে তোমার সবার চেয়ে বড় শত্রু এই।

দেবরায়। এর চেয়েও বড় শত্রু আছে জগরায়! যুদ্ধে জয় হোক্ আর না হোক্, আমি তাকে একবার দেখ্‌বো।

[যুধ্যমান দেবরায় ও রাঘবের প্রস্থান।

জগরায়। ঐ এক্‌মা নায়ক—ঐ এক্‌মা নায়ক। সৈন্যগণ! এক সঙ্গে আক্রমণ কর—বধ কর ঐ বৃদ্ধকে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। এই বোধ হয় মুক্তির প্রতিদান জগরায়?

জগরায়। আরও আছে বালক! আমি সেই উদ্ধত নারীকে রাজসভায় নিয়ে আস্‌তে চর পাঠিয়েছি।

শঙ্কর। চর পাঠিয়েছ? নিজে গেলে না কেন জগরায়? একবার নারীর হাতে বন্দী হয়েছিলে, এবার উদ্ধত মাথাটা উপহার দিয়ে আস্‌তে।

জগরায়। শঙ্কর!

শঙ্কর। তোমার গায়ে বোধ হয় মানুষের চামড়া নেই জগরায়! তুমি বোধ হয় পশুর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছ! নইলে এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতা মানুষ করতে পারে? যাদের দয়ায় আজ তুমি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ, তাদেরই বুকে দাঁত বসিয়ে দিতে তোমার বিবেকে একটুও বাধ্‌লো না? অকৃতজ্ঞ! পশু!

জগরায়। সাবধান মূষিক!

শঙ্কর। এসো, এই অসির আঘাতে আজ তোমার পশুলীলার অবসান করবো। [উভয়ের যুদ্ধ]

একৃমা নায়কের প্রবেশ।

একৃমা। চমৎকার রাজা, চমৎকার! বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য তোমার।

[জগরায় ও শঙ্করের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

একৃমা। আয়—আয় কে আছিস্ চন্দ্রগিরির রাজভক্ত প্রজা, রাজার কল্যাণে দেহের রক্ত দিয়ে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবি আয়!

পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

পৃথ্বী। আপনি এর মধ্যে কেন পিতা?

একৃমা। তুমি এর মধ্যে কেন যুবক?

পৃথ্বী। আমি রাজার বেতনভোগী ভৃত্য।

একৃমা। আমি ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক।

পৃথ্বী। তা হ'লে আজ আমাকে আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে হবে?

একৃমা। কেন করবে না পৃথ্বীনায়ক? তোমার পৃথিবীর আলোক

দেখিয়েছি আমি, তোমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ বহিয়ে দিয়েছি আমি ; তোমার মুখের ভাষা, চোখের দীপ্তি, বাহুর বল, হৃদয়ের সহিষ্ণুতা সব আমারই দান। তুমি উপযুক্ত পুত্র, তার প্রতিদান দেবে না ? আমি অশীতিপর বৃদ্ধ, দেহ আমার বিশ্রাম চায়। চমৎকার বিশ্রাম দিয়েছ !

পৃথ্বী। আপনার এ দুঃখ যে আপনিই ডেকে আন্‌ছেন পিতা ! শঙ্কর আপনার কে ?

একৃমা। কেউ নয়, আমার কেউ নয় ; আমার শত্রু, এই বৃদ্ধ বয়সে সে আমায় সুখের শয্যা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছে। কিন্তু পৃথ্বীনায়ক ! তুমি যদি জান্‌তে, শঙ্কর তোমার কত বড় আত্মীয়, তা হ'লে তোমার হাত থেকে তরবারি খ'সে পড়্‌তো।

পৃথ্বী। পিতা !

একৃমা। চুপ্‌ ! কে পিতা ? এখানে পিতা পুত্র নেই। শত্রু—শত্রু, সব শত্রু। সহস্র দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে তোমায় আমি পুত্ররূপে পেয়েছিলাম, সে আমার নিশীথের স্বপ্ন। পিতৃ-সম্বোধনের অফুরন্ত গঙ্গোত্রিধারায় তুমি একদিন আমার পর্ণকুটীরে মন্দাকিনীর ঢেউ বইয়ে দিয়েছ, সেও তোমার অভিনয়। এত আশা, এত কামনা সব দেবতার নিষ্ঠুর পরিহাস। ধর—অস্ত্র ধর, হয় তুমি আমার শিরশ্ছেদ ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ কর, না হয় আমি তোমার রক্তে স্নান করি এসো ! [উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ দেবরায়ের জয় !

নেপথ্যে। জয় মহারাজ শঙ্করদেবের জয় !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

একৃমা নায়কের গৃহ।

গীতকণ্ঠে পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী।—

গীত।

কবে নিশি হবে ভোর?
ওগো দয়াময়, কত দিনে আর ঘুচাইবে আঁখিলোর?
শ্রান্ত চরণ চাহে না চলিতে, নয়ন যুগল চাহে না মেলিতে,
কত পাব তুমি হৃদয় দলিতে ওগো মোর চিতচোর?
মরণের বুঝি হয়েছে মরণ, অভাগার ঘরে পড়ে না চরণ,
দীন ব'লে কি সে দীনের শরণ বন্ধ করেছে দ্বোর?

পদ্মিনী ও কিঙ্করীর প্রবেশ।

কিঙ্করী। যে যার নিজের পায়ে ভর দাও পদ্মিনী! যে অক্ষয় বটের শীতল ছায়ায় আমরা নিরুদ্বেগে বাস কর্‌ছিলাম, বুঝি সে বজ্রাঘাতে জ্ব'লে যায়! শুনেছ পদ্মিনী, মহাবীর একৃমা নায়ক বন্দী?

পদ্মিনী। বন্দী?

কিঙ্করী। শুধু বন্দী নয়, কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁর প্রাণদণ্ড।

পদ্মিনী। কে বল্‌লে?

কিঙ্করী। এইমাত্র একজন দূত এসে সংবাদ দিয়ে গেল।

পদ্মিনী। তাই তুমি বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছ? দূতকে তুমি চেনো?

কিঙ্করী। না—চিনি না, অন্ধকারে তার মুখও আমি দেখ্‌তে পাই

নি। পদ্মিনী! একটা সামান্য দূত—কি তার করুণ ক্রন্দন! যেন তার হৃৎপিণ্ড কেউ উপ্‌ড়ে নিয়েছে।

পদ্মিনী। তারপর? তুমি এ বেশে যাচ্ছ কোথায়?

কিঙ্করী। রাজপ্রাসাদে; দেখি, নারীর বাহুতে শক্তি আছে কি না!

পদ্মিনী। না দেবী, তুমি যেও না।

কিঙ্করী। বল কি পদ্মিনী? বাবা বন্দী—রাত্রিশেষে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে, আর আমি নারী ব'লে নিশ্চেষ্ট পঙ্গুর মত ব'সে শুধু আর্ত্তনাদ কর্‌বো? কোন প্রতিকার কর্‌তে পার্‌বো না?

পদ্মিনী। কিসের প্রতিকার কর্‌বে দেবী? আমি রাজবংশের মেয়ে, এ সব কূট রাজনীতি আমি অনেক দেখেছি। আমি বলছি, এ মিথ্যা।

কিঙ্করী। না পদ্মিনী, এ সত্য, নইলে কেন আমার মনটা আজ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে? গৃহের যেদিকে চাই, শুধু প্রলয়ের ধ্বংসলীলা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অমঙ্গল—চারিদিকে অমঙ্গল!

পদ্মিনী। যতই অমঙ্গল হোক্, তুমি কেন রাজপ্রাসাদে যাবে? আমরা কি এতই সহায়হীনা?

কিঙ্করী। মহাবীর একমা নায়ক যখন বন্দী, তখন আর কারও ভরসা নেই। তারাও হয় তো এতক্ষণ—যাক্—পদ্মিনী, আমি আসি দিদি! যদি আর না ফিরি, গৃহে সন্ধ্যা রইলো, তাকে দেখো।

[প্রস্থান।

রক্তাক্তদেহে রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। পদ্মিনী! দেবী কোথায়, দেবী?

পদ্মিনী। এ কি, তুমি এমন রক্তাক্তদেহে কোথা থেকে আস্‌ছো? কে তোমার এ দশা কর্‌লে কুমার?

রাঘব। আগে বল, দেবী কোথায়?

পদ্মিনী। রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে গেছেন।

রাঘব। ওঃ, এত ক'রেও শেষ রক্ষা হ'লো না।

পদ্মিনী। ব'সো কুমার—বিশ্রাম কর, তোমার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বইছে—

রাঘব। তবু বিশ্রামের অবসর নেই; আমায় এখনি ছুটে যেতে হবে, শত্রুর ছলনা ব্যর্থ করা চাই!

পদ্মিনী। শত্রুর ছলনা? তবে না কি সর্দ্দার বন্দী—কাল প্রভাতে তার প্রাণদণ্ড?

রাঘব। মিথ্যা কথা, এ সব আমার পিতার ষড়যন্ত্র। যাক্, আমি তবে চল্লাম—

পদ্মিনী। না, যেতে পাবে না; তুমি অবসন্ন—দুর্ব্বল, এ অবস্থায় শত্রুর গৃহে প্রবেশ করলে কিছুতেই ফিরে আস্তে পার্বে না।

রাঘব। নাই যদি আসি, কি যায় আসে পদ্মিনী? পিতা যার মৃত্যুর জন্য এত লালায়িত, তার আবার জীবন? সংসারে আমার কেউ নেই; পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, সবাই এই কালো কুৎসিত দেহটার উপর চিরদিন অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছে। আমিও যে মানুষ, আমার প্রাণেও যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, এ কথা কেউ কোন দিন ভাবে নি। আমি যদি মরি, কেউ আমার জন্য কাঁদ্‌বে না।

পদ্মিনী। আর কেউ না কাঁদে, আমি কাঁদ্‌বো।

রাঘব। তুমি? পদ্মিনী—

পদ্মিনী। কে বলে তুমি কুৎসিত? আমার চোখে তুমি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর।

রাঘব। সংসার চিরদিন যার মুখে বিষের বাটি তুলে ধরেছে, তার

কাছে আজ সুধার পাত্র নিয়ে এসেছ কে তুমি দেবী? আর তো সময় নেই, মৃত্যু আমায় সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে আহ্বান করছে; আমি তার ডাক শুনতে পাচ্ছি। পদ্মিনী! আমি তবে যাই? আমার মন বলছে, আর আমি ফিরে আস্‌বো না। মহারাজ রঙ্গরায় তোমার শুভাশুভের দায় আমাকেই অর্পণ করেছিলেন; আমি সে ভার ঈশ্বরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

পদ্মিনী। আমি ভগবান্ বুঝি না—কিছু বুঝি না। দাদা যখন আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন, তখন তুমিই আমার—[নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ] ও কি?

রাঘব। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ। আমাকে হত্যা কর্‌বার জন্য তারা চারিদিকে জাল পেতে ব'সে আছে। এই সাত দিনের যুদ্ধে আমি তাদের অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করেছি, অর্দ্ধেক সৈন্যকে বিদ্রোহী সাজিয়েছি। আমি বেঁচে থাক্‌লে তাদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে—[নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ] ও কি? আগুন জ্বলছে যে! চারিদিকে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দ্বারে সহস্র শত্রু, গৃহে আগুনের বেড়াজাল, বাহোবা—চমৎকার মরণোৎসব! এসো—এসো তবে পদ্মিনী, মৃত্যুর চিরান্ধকারে আমাদের মিলনের বাঁশী বেজে উঠুক্।

পদ্মিনী। কিন্তু সন্ধ্যা? সন্ধ্যার কি হবে?

রাঘব। ভয় কি পদ্মিনী? এখনো আমার দেহের সব রক্ত নিঃশেষ হয় নি, এখনও তরবারি ধর্‌তে পারি। সন্ধ্যাকে নিয়ে এসো; আমি আগে আগে শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে যাই, তোমরা আমার পশ্চাতে ছুটে এসো। কোন ভয় নেই, ভগবান আমাদের সহায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

গয়ারাম ও কিঙ্করীর প্রবেশ।

গয়ারাম। এসো—এসো, দিদি এসো—রাণী এসো! তোমার জন্যে রাজার চোখে ঘুম নেই, শ্বশুর-মহারাজের পেটে ভাত নেই। সব ফুল চন্দন নিয়ে ব'সে আছে, একবারটি পেলে হয়।

কিঙ্করী। কি বল্‌ছো তুমি?

গয়ারাম। আজ্ঞে, সত্যি কথাই বল্‌ছি। তুমি আমাদের বেজায় উপকার করেছ কি না, তাই শ্বশুর-মহারাজের বড্ড ইচ্ছে, তোমায় টাটে বসিয়ে পূজো করে।

কিঙ্করী। তোমাদের রাজা কোথায়?

গয়ারাম। আস্‌ছে—সব আস্‌ছে; ততক্ষণ আমারই সঙ্গে একটু প্রেমালাপ কর না!

কিঙ্করী। স্তব্ধ হও পশু!

গয়ারাম। অত ব্যাজার হ'চ্ছো কেন চাঁদ? আমার চেহারাখানা নেহাৎ মন্দ তো নয়, কেবল নাকটা তুমি কেটে ফেলেছ, তাই!

কিঙ্করী। তুমি কে?

গয়ারাম। চিন্‌তেই পার্‌লে না? তোমার বাড়ীতে অত আলাপ-পরিচয় হ'লো, আদর ক'রে আমার অমন বাঁশীর মত নাকটা কেটে নিলে, আর এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

কিঙ্করী। যাও—দূর হও, তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই; তোমাদের রাজাকে আস্‌তে বল।

গয়ারাম। ওঃ—'রাজাকে আস্‌তে বল!' রাজা তোর বাবার বাগানের মালী কি না, হুকুম পেলেই ছুটে আস্‌বে! চ'লে আয়—

কিঙ্করী। কোথায়?

গয়ারাম। রাজসভায়।

কিঙ্করী। যা—যা, রাজাকে বল্ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে। বলিস্, আমি একমা নায়কের পুত্রবধূ। যদি বাঁচ্‌বার সাধ থাকে, যেন এই মুহূর্ত্তে বন্দীকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসে, নইলে এই প্রাসাদ শুদ্ধ আমি তাকে জীবন্ত সমাধি দেবো।

গয়ারাম। চ'লে আয় বল্‌ছি, নইলে চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাবো।

কিঙ্করী। তুই সামান্য মূষিক, তোকে আর কি বল্‌বো? বেশী উত্ত্যক্ত কর্‌লে আমি তোর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

গয়ারাম। তবে রে চুলোমুখী, মার্‌বো এক থাপ্পড়—

[কিঙ্করীকে চড় মারিতে গেলে কিঙ্করী তাহার হাতটা ধরিয়া মোচ্‌ড়াইয়া দিল, গয়ারাম মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।]

গয়ারাম। উ-হু-হু, গেছি রে বাবা—গেছি! পৈতৃক হাতটার দফা রফা ক'রে দিয়েছে। উ-হু-হু, ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে বাবা! আমার বাঁশীর মত নাক, আমার লোহার মত হাত—উ-হু-হু, এ কোন্ হস্তিনী মেয়েমানুষ রে বাবা?

জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। কি হয়েছে গয়ারাম?

গয়ারাম। আরে যান মশায়, আপনার জন্তেই সেবার নাকটা দিয়ে এলুম, এবার আবার হাতখানা—উ-হু-হু!

জগরায়। [কিঙ্করীর প্রতি] এই যে, তুমি এসেছ দেখ্‌ছি।

গয়ারাম। দোহাই শ্বশুর-মহারাজ, ও বেটীর নাকটা আগে কেটে নিন্, তারপর ওকে শূলে বসিয়ে মারুন এক—[চড় বাগাইয়া অগ্রসর।]

কিঙ্করী। আবার? [চপেটাঘাত]

গয়ারাম। উ-হু-হু, এবার একেবারে গেছি—কাপড়ে-চোপড়ে বিতি-কিচ্ছিরি কাণ্ড হ'য়ে গেছে।

জগরায়। দূর হও মূর্খ, নারীর প্রহার খেয়ে আবার কান্না হ'চ্ছে!

গয়ারাম। আহা-হা, চালুনী আবার ছুঁচকে নিন্দে কর্‌ছে। তোমাকে যে বেঁধে কুত্তাঠ্যাঙ্গানি ঠেঙ্গিয়েছিল, সে কথাটা মনে নেই বুঝি?

জগরায়। [দৃঢ়স্বরে] গয়ারাম!

গয়ারাম। আরে যাও—যাও, তোমাদের রাজবাড়ীর কাজ যে করে, সে গাধা। মারো ঠাকরুণ, এ শালা শ্বশুর-মহারাজের ছাল ছাড়িয়ে জুতো তৈরী কর। ওরে আমার নাক, ওরে আমার হাত, ওরে আমার গাল, হায়—হায়—হায়!

জগরায়। চিন্‌তে পার্‌ছো নারী?

কিঙ্করী। কেন চিন্‌বো না বিশ্বাসঘাতক? তুমি একদিন আমারই হাতে বন্দী হয়েছিলে; আমি ইচ্ছা কর্‌লে ছাগশিশুর মত তোমার বলি দিতে পার্‌তাম, ইচ্ছা কর্‌লে তোমার উদ্ধত মস্তক পায়ের তলায় মাড়িয়ে চূর্ণ ক'রে ফেল্‌তে পার্‌তাম, করি নি সে আমার অনুগ্রহ। ভেবেছিলাম এই অনুগ্রহের ঋণ তুমি ইহজীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে না; কিন্তু তুমি এমন পশু যে, সে অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক্, আমাদেরই গায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে চলেছ।

জগরায়। আর তুমি এমন বিষধর ভুজঙ্গ যে, যে রাজার ছত্র-ছায়াতলে পরম সুখে বাস কর্‌ছো, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলে দাঁড়িয়েছ। শোন নারী—

কিঙ্করী। শোন্‌বার অবসর নেই। বল, কোথায় মহাবীর একমা নায়ক? সত্যই কি তিনি এই প্রাসাদে বন্দী?

জগরায়। না, মিথ্যা কথা।

কিঙ্করী। মিথ্যা কথা? তা হ'লে আমাকে ভুলিয়ে আন্‌বার উদ্দেশ্য?

জগরায়। উদ্দেশ্য, তোমার রাজদ্রোহিতার শাস্তি দেওয়া।

কিঙ্করী। সাহস আছে? তবে তরবারি নাও দস্যু! দেখি, তুমি কত বড় শক্তিমান্।

জগরায়। জগরায় নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে না।

কিঙ্করী। তাই পেছন থেকে শরক্ষেপ করেছ! একমা নায়কের পুত্রবধূকে শাস্তি দেয়, এমন শক্তি তোমার মত সহস্র জগরায়ের নেই।

জগরায়। বেশ, পরীক্ষাটাই হোক্। শোন নারী! তোমার এমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ যে, শুধু তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌লে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। নারীর চরম শাস্তি তোমায় আমি দেবো, যেন ভবিষ্যতে আর কোন দিন তুমি লোকসমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পার। আর এক মুহূর্ত্ত পরে তুমি প্রমত্ত প্রহরীদের বিলাসের সঙ্গিনী হবে; তারা তোমার ললাটে সতীত্বের বিজয়-টীকা পরিয়ে দেবে।

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। তা হ'লে মহাপ্রলয় হবে।

জগরায়। দামিনী!

দামিনী। এ সব কি পিতা? ছলে কৌশলে এক নারীকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে এসে এ কি অত্যাচার? রণক্ষেত্রে রক্তের নদীতে সাঁতার খেলেও কি পিপাসা মেটে নি? পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব, তার মধ্যে অসহায়া নারীকে টেনে এনে এ নির্য্যাতন কেন? রাজশক্তি কি এতই

দুর্ব্বল যে, সম্মুখ যুদ্ধ ভুলে গিয়ে এমনি ক'রে তোমরা পেছন থেকে শরক্ষেপ কর্‌বে?

জগরায়। তুমি বুঝবে না কন্যা, এ রাজনীতি।

দামিনী। এ যদি রাজনীতি হয়, রাজ্য রসাতলে যাক্।

কিঙ্করী। তুমি বুঝি রাজরাণী?

দামিনী। হ্যাঁ ভাই, এসো আমার কক্ষে।

কিঙ্করী। চল; নরকের মধ্যে তবু একটু স্বর্গের সুষমা দেখে আসি।

জগরায়। দামিনী!

দামিনী। পিতা!

জগরায়। এ বিদ্রোহ, আমি সহ্য কর্‌বো না।

দামিনী। আপনার এ নৃশংসতাও আমি সহ্য কর্‌বো না।

জগরায়। তুমি ভুলে যাচ্ছ দামিনী, রাজরাণী হ'লেও তুমি আমার কন্যা।

দামিনী। আপনিও ভুলে যাচ্ছেন পিতা, পিতা হ'লেও আপনি আমার প্রজা।

জগরায়। কি বল্‌লে? আমি তোমার প্রজা?

দামিনী। সহস্রবার। অনেক দিন থেকে দেখ্‌ছি, এই রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের উপর আপনার অহরহঃ নির্য্যাতন। বুকে পাষাণ বেঁধে তাদের দুর্দ্দশা সহ্য করেছি, কানে আঙ্গুল দিয়ে তাদের করুণ আর্ত্তনাদ শুনেছি; কিন্তু নারীর উপর এ হীন নির্য্যাতন আমি সহ্য কর্‌বো না।

জগরায়। কর্‌তে হবে। জগরায় একটা বালিকার তর্জ্জনিহেলনে চালিত হয় না। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই নারীকে আমি বন্দী ক'রে—

কিঙ্করী। চুপ্! একৃমা নায়কের পুত্রবধূ মর্‌তে জানে, বন্দী হ'তে

জানে না। বরং নিজের পরিণামটা ভাবো দস্যু! একবার আমি তোমাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি ব'লে মনে ক'রো না যে, যম তোমাকে ভুলে গেছে। আবার যদি তোমাকে করায়ত্ত করতে পারি, নিশ্চয় জেনো জগরায়! তোমাকে আমি জীবন্ত সমাধি দেবো। সে দিন আস্‌ছে দস্যু! তোমার মৃত্যুর রথ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এবার আর দয়া নেই—মায়া নেই—একটু অনুগ্রহ কর্‌বো না। তুমি এমন পশু, এমন হিংস্র জল্লাদ—

জগরায়। তবে জল্লাদের কর্ত্তব্যটাই শেষ করি—[অসি উত্তোলন]

সহসা দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। [তরবারির আঘাতে জগরায়ের উত্তোলিত অসি ভূপাতিত করিলেন।]

জগরায়। রাজা! বাধা দিলে যে?

দেবরায়। দিলাম; শক্তিমানের অস্ত্র দুর্ব্বলকে রক্ষা করার জন্য, হত্যা করার জন্য নয়।

দামিনী। চমৎকার রাজা, চমৎকার! আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'চ্ছে যে তুমি আমার স্বামী।

দেবরায়। গর্ব্বে আমারও বক্ষ স্ফীত হ'চ্ছে যে তুমি আমার স্ত্রী।

কিঙ্করী। তুমিই দেবরায়?

দেবরায়। হ্যাঁ মা, আমিই তোমার সে হতভাগ্য সন্তান। আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, তোমাকে একবার আমি দেখ্‌বো। দেখ্‌বো, কেন এই বিজয়নগরে তোমার এত সম্ভ্রম, কিসের জোরে তুমি রাজশক্তিকে উপেক্ষা কর্‌তে পার, প্রয়োজন হ'লে স্বামীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে পার! আজ তোমাকে দেখেই আমার মনে হ'চ্ছে, তোমার

কোন শত্রু থাকতে পারে না। তুমি শুধু একজনের মা নও, তুমি সবার মা—তুমি জগতের মা।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

তুমি চিনেছ যদি।
মায়ের সুধা নাম-সাগরে ডুবে থাকো নিরবধি॥
খড়-মাটির এই পুতুলপূজায়, পাবি রে তুই দশভুজায়,
ব'য়ে যাবে অঙ্গনে তোর কলতানে স্বর্গ-নদী॥
দিবানিশি সকল ভুলে, সাজা মায়ের চরণ ফুলে,
পড়্‌বে বাঁধা চরণে তোর যত আছে মা দরদী॥

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। দেবরায়! কে বলে তুমি চাষা? কে বলে তুমি অত্যাচারী? তুমি মহাপুরুষ—তুমি দেবতা—তুমিই এ সিংহাসনের যোগ্য অধিকারী। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার মঙ্গল হোক্।

[দামিনীসহ প্রস্থান।

জগরায়। কর্‌লে কি রাজা? এ নারী আমাদের পরম শত্রু—

দেবরায়। হোক্, তবু নারী।

জগরায়। কিন্তু এতে আমার অপমান।

দেবরায়। অপমান-জ্ঞান আপনার আছে? তা যদি থাক্‌তো, চোরের মত নিশীথ রাত্রে এক নারীর কক্ষে হানা দিতে পার্‌তেন না।

জগরায়। দিয়েছিলাম তোমারই জন্য।

দেবরায়। আমার জন্য? আপনি আমার বিনানুমতিতে আমারই

নামে রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দিয়েছেন আমার জন্য, আমারই প্রাসাদে এক মহীয়সী নারীকে ছলে ভুলিয়ে এনে রাজশক্তির নামে তার উপর নির্য্যাতন কর্‌ছিলেন আমারই জন্য, আর সবার উপরে আমার পিতাকে আপনি কারারুদ্ধ করেছেন, সেও আমারই জন্য, কেমন ?

জগরায়। হ্যাঁ, তোমারই জন্য, পাছে তোমার অসম্মান হয়।

দেবরায়। পিতা পুত্রের কাছে আস্‌বেন, তাতে পুত্রের অসম্মান ? রাজসিংহাসনে এতই কি মধু যে, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধও ভুলিয়ে দেবে ? আপনি বোধ হয় আপনার পিতাকে কখনো "পিতা" ব'লে ডাকেন নি—

জগরায়। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না বালক !

দেবরায়। ঔদ্ধত্য আমার না আপনার ? কার আদেশে আমার পিতাকে আপনি বন্দী করেছেন ?

জগরায়। আমার নিজের আদেশে।

দেবরায়। রাজা আমি, না আপনি ?

জগরায়। [ব্যঙ্গভরে] তুমি।

দেবরায়। আমি যদি রাজা, তবে আমি এ শাঠ্যের বিচার কর্‌বো।

জগরায়। বিচার কর্‌বে ? তোমার ও রাখালের বিচার আমার জন্য নয়। তোমার হাতে বিচার-দণ্ড আমিই তুলে দিয়েছি, প্রয়োজন হ'লে আমি তা ছিনিয়ে এনে তোমারই মাথায় প্রয়োগ কর্‌বো।

দেবরায়। তা হ'লে আপনি আমাকে চেনেন না জগরায় !

জগরায়। তুমিও আমাকে চেনো না দেবরায় ! আমার কাছে রাজশক্তি দেখাতে এসেছ ? শোন নির্ব্বোধ ! রাজ্যটা জয় করেছি আমি, শাসনও কর্‌বো আমি ; তুমি থাক্‌বে আমার সম্মুখে শিখণ্ডীর মত দাঁড়িয়ে।

দেবরায়। [দৃঢ়স্বরে] জগরায়!

জগরায়। রক্তচক্ষু কাকে দেখাচ্ছ বালক? জগরায়ের জন্ম তোমাকে তর্জ্জনিহেলনে শাসন করতে, আর তোমার জন্ম ভারবাহী গর্দ্দভের মত তার ভারবহন করতে।

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। আপনি ভুল বুঝেছেন পিতা! আমরা যার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেবো, তবু আপনার অন্যায় শাসন মাথা পেতে নেবো না।

জগরায়। রাজত্বের মোহ ঘুচেছে কন্যা?

দামিনী। হ্যাঁ পিতা!, যে রাজ্য আত্মীয় চেনে না—বন্ধু চেনে না—উপকারীর রক্তে অবগাহন করতে চায়, সে রাজ্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। রাজা! মহারাজ রঙ্গরায়কে মুক্তি দাও; তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো, আমরা আমাদের নিজের ঘরে চ'লে যাই।

দেবরায়। তাই চল, তাই চল দামিনী! কিন্তু রঙ্গরায়ের মুক্তি? সে বিনাদোষে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল—

দামিনী। মিথ্যা কথা! তিনি স্বপ্নেও তোমার অমঙ্গল কামনা করেন নি; এ সব পিতার ষড়যন্ত্র। তিনি তোমাকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন, আবার তাঁর ছেলেকে তোমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন।

দেবরায়। [জগরায়ের প্রতি] এ কথা সত্য?

জগরায়। সত্য।

দেবরায়। তা হ'লে বলুন, কি শাস্তি আপনার উপযুক্ত?

জগরায়। নিজের শাস্তির কথা ভাবো নির্ব্বোধ! তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলাম শুধু কন্যার মুখ চেয়ে। আজ সেও যখন আমার

শত্রু, তখন আর আমার মোহ নেই। আজ হ'তে আমি রাজা, আর তোমরা আমার অনুগ্রহপ্রার্থী ভিক্ষুক। [প্রস্থান।

দেবরায়। ভুল করেছি—ভুল করেছি! যে রঙ্গরায় স্বেচ্ছায় আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমি তাকেই শত্রু মনে ক'রে দুঃসহ নির্য্যাতন করেছি; তাই আজ আমার ঘরে আমি চোর, আমারই শৃঙ্খলে আমি বন্দী। ভুল সংশোধনের অবসর পাবো কি? ভগবান্! শক্তি দাও—শক্তি দাও— [প্রস্থান।

দামিনী। এই ভালো; এমন রাজভোগের চেয়ে বনের কদর্য্য ফল সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবিরসম্মুখ।

গীতকণ্ঠে সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা।—

গীত।

দীপ জ্বালো—দীপ জ্বালো।
মোরা আঁধার রাতের শ্রান্ত পথিক, নয়নভরা কালোয় কালো॥
আসবে যদি আসুক্ মরণ, ফুলের মালায় করবো বরণ,
চাইনে মোরা জোনাকি আলা, ফোটে না যদি দিনের আলো॥
"আধামরণ জীবনধারায় চাইনে বাঁচা মরার জ্বালায়,
চরণ ধরি মরণ দে মা, মরণ দিয়ে প্রাণ বাঁচা লো॥

রুধিরাক্ত দগ্ধ রাঘব ও তাহাকে ধারণ করিয়া
পদ্মিনীর প্রবেশ।

রাঘব। [সন্ধ্যার প্রতি] যাও রাণী, যাও; ভগবানকে ধন্যবাদ যে নিজের জীবন দিয়েও তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পেরেছি। [হাঁপাইতে লাগিল।]

পদ্মিনী। কেন অমন কর্‌ছো? একটু স্থির হ'য়ে ব'সো—বিশ্রাম কর!

রাঘব। বিশ্রাম কর্‌বো? হ্যাঁ, আর বিশ্রামের দেরী নেই পদ্মিনী! অনেক যুদ্ধ করেছি এই কুটিল সংসারের সঙ্গে; এবার অনন্ত বিশ্রাম— [পদ্মিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল।]

পদ্মিনী। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি সন্ধ্যা? যাও—শীঘ্র যাও, সর্দ্দারকে সংবাদ দাও।

[সন্ধ্যার প্রস্থান।

রাঘব। না—না, আর কাউকে ডেকো না, শুধু তুমি আর আমি; এমন দিন আর আস্‌বে না। এই মধুর স্পর্শ, এই মিলনের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে পরপারে চ'লে যাই—এই ভালো। সংসারের আরাধ্য দেবতা পিতা যার শত্রু, মৃত্যুই তার একমাত্র গতি।

পদ্মিনী। ভগবান্—ভগবান্! তুমি আছ?

রাঘব। আছে—আছে। এই যে আমার অন্তরে তার মোহন বাঁশী বেজে উঠেছে! ঐ যে তার নূপুরধ্বনি! কি মধুর—কি মধুর!

পদ্মিনী। একটু অপেক্ষা কর, আমি জল নিয়ে আস্‌ছি।

রাঘব। না—না, জলে আমার তৃষ্ণা মিট্‌বে না; তার চেয়ে তুমি একটা গান গাও, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে অসীমের পথে চ'লে যাই।

পদ্মিনী। রাঘব!

রাঘব। কেন কাঁদ্‌ছো পদ্মিনী? পিতা আমার মৃত্যুকামনা করেছেন, ভগ্নী আমায় অভিশাপ দিয়েছে; তবে তুমি কেন আমার জন্য চোখের জল ফেল্‌বে? আমি তোমার কে?

পদ্মিনী। তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের আরাধ্য দেবতা। মৃত্যুর পূর্ব্বে শুনে যাও বীর, বিজয়-লক্ষ্মী তোমায় জয়মাল্য দিলে না, কিন্তু আমার বরমাল্য জীবনে মরণে তোমার।

রাঘব। আঃ—এই তো স্বর্গ! গাও তবে বন্ধু একটা গান, আমায় অনন্ত নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখো—

পদ্মিনী।—

গীত।

তবে যাও হে প্রিয়, যাও।
আঁখিজলে গাঁথা মম বরমালা সাথে নাও—সাথে নাও॥
(আমি) আশাপথ চেয়ে রহিব জাগিয়া জীবনের দুঃখ-রাতি,
মিলন-বাসর রাখিও সাজায়ে জ্বালায়ে স্মৃতের বাতি :—
জীবনে তোমার নাম জপমালা, কণ্ঠের হার, বক্ষের জ্বালা,
মরণের পথে করিবে বরণ কত দিনে ব'লে দাও॥

একৃমা নায়কের প্রবেশ।

একৃমা। রাঘব—রাঘব—

রাঘব। সর্দ্দার! এ জীবনের মত এই শেষ। আশীর্ব্বাদ কর, যদি আবার জন্ম হয়, যেন এই দেশের মাটিতে জন্মাই, যেন এমনি ক'রে মায়ের পূজায় জীবন উৎসর্গ করতে পাই।

একৃমা। না—না, তোমার মরা হবে না রাঘব! তুমি দৈত্য-

কুলের প্রহ্লাদ, তুমি বিজয়নগরের আদর্শ পুরুষ। আমি নিজের জীবনের বিনিময়ে যমের কাছে তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ওঠ বীর! ওঠ বন্ধু! এ ধূলিশয্যা তোমার সাজে না, দেশের মঙ্গলের জন্য তোমায় বাঁচ্‌তে হবে।

রাঘব। আরও বাঁচ্‌তে হবে সর্দ্দার? যার মৃত্যুর চিন্তায় পিতার চোখে ঘুম নেই, তাকেও বাঁচ্‌তে হবে? না—না, এ জন্মে আর নয় সর্দ্দার! এই দেহটা বদ্‌লে নিয়ে আসি, তারপর কর্‌বো মায়ের পূজা; তখন আর কেউ ঘৃণা কর্‌বে না—কেউ মৃত্যু চাইবে না। ঐ দেখ, মা আমায় দু'বাহু বাড়িয়ে ডাক্‌ছে তমসার তীর থেকে। মা—মা—মা—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

একৃমা। যাও বীর, যাও; সত্যের সাধনায় যদি পুণ্য থাকে, তা হ'লে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, তোমার পুরস্কার অনন্ত স্বর্গলাভ। কিন্তু কার এ নৃশংস অত্যাচার? কে আমার গৃহ ভস্মীভূত কর্‌লে? এই নিষ্পাপ যুবককে কোন্ জল্লাদ এমন শোচনীয় মৃত্যু দিলে?

পদ্মিনী। আমি জানি, সে আমাদের পরম শত্রু জগরায়। তাকে আদর্শ শাস্তি দাও, তার পাপ দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দাও, যেন আর কেউ কোন দিন ভুলেও তার নাম উচ্চারণ না করে।

একৃমা। ওঃ—জগরায়! এতখানি ঔদ্ধত্য তোমার যে, আমার গৃহে তুমি অগ্নিসংযোগ করেছ!

পদ্মিনী। আরও আছে সর্দ্দার! তোমার পুত্রবধূকে সে ছলে তুলিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছে; এতক্ষণে বোধ হয় সে বন্দিনী।

একৃমা। কি, কিঙ্করী বন্দিনী? জগরায়ের হাতে? তবে আর তাকে বাঁচ্‌তে হবে না। যে আগুনে সে তার ছেলেকে পুড়িয়েছে, আমি তাকে সেই আগুনে দগ্ধ কর্‌বো।

পদ্মিনী। কর—দগ্ধ কর—হত্যা কর, নৃশংস হত্যা—[প্রস্থান ।

একমা। ওরে, কে কোথায় আছিস্, তোরা ছুটে আয়। নিশীথের সুখ-নিদ্রা তোদের জন্য নয়। তোদের উচ্চ শিরে নিকৃষ্টের পদাঘাত পড়েছে, প্রতিশোধ নিবি আয়! কিঙ্করী বন্দিনী, একমা নায়কের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে! ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—[প্রস্থানোদ্যোগ]

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। কোথায় চলেছেন এ নিশীথ রাত্রে?

একমা। কিসের রাত্রি? রাত্রি-দিনের বিচার নেই। ছুটে এসো তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। আজ রাত্রেই যদি আমি রাজপ্রাসাদ অধিকার করতে না পারি, তা হ'লে কাল প্রভাতের সূর্য্য আর আমার মুখ দেখবে না।

শঙ্কর। তার অর্থ?

একমা। অর্থ আবার কি? হয় মরবে না হয় মারবে, এই নীতিতেই আজ সংসার চলেছে। দেখে এসো, শত্রুর অত্যাচারে আমার দারিদ্র্যের পর্ণপ্রাসাদ ছাই হ'য়ে গেছে, রাঘব রায় মৃত্যুর লহরীলীলায় সাঁতার খেলছে—

শঙ্কর। সে কি? পরম বন্ধু রাঘব রায়—

একমা। ঐ দেখ ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! এক নিষ্পাপ দেব-শিশু পিতার অত্যাচারে পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, আর এক কুসুম-কোমলা নারী তাকে বেঁধে রাখবার জন্য কি আকুল-আগ্রহে আঁকড়ে ধরেছে। জীবন আর মৃত্যুতে এমন মিলন আর দেখেছ শঙ্কর?

শঙ্কর। ওঃ—জগরায়, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—কি রত্ন আজ তুমি হারালে!

একৃমা। শুধু এইখানে শেষ নয়; তারা কিঙ্করীকে ছলে ভুলিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছে।

শঙ্কর। কি? বিনা দোষে আবার নারী-নির্য্যাতন? তবে আর দ্বিধা নেই সর্দ্দার! সাজুক্ বাহিনী,—চলুক্ কামান—বাজুক্ রণভেরী। ঐ আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রেখে আমিও শপথ কর্‌ছি, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাসাদ অধিকার কর্‌বো, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌বো।

একৃমা। তবে এসো; আমি প্লাবনের মত ছুটে যাই, তুমি আগুনের মত জ্ব'লে উঠে শত্রুকুল ছারখার ক'রে দাও।

[শঙ্করের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

গিরিমর্দ্দন ও রক্ষী।

রক্ষী। আপনি রাজার বাবা?

গিরিমর্দ্দন। কোন্ শালা বলে?

রক্ষী। আপনাকে দেখে তো সেই রকমই মনে হ'চ্ছে।

গিরিমর্দ্দন। মনে হ'লে কি কর্‌বো? তোমার রাজাকে গিয়ে বল, বড় দুঃখের বিষয়—আমি তার বাপ হ'তে পার্‌লুম না।

রক্ষী। আমার কিন্তু মনে হ'চ্ছে—

গিরিমর্দ্দন। তুমি তো ভারী ছ্যাঁচড়া লোক হে, ধ'রে বেঁধে বাপ

ভজিয়ে নিচ্ছ! যাও—যাও, আমি কারও বাবা হ'তে পারবো না, আমি আমার নিজের বাবা।

রক্ষী। না মশায়, আপনি রাজার বাবা।

গিরিমর্দ্দন। ব্যাটাকে কচুকাটা করবো না কি? রাজার বাবা কখনো গারদখানায় বন্দী হ'যে থাকে? না খেয়ে না ঘুমিয়ে তার দেহ এমনি ক'রে কাঠ হ'য়ে যায়? যাও—যাও, আমি তোমাদের কেউ নই, আমি রাজার বাবা নই।

রক্ষী। তবে আপনি কে?

গিরিমর্দ্দন। আমি চাষা, কুঁড়ে ঘর আমার রাজবাড়ী, গাই বলদ আমার ছেলে-মেয়ে, সোনার ফসলভরা মাঠ আমার রাজ্য,—তোমাদের রাজার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

রক্ষী। চটেন কেন মশায়?

গিরিমর্দ্দন। না, চটবো কেন? তোমরা আমার বুকে ব'সে দাড়ি ওপ্ড়াবে, আর আমি তোমাদের চুমো খাবো, কেমন?

রক্ষী। আরে ঘাব্ড়াচ্ছেন কেন মশায়? মহারাজ আপনাকে মুক্তি দিয়েছেন।

গিরিমর্দ্দন। বড় বাধিত করেছেন।

রক্ষী। বেরিয়ে আসুন—

গিরিমর্দ্দন। না—যাবো না, এখানে আমি বেশ আছি।

রক্ষী। পাগল না কি? মুক্তি আবার মানুষে চায় না?

গিরিমর্দ্দন। আমি কি মানুষ? মানুষ হ'লে ছেলে আমায় গারদ-খানায় আটকে রাখে? আমি এখানে শুকিয়ে মরবো—ম'রে ভূত হ'য়ে তোমাদের রক্ত খাবো। যাও—আমি যাবো না।

রক্ষী। তোমার বাবা যাবে—[হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।]

গিরিমর্দ্দন। এই, ছাড়্ বল্‌ছি! আমি যাবো না। তবু টানে? কচুকাটা কর্‌বো— [উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ কামানগর্জ্জন।]

রঙ্গরায় ও নর্ম্মদার প্রবেশ।

রঙ্গরায়। মুক্তি আস্‌ছে রাণী, মুক্তি আস্‌ছে,—আর এক মুহূর্ত্ত পরে শঙ্কর আমাদের নিতে আস্‌বে। আনন্দ কর রাণী, আনন্দ কর!

নর্ম্মদা। কেন অধীর হ'চ্ছো মহারাজ? দোহাই তোমার, একটু চুপ ক'রে ব'সো, আমি তোমায় ব্যজন করি। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কি ছিলে তুমি, আর কি হয়েছে!

রঙ্গরায়। ভয় কি রাণী? শঙ্কর আস্‌ছে, একমা নায়ক আস্‌ছে, রাঘব আস্‌ছে; আমি তাদের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর এক মুহূর্ত্ত পরে আমরা বাইরের আলো-বাতাসে গিয়ে দাঁড়াবো। শুক্ল কেশে আবার কালো তরঙ্গ খেল্‌বে, কঙ্কালসার দেহ আবার সজীব হ'য়ে উঠ্‌বে। [কাসিতে লাগিলেন।]

নর্ম্মদা। ভগবান করুন, যেন তাই হয়। এসো, আমরা এইখানে ব'সে তাঁর বিচারের প্রতীক্ষা করি।

রঙ্গরায়। ভগবান্! আমি অসহায়—শিশুর মত দুর্ব্বল; কাঙ্গালের একটা প্রার্থনা, আর দু'টো দিন আমায় বাঁচিয়ে রাখ, আমি দেখ্‌বো বিজয়নগরের সিংহাসনে আবার রামরায়ের বংশধর বসেছে। [কাসিতে লাগিলেন।]

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। সেদিনের আর দেরী নেই মহারাজ!

রঙ্গরায়। কে তুমি দেবী?

দামিনী। পরিচয় পেলে তো সুখী হবে না মহারাজ! আমি আপনার পরম শত্রু জগরায়ের কন্যা।

রঙ্গরায়। জগরায়ের কন্যা!—দেবরায়ের পত্নী! তুমি এসেছ এই দীন দরিদ্রের কাছে?

নর্ম্মদা। আর আমাদের কি আছে দামিনী? সিংহাসন গেছে—মান-সম্ভ্রম গেছে—অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ হারিয়ে মহারাজ মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর কি নিতে এসেছ জগরায়ের কন্যা?

দামিনী। আমায় বিশ্বাস কর দিদি, আমি তোমাদের কাছে জগরায়ের কন্যা হ'য়ে আসি নি; আজ আমি তোমার ছোট বোন্—তোমার চরণের দাসী।

নর্ম্মদা। কেন বোন্, তুমি আমাদের কাছে এসেছ? তোমার স্বামী যদি জান্তে পারে, হয় তো তোমাকে নির্য্যাতন কর্‌বে।

রঙ্গরায়। যাও মা—যাও, আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার সুখের ভরা কানায় কানায় পূর্ণ হোক্।

দামিনী। মহারাজ! আমি আমার স্বামীর আদেশে আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। আসুন মহারাজ, একটা ভুলের বশে যে সিংহাসন আমরা অন্যায়ভাবে অধিকার করেছিলাম, সেই সিংহাসনে আবার আপনাকে বসিয়ে আমরা আমাদের আপন ঘরে চ'লে যাই।

নর্ম্মদা। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু বড় অসময়ে এসেছ বোন্! দু'দিন আগে যদি আস্‌তে, যম এসে আমাদের বুকে এমন ক'রে হাঁটু দিয়ে বস্‌তো না। চেয়ে দেখ, এই ব্যাধিজর্জ্জরিত দেহ পলে পলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর তো সময় নেই! রাজ্য নিয়ে কি কর্‌বো?

রঙ্গরায়। না—না রাণী, দেবরায় আমাদের নিতে পাঠিয়েছে, তার স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নিতে এসেছে। আমি যাবো—নিজের হাতে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে আস্‌বো। চমৎকার প্রতিশোধ হবে—চমৎকার প্রতিশোধ! [প্রস্থানোদ্যোগ]

সশস্ত্র জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। দাঁড়াও।

রঙ্গরায়। কে?

জগরায়। তোমার যম।

দামিনী। যমের উপরেও যম আছে।

জগরায়। তুমি আবার এখানে কেন কন্যা?

দামিনী। আমি এসেছি এদের মুক্তি দিতে।

জগরায়। আমি এসেছি এদের হত্যা কর্‌তে।

রঙ্গরায়। কোন্ অপরাধে জগরায়?

জগরায়। কোন্ অপরাধে? [নেপথ্যে কামানগর্জ্জন] ঐ শোন কামানগর্জ্জন! শত্রুসৈন্য প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। একমা নায়ক আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাবার স্বপ্ন দেখ্‌ছে, তোমার পুত্র আমার রক্তে স্নান কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এসেছে। আমি তাদের মাঝখানে তোমার ছিন্নশিরটা ফেলে দেবো, দেখি তারা খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে কি না!

দামিনী। বাবা! আপনি কি রাক্ষস?

জগরায়। হ্যাঁ, আমি রাক্ষস; রাক্ষস না হ'লে কেউ নিজের ছেলেকে পুড়িয়ে মার্‌তে পারে?

দামিনী। কি বল্‌লেন? আপনি দাদাকে পুড়িয়ে মেরেছেন?

নর্ম্মদা। রাঘব নেই?

রঙ্গরায়। ওঃ, কর্‌লে কি জগরায়? কাচের লোভে কাঞ্চন বিসর্জ্জন দিলে? তুমি তার পিতা, বিনা দোষে তাকে হত্যা ক'রে খাড়া দাঁড়িয়ে আছ, আর আমাদের চোখের জল বাধা মানে না!

দামিনী। বাবা! আপনাকে আর কি বল্‌বো? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, ভগবান্ আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আপনার পিতা-মাতা কেন আপনাকে সূতিকাগৃহে গলা টিপে হত্যা করেন নি!

জগরায়। [দৃঢ়স্বরে] দামিনী!

নর্ম্মদা। স'রে এসো বোন্, এ দস্যু হয় তো তোমাকেও হত্যা কর্‌বে। জগরায়! তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে। সংসারে তোমার মত অভাগা আর কেউ নেই। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, কি রত্ন তুমি আজ হেলায় বিসর্জ্জন দিয়েছ। তোমার মত পুরুষ এই বিজয়নগরে লাখে লাখে জন্মাবে, কিন্তু অমন একটী মহাপ্রাণ আর হবে না জগরায়!

দামিনী। আসুন মহারাজ! এসো দিদি!

জগরায়। চুপ্! আমি এদের হত্যা কর্‌বো।

দামিনী। রাজাদেশ অমান্য ক'রে?

জগরায়। কিসের রাজাদেশ? আদেশ কর্‌বো আমি, রাজা সে আদেশ পালন কর্‌বে।

দামিনী। তবে এগিয়ে এসো, আজ আমি পিতৃহত্যাই কর্‌বো—

জগরায়। পুত্রকে যে হত্যা কর্‌তে পারে, প্রয়োজন হ'লে সে কন্যার শিরশ্ছেদ কর্‌তেও জানে। [অসি নিষ্কাসন]

রঙ্গরায়। আমার জন্য আমি এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড হ'তে দেবো না।

দামিনী। মহারাজ—

নর্ম্মদা। যাও বোন্, যাও লক্ষ্মী! চেয়ে দেখ, মৃত্যু এসে আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়েছে। আমরা তো মর্‌বোই, তুমি কেন আমাদের জন্য পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে দিদি? যাও—যাও, তোমার স্বামীকে ব'লো—আমরা তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, তার মঙ্গল হোক্।

দামিনী। মহারাজ! তবে এই তরবারি নিন্; আমি আমার স্বামীকে নিয়ে আস্‌ছি, ততক্ষণ আত্মরক্ষা করুন।

[তরবারি দিয়া প্রস্থান।

নর্ম্মদা। জগরায়! তুমি ভৃত্য—আমরা প্রভু, তোমার কাছে আমাদের কোন অনুরোধ নেই। তুমি শুধু একবার চোখ মিলে চেয়ে দেখ এই রুগ্ন করুণ মূর্ত্তির দিকে। তুমি তো অন্ধ নও! চেয়ে দেখ, এই কালিমাময় দেহে স্পষ্ট মৃত্যুর ছাপ পড়েছে। এ দেখেও কি তোমার হাতের তরবারি খ'সে পড়্‌ছে না? মর্‌বেই তো, শুধু দু'টী দিনের অপেক্ষা।

জগরায়। আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। প্রস্তুত হও রঙ্গরায়! আর যদি অস্ত্রচালনা কর্‌তে যাও—

রঙ্গরায়। কোন প্রয়োজন নেই। [তরবারি ফেলিয়া দিলেন।] আমার জন্য অসংখ্য প্রজার রক্তে শ্যামলভূমি রঞ্জিত হয়েছে, আমার জন্য রাঘব প্রাণ দিয়েছে। আমার আর বাঁচবার সাধ নেই জগরায়! এসো, আমি প্রস্তুত!

নর্ম্মদা। এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না জগরায় যে, আমার সম্মুখে আমার স্বামীকে হত্যা কর্‌বে। আগে আমাকে মৃত্যু দাও, তারপর—

রঙ্গরায়। নর্ম্মদা!

নর্ম্মদা। মর্‌তেই যখন হবে, কেন এক মুহূর্ত্তের জন্য বৈধব্য নিয়ে

মরবো? তা হয় না; যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার সিঁথির সিন্দুর কেউ ম্লান করতে পারবে না। এসো ঘাতক—

রঙ্গরায়। ঘাতক নয়; রাজকুলবধূ ঘাতকের খড়্গে প্রাণ দিতে পারে না। এসো নর্ম্মদা, আমিই তোমাকে পরলোকের পথে এগিয়ে দিই। জগরায়! তুমি একটু অন্তরালে যাও। ভয় নেই, আমরা পালিয়ে যাবো না, পালাবার শক্তিও আর নেই।

জগরায়। উত্তম; এক মুহূর্ত্তের অবসর দিলাম, এর মধ্যে বিদায়-সম্ভাষণ শেষ ক'রে নাও। [প্রস্থান।

রঙ্গরায়। নর্ম্মদা!

নর্ম্মদা। স্বামী! চোখের জল ফেলো না; আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার মলিন মুখ সইতে পারি নে। এ বড় সুখের মৃত্যু। কেবল একটা দুঃখ র'য়ে গেল, যাবার সময় পদ্মিনী আর শঙ্করকে দেখ্‌তে পেলাম না; ভগবান্ তাদের মঙ্গল করুন। পায়ের ধূলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই পাই।

[নর্ম্মদা ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন; রঙ্গরায় ভূমি হইতে তরবারি লইয়া কম্পিতহস্তে স্ত্রীর বক্ষভেদ করিলেন।]

দামিনী ও দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। মহারাজ রঙ্গরায়—একি? [আতঙ্কে পিছাইয়া গেলেন।]

দামিনী। দিদি!—দিদি! [নর্ম্মদাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।]

নর্ম্মদা। দামিনী! এই ভালো; ঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে স্বামীর হাতে মৃত্যু অনেক গৌরবের। দিদি! একবার শঙ্করকে আমায় দেখাতে পারিস্? একবার—শুধু একবার—

দামিনী। চল দিদি, এ কারাগারে তোমার মৃত্যুশয্যা হ'তে পারে না। এসো, শঙ্করকে দেখ্‌বে এসো। [নর্ম্মদাকে লইয়া প্রস্থান।

দেবরায়। কি কর্‌লে তুমি রাজা? নিজের হাতে পতিপ্রাণা পত্নীকে হত্যা কর্‌লে?

রঙ্গরায়। কর্‌বো না? ঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে এই ভালো। নিজের হাতে তার বক্ষভেদ করেছি, তবু জগরায়কে স্পর্শ কর্‌তে দিই নি। কই সে ঘাতক? সে যে আমারও শির নিতে এসেছিল। ডাকো—ডাকো জগন্নায়কে—

দেবরায়। মহারাজ!

রঙ্গরায়। কে তুমি? তুমি কে? বড় সুন্দর মুখখানি তো! কতদিন নিশীথ স্বপ্নে আমি এই মুখখানি দেখেছি। এ তো পর নয়, এ তো আমার অচেনা নয়; আমার পরমাত্মীয়—আমার পরম শত্রু!

দেবরায়। না দাদা, আমি তোমার দাসানুদাস।

রঙ্গরায়। দাসানুদাস? র'সো—একটু ভাবি; বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এমন যার রূপ, সে কেন এমন অত্যাচারী?

দেবরায়। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, আর আমি অত্যাচারী নই, আর আমি তোমার শত্রু নই। এসো, তোমার সিংহাসনে আবার আমি তোমাকেই বসাবো।

রঙ্গরায়। সিংহাসন? সিংহাসনের জন্য নর্ম্মদা আজ মরণের কোলে ঢ'লে পড়েছে। আমি নিজের হাতে, ওঃ—[রক্তবমন]

দেবরায়। রাজা—রাজা!

রঙ্গরায়। ওই দেখ সেই ঘননীল সজল আঁখি দু'টি, আমার দুঃখের সান্ত্বনা—পিপাসার জল—রোগের ঔষধ। ওঃ, নর্ম্মদা—নর্ম্মদা—

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

দেবরায়। তবে যাও বীর! যে দেশে ভাই ভাইকে হিংসা করে না, উপকারের বিনিময়ে অপকার পাওয়া যায় না, সেই দেশে যাও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমিও তোমার মত মানুষ হই—[চক্ষে জল আসিল।]

গিরিমর্দ্দনের প্রবেশ।

গিরিমর্দ্দন। রঙ্গরায়! [দেবরায়কে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।]

দেবরায়। [ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া] আপনি কি আমার পিতা?

গিরিমর্দ্দন। এঁ্যা, তুমি? তুমিই আমার ছেলে দেবরায়?

দেবরায়। বাবা!

গিরিমর্দ্দন। খোকা—

দেবরায়। কেন বাবা আপনি আমাকে দেখ্‌তে এতদূর ছুটে এসেছিলেন? এসেছিলেন যদি, রাজসভায় গেলেন না কেন? আমার অজ্ঞাতসারে ওরা যে আপনার উপর অনেক অত্যাচার করেছে।

গিরিমর্দ্দন। কিছু না বাবা, কিছু না; তোকে দেখে আমি সব ভুলে গেছি। চল্ বাবা ঘরে চল্, তোর জন্যে তোর মা বড় কাঁদে।

দেবরায়। চলুন, আমি গিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেবো।

গিরিমর্দ্দন। কিন্তু আমার তো কোঠাবাড়ী নেই বাবা! আমার কুঁড়ে ঘর—

দেবরায়। সেই আমার স্বর্গ। চলুন, আপনার পদস্পর্শে রাজ-অন্তঃপুর পবিত্র কর্‌বেন। তারপর আমরা তিনজনে মিলে সিন্ধুদেশে চ'লে যাবো। [গিরিমর্দ্দনের ভাঙ্গা ছাতা লাঠি মাথায় করিয়া তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।] সেই একদিন, আর এই একদিন!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদপ্রাঙ্গন।

একৃমা নায়কের প্রবেশ।

একৃমা। সৈন্যগণ! কারাগারের লৌহদ্বার লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল, তোমাদের রাজা-রাণীকে আগে উদ্ধার কর, তারপর জগরায় আর দেবরায়ের শাস্তি। না, আমিই যাচ্ছি রাজা রাণীকে উদ্ধার কর্‌তে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। সর্দ্দার!

একৃমা। কারাদ্বার ভেঙ্গে ফেল্‌বে চল্‌—

শঙ্কর। ভাঙ্গতে হবে না সর্দ্দার! কারাদ্বার মুক্ত, কিন্তু ভিতরে কেউ নেই।

একৃমা। কেউ নেই? রঙ্গরায়, রাণী নর্ম্মদা, এরা কেউ নেই?

শঙ্কর। না সর্দ্দার, আছে শুধ্‌ হর্ম্ম্যতলে জমাটবাঁধা রক্ত!

একৃমা। রক্ত? তবে কি তারা—না—না, ভাব্‌তে পারি না! সৈন্যগণ! প্রাসাদতোরণ বন্ধ ক'রে দাও। সন্ধান কর বালক, পাতি-পাতি ক'রে খুঁজে দেখ। যদি তাদের না পাই, গোটা প্রাসাদটা আমি ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। রাজাকে চাই—রাণীকে চাই—

দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। রাণী মৃত্যুর কবলে।

শঙ্কর। কই—কোথায় মা আমার?

দামিনী। মাকে দেখ্‌বে সন্তান? তবে এসো আমার সঙ্গে; তোমারই জন্য তাঁর প্রাণটা বেরুতে পাচ্ছে না। সে কি রক্ত! সোনার পালঙ্কে লাখে লাখে জবাফুল ফুটেছে।

একমা। কে মার্‌লে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে?

দামিনী। উপলক্ষ্য মহারাজ, মেরেছেন মহামান্য জগরায়।

একমা। জগরায়?

দামিনী। এসো শঙ্কর! মাকে শেষ দেখা দেখ্‌বে এসো—

শঙ্কর। না—যাবো না। কি দেখ্‌তে যাবো আর? আমি এমন অভাগা ছেলে, বন্দী পিতা-মাতাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি নি।

দামিনী। বিলাপের সময় অনেক আছে সন্তান, কিন্তু মাকে আর দেখ্‌তে পাবে না। এসো আমার কক্ষে, তোমাকে না দেখ্‌লে তার মৃত্যু-যন্ত্রণার শান্তি হবে না।

শঙ্কর। মা—মা—মা—

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ দামিনীর প্রস্থানোদ্যোগ।]

একমা। দাঁড়াও, তুমি কে?

দামিনী। আমি জগরায়ের কন্যা।

একমা। জগরায়ের কন্যা? দেবরায়ের স্ত্রী? তবে দাঁড়াও সোজা হ'য়ে! দেশের এত অশান্তির উপলক্ষ্য তুমি, তোমারই জন্য জগরায় এমন দুর্ব্বার হ'য়ে উঠেছে। দেশের মঙ্গলের জন্য তোমাকে আমি বলি দেবো!

দামিনী। সে সুযোগ পরেও পাবে বীর! ভয় নেই, আমি পালাবো না। বাঁচ্‌বার ইচ্ছা আর আমার আদৌ নেই, আমি বিজয়নগরের রাহু; আমারই জন্য পিতা এমন হিংস্র হ'য়ে উঠেছেন, এমন অনায়

জীবনে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি বলির প্রতীক্ষায় রইলাম, যাও বীর! আগে তোমাদের রাজার সন্ধান কর।

একৃমা। ঠিক্—ঠিক্। রঙ্গরায়—রঙ্গরায়—

ছিন্নমুণ্ডহস্তে জগরায়ের প্রবেশ।

জগরায়। রঙ্গরায়—[ছিন্নমুণ্ড একৃমা নায়কের সম্মুখে নিক্ষেপ।] বেশী অন্যায় করি নি; মর্‌তেই বসেছিল, আমি এক আঘাতে মৃত্যু-যন্ত্রণার অবসান ক'রে দিয়েছি।

দামিনী। বাবা!—

জগরায়। চুপ! কে কার বাবা? আমার কেউ নেই। আছে শুধু একটা আত্মীয়—সে আমার অন্তরের দুরাকাঙ্ক্ষা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দামিনী। বন্দী কর—হত্যা কর সর্দ্দার! আমি একটুও কাঁদ্‌বো না—একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌বো না। ওঃ, বাবা! সংসারে তোমার তুলনা শুধু তুমি।

একৃমা। [চোখে জল ঝরিতেছিল।] রাজা আমার—বন্ধু আমার! এত ক'রে তোমার হৃত রাজ্য উদ্ধার কর্‌লাম, তুমি একবার সিংহাসনে বস্‌লে না? এই বৃদ্ধের প্রাণপাত পরিশ্রম নিষ্ফল ক'রে চ'লে গেলে! [ছিন্ন শির বক্ষে চাপিয়া রহিলেন।] ওঃ! ওরে, এর চেয়ে আমার ছেলেও যদি মর্‌তো, আমি একটা কথাও বল্‌তাম না।

দামিনী। প্রতিশোধ নাও সর্দ্দার! কান্নার সময় অনেক পাবে।

একৃমা। ভগবান্! তোমার এত অবিচার! কীট-পতঙ্গের উপরও তোমার এত দয়া, আর এই মহাপুরুষ—জীবনে যে কোন পাপ করে নি, তার উপর এমন নৃশংস অত্যাচার! তবে আর কর্‌বো না তোমার

পূজা—দেবো না তোমায় রাজভোগ—গাইবো না তোমার নামের মহিমা।

দেবরায়ের প্রবেশ।

দেবরায়। দামিনী! শীঘ্র এসো দামিনী! আমরা পিতার সঙ্গে চ'লে যাই—

একৃমা। কে? দেবরায়? এসো—এগিয়ে এসো।

দেবরায়। [শান্ত শিশুর মত কাছে আসিলেন।]

একৃমা। [ছিন্ন মুণ্ড দেখাইয়া] চিন্‌তে পার্‌ছো এই মুখ?

দেবরায়। ওঃ, দাদা—দাদা—

একৃমা। চুপ! তোমারই জন্য এই মহাপুরুষের আজ এই দশা। সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেছিল, জগরায় সেই মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে। দেবরায়!

দেবরায়। সর্দ্দার!

একৃমা। মাথা হেঁট করলে যে? মাথা তোলো দস্যু! শত্রুর শিরচ্ছেদ করবে না? রক্ত-সমুদ্রে সাঁতার খেল্‌বে না? আমাদের হাত থেকে "মাণিকমালা" ছিনিয়ে নেবে না? শোন দেবরায়! তুমি বহুদিন চন্দ্রগিরির সিংহাসনে বসেছিলে; তোমাকে নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় বন্দী করতে চাই না; অস্ত্র নিয়ে এসো,—হয় তুমি মর, না হয় আমি মরি।

দেবরায়। আমি যুদ্ধ করবো না।

একৃমা। তা হ'লে হত্যাই করবো।

দামিনী। না—না, হত্যা ক'রো না; রাজ্যের মোহ আর আমাদের নেই সর্দ্দার! আমরা স্বেচ্ছায় সানন্দে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি।

স্বামী-স্ত্রী মিলে হলকর্ষণের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কর্‌বো, তবু এ রাজত্বের আবর্জ্জনায় আর নাম্‌বো না।

দেবরায়। দামিনী! কেন আমার প্রাণভিক্ষা চাইছো? আমি যা করেছি, তাতে এই দেহটা ধারণ কর্‌তে আমার নিজেরই লজ্জা-বোধ হ'চ্ছে। আমার জন্য দেশে এত অনাচার, আমার জন্য প্রাতঃ-স্মরণীয় মহারাজ রঙ্গরায় নিহত, আমার জন্য রাঘব রায় মৃত্যুর কোলে নীরব, তবু আমার প্রাণভিক্ষা চাও? এ প্রাণের কোন মূল্য নেই। এসো সর্দ্দার, আমার মৃত্যু দাও—আমায় বিস্মৃতি দাও–

একৃমা। এ সব অভিনয় আমি অনেক দেখেছি; ওতে আর প্রাণ টলে না। আগে তোমার শিরশ্ছেদ করি, তারপর সেই নর-রাক্ষস জগরায়কে—[অসি উত্তোলন]

দামিনী। [কাঁদিতেছিল।]

কিঙ্করীর প্রবেশ।

কিঙ্করী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও বাবা! হত্যা কর্‌তে হয়, জগরায়কে কর, এই নিষ্পাপ যুবকের রক্তে অসি কলঙ্কিত ক'রো না।

একৃমা। কিঙ্করী! তুই বেঁচে আছিস্? শত্রু তোকে হত্যা করে নি?

কিঙ্করী। কর্‌তে চেয়েছিল, রক্ষা করেছে আমার এই ছেলে মেয়ে।

একৃমা। ছেলে মেয়ে?

কিঙ্করী। হ্যাঁ বাবা! শত্রু আমাদের জগরায়; সে এদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল রঙ্গরায়ের বিরুদ্ধে, আবার রঙ্গরায়কে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল এদের বিপক্ষে। আসলে এরা কেউ দোষী নয়। বাবা! অস্ত্র ফেলে দিয়ে এদের কোলে তুলে নাও। ভ্রমের বশে এরা যাই ক'রে থাক্‌, তবু এরা আমার সন্তান।

দেবরায় ও দামিনী। মা—মা—

একুমা। দূর্ ছাই! [তরবারি ফেলিয়া দিলেন।] তুই বেটী সব মাটি ক'রে দিলি। পালিয়ে যা—পালিয়ে যা ওরে দুর্জ্জয় শত্রু, যত দূরে পারিস্! এই শত্রুর ব্যূহমধ্যে আর মাথা গলাস্ নে। অন্তরের দানবটা একটু নির্জীব হ'য়ে আছে, মুহূর্ত্ত পরে হয় তো সে খাড়া হ'য়ে উঠ্বে। যা—যা, পালা—

দামিনী। এসো স্বামী, মহারাণীকে দেখ্বে চল—[উভয়ের প্রস্থান।

একুমা। জগরায় কই, জগরায়?

কিঙ্করী। আমি দেখ্ছি বাবা! যান্ আপনি, অভিষেকের আয়োজন করুন।

একুমা। বন্দী ক'রে নিয়ে আয়, যেখান থেকে পারিস্! ওই শঙ্কর আস্ছে, আমি পালাই— [প্রস্থান।

কিঙ্করী। কোথায় গেল স্বামী? প্রাসাদের কোথাও তো তাঁকে দেখ্তে পাচ্ছি না!

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। সর্দ্দার! সর্দ্দার! মা নেই—মা নেই আমার! এ কি? এ কার ছিন্ন শির?

কিঙ্করী। এঁ্যা—তাই তো! এ যে মহারাজ রঙ্গরায়—

শঙ্কর। পিতা! পিতা! ওঃ, ভগবান্! তুমি এত নিষ্ঠুর?

কিঙ্করী। ভগবান নিষ্ঠুর নয় রে ছেলে! নিষ্ঠুর এই মানুষের জাত। এ নিশ্চয়ই জগরায়ের কাজ—

শঙ্কর। দেখ মা দেখ, অধরের সেই শুভ্র হাসি এখনো মিলিয়ে যায় নি। আমি জগরায়কে বেঁধে এনে জীবন্ত প্রোথিত কর্‌বো।

কিঙ্করী। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না বাবা, যা কর্‌বার আমিই কর্‌ছি, তুমি শুধু বিচার কর্‌বে।

শঙ্কর। কেউ নেই—কেউ নেই আর! একদিনে আমার সব গেল! পিতা নেই—মাও নেই—

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কে বলে মা নেই? [কিঙ্করীকে দেখাইয়া] চেয়ে দেখ স্বামী এই স্নেহময়ী মূর্ত্তির দিকে, সে মা মরে নি, এ মায়ের সঙ্গে মিশেছে। এতদিন আমাদের দুই মা ছিল, আজ হ'তে আমাদের একই মা।

কিঙ্করী। [পরম স্নেহে দু'টীকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিলেন।] আর একটা মা আছে শঙ্কর, এ মা খড়-মাটির পুতুল; এই মায়ের ভিতর দিয়ে তোরা সেই মায়ের পূজো কর্। যতই দুঃখ থাক্ অন্তরের মধ্যে, যে শ্যামা জন্মভূমিকে তোদের ফল জল শস্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, কখনও তাকে ভুলিস্ নে। আসুক্ সহস্র ঝঞ্ঝা, কোন দিন কোন প্রলোভনে ভুলে যাস্ নে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সন্ধ্যা ও শঙ্কর। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

[একমা নায়কের পরিত্যক্ত অস্ত্র তুলিয়া লইয়া কিঙ্করীর প্রস্থান।

সন্ধ্যা। [রঙ্গরায়ের ছিন্নশির বুকে তুলিয়া লইয়া] তুমি যে বলেছিলে মহারাজ, আমাকে তোমার মায়ের আসনে বসাবে! আমি তো তোমার ঘরে এসেছি! কই ছেলে, তুমি তো একবার মা ব'লে ডাক্‌লে না? ডাকো—ডাকো—একবার ডাকো—, এস স্বামী।

[শঙ্কর করতলে চোখ ঢাকিল, সন্ধ্যা তাহার একটী হাত ধরিয়া অন্য হাতে ছিন্ন শির লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের একাংশ।

জগরায় ও পৃথ্বীনায়ক।

জগরায়। অপদার্থ! ভীরু! এখনো তুমি বৃদ্ধ এক্‌মা নায়ককে বন্দী কর্‌তে পার্‌লে না?

পৃথ্বী। না। আমি তো আমি, গোটা বিজয়নগর সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেও ঐ বৃদ্ধ স্থবিরকে বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না।

জগরায়। বন্দী কর্‌তে না পার, গুপ্ত হত্যা কর।

পৃথ্বী। হত্যা কর্‌বো? পিতাকে?

জগরায়। হাঁ; নইলে উপায় নেই। এই মুহূর্ত্তেই সিংহাসন শত্রুর করায়ত্ত হবে।

পৃথ্বী। হোক্; একটা কেন, অমন দশটা সিংহাসনের জন্যও পৃথ্বী নায়ক পিতৃহত্যা কর্‌বে না।

জগরায়। কর্‌বে না?

পৃথ্বী। না; পারি, ন্যায় যুদ্ধে তাঁকে বধ কর্‌বো। কিন্তু হত্যা? সে আমি পার্‌বো না।

জগরায়। আমি যদি নিজের হাতে পুত্রের মৃত্যুগহ্বর রচনা কর্‌তে পেরে থাকি, তুমি কেন পার্‌বে না?

পৃথ্বী। সবাই তো তোমার মত নয় জগরায়! তুমি স্বার্থের জন্য রঙ্গরায়কে ঠকিয়েছ, দেবরায়কে ঠকিয়েছ, আমারও দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছ; কিন্তু আমি অতখানি স্বার্থের দাস নই জগরায় যে ছলনার আশ্রয় নিয়ে শত্রুজয় কর্‌বো!

জগরায়। পৃথ্বীনায়ক! এখনো কথা শোন—

পৃথ্বী। কি শোনাবে আর বন্ধু? তোমার কুচক্রে প'ড়ে আমি পিতাকে হারিয়েছি, তবু এখনো আমার এইটুকু সম্পদ অবশিষ্ট আছে যে আমি মহাবীর একমা নায়কের পুত্র; আমি দেশদ্রোহী বটে, কিন্তু আমার সমস্ত কর্ত্তব্যের ভার মাথায় নিয়েছে আমার পত্নী। শুধু এই দর্পেই এখনো আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি।

জগরায়। তা হ'লে তুমি আর আমাদের সাহায্য কর্‌বে না?

পৃথ্বী। নিশ্চয় কর্‌বো। এসো—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মরি।

জগরায়। কাকে নিয়ে যুদ্ধ কর্‌বে? কেউ নেই আর—

পৃথ্বী। তুমি আমি তো আছি! এসো—শত্রুকে আহ্বান কর!

জগরায়। কোন ফল হবে না; হত্যা—শুধু হত্যাই একমাত্র উপায়। তুমি না পার, আমিই যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যোগ]

পৃথ্বী। সাবধান জগরায়! যুদ্ধ কর, আমি সঙ্গে আছি; কিন্তু গুপ্তহত্যার সঙ্কল্প যদি কর, আগে তোমাকেই মাথা দিতে হবে।

জগরায়। যাও—যাও, তোমার ভ্রূকুটিতে জগরায় ভয় করে না। যে ভাবে হোক্, উদ্দেশ্য সাধন করা চাই। এর জন্য পুত্রকে বলি দিয়েছি—কন্যা জামাতাকে ত্যাগ করেছি—রঙ্গরায়কে হত্যা করেছি!

পৃথ্বী। কি বল্‌লে জগরায়? রঙ্গরায়কে হত্যা করেছ? শোকে, দুঃখে জর্জ্জরিত, নিদারুণ যক্ষ্মারোগে মরণাপন্ন সেই হতভাগ্যের ক্ষীণ জীবন-প্রদীপটাও তুমি ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে? জগরায়! তুমি মানুষ নও, বিধাতা বোধ হয় তোমায় পশু তৈরী কর্‌তে গিয়ে মানুষ ক'রে ফেলেছেন।

জগরায়। সাধবান পৃথ্বীনায়ক!

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

সন্ধ্যা ও শঙ্করকে লইয়া একৃমা নায়কের প্রবেশ।

একৃমা। ব'সো ভাই রাজসিংহাসনে! আয় দিদি, সিংহাসনে উপবেশন ক'রে এই বৃদ্ধের চোখ দু'টী জুড়িয়ে দে। আজ হ'তে তোমরা এই বিজয় নগরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, তোমাদের সুশাসনে বিজয়নগর আবার ফলে ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠুক্, এই আমার প্রার্থনা।

শঙ্কর। সর্দ্দার!

একৃমা। রঙ্গরায়! তুমি স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ, একৃমা নায়ক তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে—চন্দ্রগিরির রাজসিংহাসনে আবার রামরায়ের বংশধরকে বসিয়েছে। তোমার সিংহাসনে আজ তোমার পুত্র পুত্রবধূ দেখে তৃপ্ত হও, আর আশীর্ব্বাদ কর যেন এরা তোমারই মত মানুষ হয়।

কিঙ্করী ও পৃথ্বীনায়কের প্রবেশ।

কিঙ্করী। মহারাজ শঙ্করদেবের জয় হোক্, মহারাণী সন্ধ্যার জয় হোক্।

পৃথ্বী। কে? কে মহারাণী? [নিথর হইয়া দাঁড়াইলেন।]

কিঙ্করী। তোমার কন্যা সন্ধ্যা।

একৃমা। কর—শত্রুতা কর—অস্ত্রাঘাত কর, দেখি তুমি কত বড় রাজদ্রোহী! কি বল্‌বো, তোমার কন্যা জামাতা আজ সিংহাসনে, নইলে আমি আজ তোমায় বেত্রাঘাত ক'রে পিঠের চামড়া তুলে নিতাম।

সন্ধ্যা। [ধমকাইয়া] দাদু! তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ।

একমা। দেখেছ মা, যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর।

কিঙ্করী। কলির ধর্ম্ম বাবা!

পৃথ্বী। পিতা! অধম সন্তান আমি, বুঝতে পারি নি যে পিতা এমন স্নেহময়। আমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে আপনাকে সহস্রবার আঘাত করেছি, আর আপনি আমার জন্য এই সুখের স্বর্গ রচনা ক'রে রেখেছেন। চরম প্রতিশোধ—রাজদ্রোহের চরম শাস্তি!

[প্রস্থান।

কিঙ্করী। কে আছ? বন্দী জগরায়—

বন্দী জগরায়ের প্রবেশ।

শঙ্কর। জগরায়!

জগরায়। কি বল্‌তে চাও?

শঙ্কর। বিচার কর্‌বো।

জগরায়। কিসের বিচার?

শঙ্কর। রাজদ্রোহের—

একমা। গুপ্তহত্যার—

কিঙ্করী। প্রবঞ্চনার—

সন্ধ্যা। মায়ের অপমানের।

জগরায়। যা কর্‌বে, সে তো ভেবেই রেখেছ, আবার বিচারের অভিনয় কেন? বল, গলাটা বাড়িয়ে দিই—

শঙ্কর। শোন দস্যু! তুমি আমার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছ—

একমা। রাঘবকে পুড়িয়ে মেরেছ—

কিঙ্করী। দেবরায়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক মাখিয়েছ—

সন্ধ্যা। আমার মাকে ছলনায় ভুলিয়ে এনেছ।

জগরায়। সব সত্য; তারপর?

শঙ্কর। তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

জগরায়। কিছু না।

একৃমা। একটা ভিক্ষা—এক ফোঁটা অনুতাপের অশ্রুজল?

জগরায়। না—না, জগরায় নিকৃষ্টের কাছে ভিক্ষা চায় না। তার কার্য্যের জন্য সে অনুতাপও করে না।

একৃমা। বুঝে দেখ জগরায়!

জগরায়। কি বুঝ্‌বো? বোঝ্‌বার কিছু নেই।

কিঙ্করী। তোমায় যদি মুক্তি দেওয়া হয়?

জগরায়। আবার এ রাজ্য অধিকার কর্‌বো, আজ হোক্ আর কাল হোক্।

কিঙ্করী। শোন জগরায়! তুমি রাঘবরায়ের পিতা, দামিনীর পিতা। শুধু এই জন্যই তোমার প্রাণটার উপর আমাদের মমতা হ'চ্ছে। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর জগরায়!

জগরায়। না—না, কিসের ক্ষমা? ইচ্ছা হয়, আমায় হত্যা কর; আমার এক ফোঁটা রক্ত যেখানে পড়্‌বে, সেখানে সহস্র জগরায় মাথা তুলে উঠ্‌বে।

কিঙ্করী। তবে আর উপায় নেই রাজা!

একৃমা। মৃত্যুই এর একমাত্র গতি।

শঙ্কর। উত্তম; তা হ'লে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম জগরায়! সর্দ্দার! এই হতভাগ্যের দেহ চারিখণ্ডে বিভক্ত ক'রে প্রাসাদের চারিদিকে বিলম্বিত ক'রে দিন, যেন এর কথা স্মরণ কর্‌তেও লোকে শিউরে ওঠে।

জগরায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

একৃমা। এসো— [বজ্রমুষ্টিতে হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

দেবরায়ের প্রবেশ ।

দেবরায় । মহারাজের জয় হোক্ !

শঙ্কর । এ বেশে কোথায় চলেছেন পিতৃব্য ?

দেবরায় । পিতার সঙ্গে দেশে যাচ্ছি বাবা !

শঙ্কর । কবে আস্‌বেন ?

দেবরায় । আর আস্‌বো না শঙ্কর ! এই আমাদের শেষ দেখা ।

শঙ্কর । তা হ'লে আপনাকে যেতে দেবো না ।

দেবরায় । শঙ্কর ! —

শঙ্কর । পিতৃব্য ! আমি ভুল বুঝে আপনার উপর যে অবিচার করেছি, তার জন্য সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি । আমার পিতা নেই ; আপনিও যদি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যান, তা হ'লে এই সিংহাসন আমি ভেঙ্গে পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দেবো ।

দেবরায় । আমায় আর বাঁধিস্ নে শঙ্কর ! এ দেহে বড় জ্বালা ! এ জ্বালায় সোনার সিংহাসন গ'লে জল হ'য়ে যাবে । আমি যাই—

শঙ্কর । কোথায় যাবেন পিতৃব্য ? আমি পিতা-মাতাকে হারিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, আর আপনি কোন প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে পালিয়ে যাবেন ? তা হবে না । এই জ্বালার মহাশ্মশান বুকে ক'রে আমি দিবানিশি জ্বল্‌বো, আর আপনি আপনার পিতা-মাতার কোলে স্বর্গভোগ করবেন ? তা হয় না । এই নিন্ মাণিকমালা—গ্রহণ করুন সিংহাসন—[মাণিকমালা অর্পণ করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ ।]

দেবরায় । [হাত ধরিয়া আকর্ষণ] অবুঝ হোস্ নে শঙ্কর ! বুকটায় একবার হাত দিয়ে দেখ্, দাদা এইখানে রাবণের চিতা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন । ব'সো বাবা সিংহাসনে ; যে মাণিকমালার জন্য এই দেশ-

ট্যাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছি, সেই মাণিকমালা আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে তোমারই গলায় পরিয়ে দিলাম। [মাণিকমালা পরাইয়া দিলেন।]

শঙ্কর। পিতৃব্য !

দেবরায়। আবার আস্‌বো, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি। যদি তোদের ছেলে হয়, তার শিক্ষার ভার আমি এসে নেবো। এমন শিক্ষা দেবো, যেন এ দেশে আবার একটা রঙ্গরায়ের আবির্ভাব হয়। বিদায় মহারাজ—

কিঙ্করী। যাচ্ছ বাবা ?

দেবরায। হ্যাঁ মা, যাচ্ছি। আবার যেদিন আস্‌বো, যেন তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাই—[প্রণাম]

কিঙ্করী। সঙ্গে নিয়ে যাও আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ।

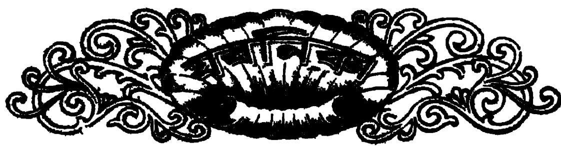
[দেবরাযেব প্রস্থান।

শঙ্কর। সব গেল—সব গেল—

কিঙ্করী। কিছুই যায় নি গোপাল ! সব আছে তোর শ্যামা জন্মভূমির মধ্যে। বল্‌—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শঙ্কর ও সন্ধ্যা। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী !"

[দুই জনকে দুই হাতে ধরিয়া কিঙ্করীর প্রস্থান।



প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
জনকনন্দিনী
রায় অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
হরিবাসর
ভূটুয়া নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনীত ১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্তজবা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
রূপসায়রা
গণেশ অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
পাতালপুরী
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ভক্তিবিনোদ প্রণীত
মীরা
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
হামির
গণেশ অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
স্রোতের যাত্রী
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
বীরপূজা
আর্য্য ও নট্ট কোঃ অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বসুন্ধরা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
দস্যু
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
কৃষ্ণ-যাত্রা
১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ১৲

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন প্রণীত
মুক্তশিলা
ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
পুণ্যফল
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
মহিষাসুর
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—১।০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্তপূজা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—১।০

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

—নাটক—

বীরপূজা	১॥০
নিয়তি	১॥০
ব্রহ্মতেজ	১॥০
মুক্তি-তীর্থ	১॥০
মহিষাসুর	১॥০
নবরাত্র	১॥০
রাজলক্ষ্মী	১॥০
প্রবীরার্জ্জুন	১॥০
স্বর্ণলঙ্কা	১॥০
মহালক্ষ্মী	১॥০
লীলাবসান	১॥০
নবশক্তি	১॥০
শক্তিপূজা	১॥০
ত্রিধারা	১॥০
জনকনন্দিনী	১॥০
রক্তকন্যা	১॥০
পাতালপুরী	১॥০
[illegible]	১॥০
সন্ধ্যা	১॥০
হরিবাসর	১॥০
জপসাধনা	১॥০
বসুধারা	১॥০
চাষার ছেলে	১॥০
স্রোতের যাত্রী	,,
দান-বীর	১॥০
চাঁদের মেয়ে	১॥০
কৃষ্ণ-যাত্রা ১ম খণ্ড	১৲
ঐ ২য় খণ্ড	১৲
দক্ষিণা বা একলব্য	১॥০
অজাদেবী	১॥০
সৌমিত্রি	১॥০
ধর্ম্মের জয়	১॥০
পঞ্চনদ	১॥০
পুণ্যবল	১॥০
বিন্ধ্যা-বলি	১॥০
কালচক্র	১॥০
তৃতীয়-অবতার	১॥০
তুষণ্ড-কীর্ত্তি	১॥০
কুশধ্বজ	১॥০
শতাব্দে	১॥০
দময়ন্তী	১॥০
রাজ্যশ্রী	১॥০
তাম্রধ্বজ	১॥০
দাক্ষিণাত্য	১॥০
মাল্যবান	১॥০
নারায়ণ	১॥০
বঙ্গবীর	১॥০
মীরা	১॥০
ভর্গোৎপলে সমাধি	১॥০
শঙ্খধ্বজ	১॥০
পূজারীয়া	১॥০
ভাগ্যদেবী	১॥০
চন্দ্রধর	১॥০
উর্ব্বশী	১॥০
শিবশক্তি	১॥০
রক্তপূজা	১॥০
তিলোত্তমা	১॥০
পাপমুক্তি	১॥০
মুক্তশিলা	১॥০

—ধর্ম্মগ্রন্থ—

ব্রহ্মচর্য্যসাধন	১৷
সাধক-জীবনী	২
শিশু শ্রীচৈতন্য	১৷
কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব	২
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	২৷
গীতগোবিন্দ	
পরলোক তত্ত্ব	১
তুলসীদাস জীবনী	
মোক্ষ-তত্ত্ব	
খিল হরিবংশ	
মেয়েদের ব্রতকথা	

জ্যোতিষ গ্রন্থ

সিদ্ধান্ত-রহস্য	২
জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত	
বরাহ-সংহিতা	
জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান	২৷

—বিবিধ—

কামরত্ন-তন্ত্র	
অদ্ভুত ইন্দ্রজাল	
কামকলা	
তান্ত্রিক-চিকিৎসা	
সংসার-তত্ত্ব	
বিধির নির্ব্বন্ধ	
অনঙ্গলীল	
বোধনবাড়ী	
বিষদৃষ্টি	
রাজকন্যার গুপ্তকথা	
ওমারপাশা	
ছুঁইমহল	

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।